চিন্তা-নির্ঝরিণী।

শ্রীকুমারবিক্রম মজুমদার প্রণীত।

"Man is his own star, and the soul that can
Render an honest and a perfect man
Commands all light, all influence, all fate :
Nothtng to him falls early or too late
Our acts our angels are, or good or ill
Our fatal shadows that walk by us still."

দ্বিতীয় সংস্করণ।

যশোহর।

১৩২৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গপত্র।

নির্ঝরিণী, সততই পয়ঃপ্রবাহিণী ; নির্ঝরিণীর খরস্রোত ; কিন্তু প্রস্তরস্তূপে নির্ঝরিণীর বক্ষ পূর্ণ। সেই স্রোত অনন্ত বাধা-বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া চিন্তা-রজতহার বক্ষে বহুপথ-প্রবাহিণী।

শৈল-দুহিতা নির্ঝরিণী। অরোধ আনন্দে, অনন্ত উচ্ছ্বাসে সেই কুল কুল কুল করুণ-ধ্বনিতে তটস্থিত নিসর্গ-কানন ঝঙ্কারিত করিয়া প্রবাহিত। নির্ঝরিণী প্রকৃতি-লালিতা। ঐ শৈলময় স্থানে, ঐ বিহগ-কুলের অপার আনন্দে, ঐ বনলতা বনফুলের অতুল সমাবেশে, ঐ বনবীণা অলিকুলের মধুর গুঞ্জনে, ঐ কবিজন-মনোহর মধুর লতাতন্তু-নিকুঞ্জে, অমলা নিসর্গ-দেবী ব্যতীত আর কে সস্নেহে উচ্ছ্বাসময়ী নির্ঝরিণীর বিমল বিকাশ অবলোকন করে ?

গিরি-নিস্যৃত অনেক রজত-স্বুবর্ণ-মণিমুক্তা প্রবালাদির নির্ঝরিণী-তলে বসতি। ইচ্ছা ছিল, সেই মণিমুক্তাদি সংগ্রহ করিয়া একটি রত্নদাম রচনা করি। ইচ্ছার পূরণ হয় নাই। হার রচনা করিতে গিয়া মণি-গুটিকা দাম-ভ্রষ্ট হইল। চেষ্টায় একরূপ রজতহার গ্রথিত। এ রজত-শিকলী এই স্থানেই যে সম্পূর্ণ, তাহা নহে। তবে এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হার কাঞ্চনভূষিতা অনিন্দিতাঙ্গী বিবিধ ভাবরাজ্য-বিহারিণী,—ইতিহাস ধর্ম্মসাহিত্য-বিজ্ঞান নানা পথাবলম্বিনী সেই——

দেবী মাতৃভাষার

ঐ বিরাট্ বিশ্ব-বিজয়-সুশোভন গ্রীবাদেশে পরাইলাম। পরশমণি সংযোগে আমার ঐ দরিদ্র রজতহার কিরূপ ধারণ করিবে, তাহা সুধীর ভাব-বিহ্বল সাহিত্যসুধাপায়ী পাঠকবর্গের বিবেচনাবর্ত্মারূঢ়।

৬ই মার্চ্চ, ১৯০৭। }
যশোহর। }

শ্রীকুমারবিক্রম মজুমদার!

সূচীপত্র।

—oo—

চিন্তা-নির্ঝরিণী।

ফটিক-জল।

—oo—

Ethereal minstrel! pilgrim of the sky!
Dost thou despise the earth where cares abound
... ...
... ...
Thou dost pour upon the world a flood
Of harmony, with instinct more divine.

Wordsworth.

সান্ধ্য অরুণের স্বর্ণবর্ণমণ্ডিত নীলনভ-তলে কে যেন "ফটিক-জল" "ফটিক-জল" রূপ সুমধুর রবে মানব-মন অভিষিক্ত করিয়া ছুটিয়া গেল। মোহমুগ্ধ মানবগণ! একবার হৃদয়ের মোহাবরণ উন্মোচন কর এবং ঐ গগনবিহারী বিহগের অমৃতোপম রবে কর্ণপাত কর। সংসারের তীব্র তাড়নে তাড়িত হইয়া, অসার মানসাকাশের উপর শত সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়া যে কত অসহনীয় তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, কত মনোবেদনা

মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা কি ঐ গগনবিহারী বিহগের অমৃতস্বর-লহরীমালায় প্লাবিত হইবে না? মানব! তোমার হৃদয় ক্রূরতায় পূর্ণ, পাপের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন, তুমি কেবল স্বার্থান্বেষণে ধাবিত, তোমার হৃদয়াকাশ দুঃখের কৃষ্ণমেঘাবরণে আবৃত; একবার ঐ গগনবিহারী বিহঙ্গের সরলপ্রাণের সহিত তোমার ঐ তাপদগ্ধ প্রাণ মিশাইতে পার কি না দেখ। মানব, তোমার নিয়তি-চক্রের অপূর্ব্ব ঘূর্ণনে তোমার সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির অঙ্গে অঙ্গে কুল্ কুল্ রবে দুকূলপ্লাবিনী নদী আর বড় দৃষ্ট হয় না; অনেক নদীই শীতল ফটিকজল-প্রবাহিনী না হইয়া, কলেরা-ম্যালেরিয়া-বীজবাহিনী হইয়াছে। দেশে সেরূপ জল মিলে না, 'ফটিকজল' প্রায় কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। গগন হইতে তাদৃশ ফটিকজল বঙ্গ নদ-নদী পূরণ করে না। যে দুই এক ফোটা ফটিক জল পতিত হয়, তাহা ঐ গগনবিহারী বিহঙ্গম পান করিয়া সরলতার পূর্ণমূর্ত্তি ধারণ করতঃ জীবশ্রেষ্ঠ মানবকে উপদেশ দানে উদ্যত। বঙ্গবাসি, একবার চিন্তা কর, দেখিবে তোমার প্রাণে জল নাই, তুমি জলশূন্য, শুষ্ক সাহারা মরু-ভূমিবৎ। তুমি যে দেশের অধিবাসী, সে দেশও জলবিহীন, নিরস, বিশুষ্ক, বিদগ্ধ। জলবিহীন প্রদেশে জল লাভে চিরলালায়িত তৃষিত চাতকসম জীবন-কাল অতিবাহিত করিয়াছ। যদি ফটিকজল পানে হৃদয়কে পবিত্র করিতে চাও, যদি বঙ্গভূমিকে পুনরায় সুজলা সুফলা করিতে চাও, যদি পাপের ভীষণ দ্বারকে যথার্থ ই নরকের ঘৃণিত তোরণ বোধ কর এবং পুণ্যের দিগন্ত-প্রসারিত স্বর্গ-সুষমাকে যথার্থ ই সুখ-শান্তির আকর অনুভব কর, তাহা হইলে একবার প্রাণ খুলিয়া পরোপকারে প্রবৃত্ত হও; পরদ্বেষ পরিত্যাগ কর, পরনিন্দা পরিহার কর; দেখিবে তোমার প্রতপ্ত সংসার-ক্লিষ্ট প্রাণ ফটিকজলে পরিপূরিত

হইবে, তুমি ফটিকজল পান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে, আর চির-দুঃখিনী বঙ্গমাতাও সন্তানের প্রফুল্লবদন দেখিয়া নিজেও ফটিকজলে পরিপূরিতা হইবেন। তুমি সংসারবিরাগী যোগী হও, স্বদেশহিতসাধনে দৃঢ়ব্রত হও, বিশ্বপ্রেমিকের অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত উদাহরণ দেখাইতে বাসনা কর, তুমি যাহাই হইতে চাও, যাহাই করনা কেন, একবার ঐ যোজন শত উর্দ্ধে অবস্থিত গগনের অনন্ত সমীরণ-সাগরে সন্তরণকারী বিহগের বিমানোন্মাদনকারী "ফটিকজল" "ফটিকজল" স্নিগ্ধরবে দুঃসহ সংসার-জ্বালা-ক্লান্ত দেহ-মনঃপ্রাণ শীতল কর।

শ্মশান।

Let us laugh and make our mirth
At the shadows of the earth ;
As dogs bay the moonlight clouds
Which like spectres wrapped in shrouds
Pass over night in multitude.

Shelley.

To die,—to sleep,—
No more ; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wished.

Shakespear.

Let an ascetic quit this dwelling, composed of the five elements, where the bones are the beams, which is held together by tendons. where the flesh and the blood are the mortar, which is thatched with the skin, which is foulsmelling. filled with urine and ordure, infested by old age and sorrow, the seat of disease, harassed by pain, gloomy with passion, and perishable.

Max Muller's Laws of Monu.

শ্মশান! কি বিভীষিকাময় নাম! স্মরণ মাত্র সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! হৃদয়ের নিভৃত কন্দর দুর্ দুর্ করে। শ্মশানে কি ভয়াবহ দৃশ্য! কোন স্থানে অর্দ্ধদগ্ধ মানব-মূর্ত্তি, কোন স্থানে নির্মস্তক নরকঙ্কাল শ্মশানভূমির শত শত কণ্ঠহার স্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

শ্মশান! তোমার প্রীতিদানার্থে শিবাগণ মানবের সেই চরম লীলা-ক্ষেত্রে মহোল্লাসে রত! তোমার বিভীষিকাময় স্থান আরও বিভীষিকাময় করিবার নিমিত্ত শকুনী-গৃধিনীগণ সতত নৃত্য-গীতে নিরত। নবনীত-দেহধারী ক্ষুদ্র শিশু হইতে সেই লোলচর্ম্ম জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার শত বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তোমার সনাতন অতিথিশালার অতিথি! জানিনা, তোমার এই ভাবময় মহানাম শ্রবণে ও স্মরণে মানবের মনে কেন এরূপ ভাবের সঞ্চার হয়; জানিনা, কেন তুমি মানবের এত ভীতিপ্রদ, অনাদৃত এবং ঘৃণিত। মৃত্যু তোমার দাস, তাতেই বোধ হয় মানব তোমাকে এত ঘৃণার নয়নে নিরীক্ষণ করে। প্রকৃতই কি তুমি ঘৃণা, ঔদাসীন্য ও অনাদরের ভয়াবহ আকর, না তুমি শান্তির কমনীয় মূর্ত্তি, মানব-শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র? যখন মানব অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ক্ষণবিধ্বংসী দুর্ব্বল দেহটিকে হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ রূপ বোধ করে, যখন তাহার মদগর্ব্বিত দেহখানি দুর্ব্বলের পীড়নে—অসহায়ের নির্যাতনে এবং দুঃখিতের মনোবেদনা দানে সতত অগ্রসর হয়, তখন তুমিই তাহার রহস্যময় পরিণামের ভয়াবহ কথা বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ মানসাকাশে উদিত করিয়া দেও; তখনই তুমি বিভীষিকাময়, ঘৃণিত, অসার আবার যখন ধনী দরিদ্রের মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত, রাজা প্রজা-পীড়নে রত-মরীচিকাময় সংসারের তীব্র তাড়নে প্রপীড়িত, মূর্খ বিদ্বানের নিকট লাঞ্ছিত, তখন তুমিই নীরব গম্ভীর রবে বল—ভ্রান্ত মানব! তোমাদিগকে সাম্য ভাব শিক্ষা দিব। তুমি ধনী হও, দরিদ্র হও, বিদ্বান হও, বলহীন হও, তোমাদের সকলের জন্য আমি চিরশান্তিময় শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, তোমাদিগকে অন্তিমে শিক্ষা দিব। শ্মশান! তখন তুমি মানবের মহাশিক্ষক ও চরম শান্তিলাভের উপায়। মানব যখন পাপকার্য্যে রত, পরিণাম বিস্মৃত, তখন তুমিই একবার তাহার স্মরণপথে

আরূঢ় হইয়া তাহার পাপজর্জ্জরিত সংসারক্লিষ্ট মনে ক্ষণকালতরে ভয়াবহ পরিণাম-কথা জানাইয়া দেও। তুমি শিক্ষার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, মোক্ষ-লাভের সুপ্রশস্ত সোপান, দার্শনিকের অনন্ত তত্ত্বাধার, কবির কল্পনাগার, ভাবুকের ভাব-ভাণ্ডার। তোমার মহানিস্তব্ধতায় মহাবৈরাগ্যময় ও মহাবিভীষিকাময় চিত্রের মধ্যে সর্ব্বদা মহাশিক্ষার এক কমনীয় মূর্ত্তি বিরাজিত! যাহার হৃদয় সতত স্বার্থান্বেষণে ধাবিত, পাপের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত, মোহের আবরণে সর্ব্বদা আচ্ছাদিত, সে তোমার ঐ মহাশিক্ষার কি মর্ম্ম গ্রহণ করিবে? শ্মশান! লোকে বলে তুমি শবের শয়ন; কিন্তু কি জন্য বিদ্যাজ্ঞান-মণ্ডিত ধনী অনিত্য ধনে পদাঘাত করিয়া শ্মশানবাস অবলম্বন করে? ধনী, তুমি তোমার অনন্ত ধনসহায়ে কৃত্রিম শ্মশান নির্ম্মাণ করিয়া, কৃত্রিম চিতাভস্মে দেহ আচ্ছাদিত করতঃ বৈরাগ্য ভাবে বিভোর হইতে পার; বিদ্বান, তোমার বিদ্যাসহায়ে অনন্ত পুস্তক-সিন্ধু মন্থন করতঃ শ্মশান-বর্ণনা পাঠ করিতে পার; জ্ঞানী, তুমি সংসারে থাকিয়া অনন্ত জ্ঞান-প্রভাবে তোমার নিজ সংসারে শ্মশানবাস করিতে পার। শক্তিভাবে আপ্লুত উপাসকমণ্ডলী গাহিয়াছেন—কাশীবাসে কি লাভ? সংসারে থাকিয়াই কাশীবাস করা যায়। সেইরূপ আমিও তত্ত্বজ্ঞান লাভে শ্মশানবাস না করিয়াও, সংসারে শ্মশান-শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া অনন্ত শান্তিতে থাকিতে পারি। কিন্তু শ্মশান, তোমার ভাবময়-বৈরাগ্যময় নিস্তব্ধতাময় মহানাম শ্রবণে—চিন্তনে, আবার পরক্ষণেই তোমার ঐ অনন্ত শান্তিময় শ্মশানবাসে আমার আবাস, আমার মনোবাস, আমার বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞান-ধর্ম্মের সকল আবাস নির্ম্মাণ করিবার অভিলাষ মানস-পটে উদিত হয়। জ্ঞান-ধন-বুদ্ধি-গর্ব্বিত মনে একবার আমি এক শ্মশানবাসী সাধুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—সন্ন্যাসীঠাকুর! লোকের

আলয়ে গমন করিলে ত অনেক সম্মান লাভ করিতে পার, অনেক ধন উপার্জ্জন করিতে পার, একবার কি আমাদের গ্রামে যাইবে? উত্তর—বাবা! বড়লোক, ছোটলোক, জ্ঞানী-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, শিশু-বৃদ্ধ, পুরুষ-স্ত্রী সকলেই ত অন্তিমে এই শ্মশানশয্যা অবলম্বন করিবে। এই গ্রামের যত ভদ্রলোক, সকলেরই ত পূর্ব্বপুরুষ ঐ সম্মুখস্থ চিতা-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন; তবে আমি যখন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের বাসবাটীতে পরমসুখে কাল কাটাইতেছি, তখন নূতন করিয়া তোমাদের বাটীতে আর কি যাইব? বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের গৌরব ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার ঘৃণিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ কোন্ অজ্ঞাত স্থানে গমন করিল! সন্ন্যাসীঠাকুরের সেই বাক্য—সেই জ্ঞান-দান এখনও মনে জাগরিত আছে।

শ্মশান! তোমাকে লোকে কেন এত ঘৃণা করে? কেন তুমি এত অবজ্ঞার পাত্র? পাশ্চাত্যদেশে সমাধিস্থানে পুরুষ-স্ত্রী বিগত আত্মীয়-স্বজনের শয়নার্থে ইষ্টকমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নানা পুষ্পবৃক্ষ চতুষ্পার্শ্বে রোপণ করে। সংসার মায়ায় যখন একেবারে আত্মহারা, উন্মত্ত, তখন সেই পুষ্পবৃক্ষে জলসেচনরূপ অশ্রুধারা বর্ষণ করে। আমাদের শ্মশান চিরকালই শ্মশান। ঐ সেই শব, সেই নরকঙ্কাল, সেই অর্দ্ধদগ্ধ মানব-দেহ; ঐ সেই শৃগাল কুক্কুরের মহোল্লাসে আর্ত্তনাদ! ইচ্ছা হয়, একবার তোমার ঐ উপেক্ষিত ঘৃণিত মানবভীতিপ্রদ আবাস-চতুষ্পার্শ্বে তোমার উপযুক্ত বৈরাগ্যভাবলিপ্ত পুষ্পবৃক্ষ-বিতান রচনা করি। লোকে ইহাতে উন্মাদ বলিবে; কিন্তু লোকের উপহাস, লোকের ধনগর্ব্ব, লোকের বুদ্ধিগর্ব্ব, লোকের জ্ঞান-বিদ্যাগর্ব্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া মহাশিক্ষা দিবার নিমিত্তই শক্তির শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া অট্টহাসে সাধু উপাসকমণ্ডলীর মন তুমিই হরণ কর। তুমি যখন লোকের শিক্ষক, তখন তোমাকেই

সন্তুষ্ট রাখিলাম ; লোকের সন্তোষের প্রতি দৃষ্টিপাত নাই বা করিলাম।

শ্মশান! তোমার ঐ রূপ—ঐ বিভিষীকাময় রূপের মধ্যে সংসার-লিপ্ত-মানব-মনের অজ্ঞাত এক মনোমোহন মূর্ত্তি বিরাজ করে! তোমার ঐ মূর্ত্তিতে—তোমার ঐ রূপে যে মোহিত, তাহার আবার অন্যরূপ দর্শনের কি সাধ? তোমার জ্ঞানে যে জ্ঞানী, তাহার আবার অন্য-জ্ঞানের কি আবশ্যকতা? তোমার বুদ্ধিতে যে বুদ্ধিমান, তাহার আবার অন্য বুদ্ধির কি প্রয়োজন? তুমি যাহার মহাশিক্ষক, সে আবার অন্যকে কিরূপে শিক্ষক স্বীকার করিবে? তুমি যাহার হৃদয়ে নিহিত, সে আবার কিরূপে অন্যভাব পোষণ করিবে? তুমি যাহার আবাস, সে আবার অন্য আবাস কি নির্ম্মাণ করিবে? তুমি যাহার ভ্রমণস্থান, সে আবার অন্যত্র কি ভ্রমণ করিবে?

শ্মশান! মানব-সংসারমোহ বিসর্জ্জন করে তোমার নিমিত্ত ; কিন্তু তোমাতেও আবার এক মোহ আছে, সেই মোহে মোহিত হইয়া তোমাকেই আবার কোন কোন সময় ভুলিয়া যাই! মানব তাহাতে নিন্দা করে, উপহাস করে করুক্। কিন্তু তোমার মোহে যাহার ভুল, সে সকলের ভুল সংশোধন করিতে পারে, সে সংসার ভুলেও ভুলিতে পারে। শ্মশান! তোমার ঐ চিতাভস্মময় দেহ একবার মানস-পটে উদিত কর ; একবার তোমার ঐ মনোমোহন মূর্ত্তি হৃদয়-শ্মশানে জাগরিত কর ; একবার সংসার-সম্মোহরূপ কুটীর ছিদ্রপথে তোমার রূপচ্ছটার বিকাশ কর!

দ্বীপ-বালিকা।

Mira. If by your art. my dearest father, youhave
Put the wild waters in this roar, allay them ;

... ...

... ...

O, I have suffered
With those that I saw suffer ! a brave vessel,
Who had, no doubt, some noble creatures in her,
Dashed all to pieces. O, the cry did knock
Against my very heart ! poor souls ! they perished.
Had I been any god of power, I would
Have sunk the sea within the earth, or e'er
It should the good ship so have swallowed, and
The freighting souls within her.

Pro Be collected
No more amazement ; tell your piteous heart,
There's no harm done.

Shakespear.

ফেনিল তুষারশুভ্র অনন্ত সাগর। ভীষণ তরঙ্গমালা সাগরবক্ষ আচ্ছাদন করতঃ গম্ভীর হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া মত্তমাতঙ্গবৎ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তীর বহুদূরে, দৃষ্টিপথবহির্ভূত। তুষার-শুভ্র ঊর্ম্মিমালা তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে সৈকতভূমি আলিঙ্গনে তীরবেগে ধাবিত। শ্বেত ফেনরাশি শ্বেত তুষারাবৃত সৈকতভূমিতে সম্মিলিত ; চতুর্দ্দিক শ্বেতময় হইয়াছে। সমুদ্রের জলতরঙ্গাঘাতে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র তরণীমালা অতল সাগরজলে নিমজ্জিত হইল। সুদূরে একখানি বৃহদাকার পোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া তীরবেগে ছুটিতেছে। হঠাৎ মনুষ্য-কলধ্বনি শ্রুত হইল; একেবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকার শতসহস্রকণ্ঠের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি সেই ভীষণ সাগরের বজ্র-গম্ভীর হুঙ্কার অতিক্রম করতঃ অনন্ত নভোমণ্ডলে বিলীন হইল। জল-তলস্থিত শৈল-শ্রেণীর আঘাতে পোতখানির তলদেশ বিদীর্ণ হইল। পোতারোহী মানববৃন্দ এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে সাগরের অতলস্পর্শ জলতলে মহাযাত্রার যাত্রী হইল! কতিপয় মানব অতি কষ্টে একমাত্র ভবকর্ণ-ধারের অনন্ত অসাধারণ কৃপা-কৌশলে পোতগাত্রে নিজ নিজ দেহ রক্ষা করিতে লাগিল। দূরে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ। প্রকৃতির অতুল সম্পদ সেই দ্বীপখানি সুশোভিত করিয়াছে। নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী, বিভিন্ন জাতীয় জলচর পক্ষীনিচয় সেই দ্বীপের অলঙ্কার স্বরূপ শোভা পাইতেছে। দ্বীপটি প্রকৃতিদেবীর রম্যভূমি। এই জনমানবশূন্য দ্বীপের পাদ-দেশস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরে এক বৃদ্ধ তাহার সহধর্ম্মিণী ও ক্ষুদ্র বালিকাকে লইয়া বাস করেন। বৃদ্ধ সমুদ্রস্থিত আলোক-গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত। ক্ষুদ্র বালিকা সাগরতীরে পিতার পাদদেশে দাঁড়াইয়া, তরঙ্গ-মালার ভীষণ নৃত্য প্রত্যহই পর্য্যবেক্ষণ করিত, আর দ্বীপকণ্ঠহাররূপ অনন্ত ঊর্ম্মিমালা দেখিতে দেখিতে বালিকা-হৃদয় নির্ভীকতায় পূর্ণ হইত। প্রত্যহই শত সহস্র পোত সাগর-বক্ষে ভাসিতে দেখিয়া তাহার অনিন্দ্য কোমল হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইত। কন্যাটী সরলতাময়ী। সেই নির্জ্জন দ্বীপে নির্জ্জনপ্রিয়া বালিকা একা থাকিতে বড় ভালবাসিত। সুরম্যপ্রাসাদ ও শকট-তড়িৎ-পরিবৃত রাজধানীতে অবস্থিতা ধনীর কন্যা কত দাস দাসীতে পরিবৃতা থাকেন; কত স্বর্ণালঙ্কার তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে; কত কত অর্জ্জিত বিদ্যা-বুদ্ধিতে তাঁহার মন পূর্ণ

থাকে; ক্ষুদ্র দ্বীপবাসিনী সরলা বালিকা সে সকল কোথায় পাইবে? প্রকৃতিসতীর সহস্তরোপিত উদ্যানের স্বভাবজাত পুষ্পই বালিকার পবিত্র অঙ্গে শোভা পাইত; পরদুঃখকাতরতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, নির্ভীকতা, সরলতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণনিচয় বালিকার নৈসর্গিক মাধুর্য্যপূর্ণদেহের আভরণ। বিটপীমালা পরিবৃত সুগন্ধ পুষ্পগন্ধে আমোদিত উদ্যানের কুসুমরাশি বালিকার একমাত্র ক্রীড়ার দ্রব্য। বালিকা নিজমনে উদ্যান-জাত পুষ্প চয়ন করিত, কখনও পুষ্পহার গ্রথিত করিয়া নিজ গলদেশে স্থাপন করিত, আবার কখনও সমুদ্রতীরে ছুটিয়া ছুটিয়া হাস্যধ্বনিতে ক্ষুদ্র দ্বীপটি ঝঙ্কারিত করিত; কখন কখনও অনন্ত নীলাকাশের প্রতি সেই সুন্দর নয়নদ্বয় স্থাপন করতঃ বিশ্বপতির অপার করুণার কথা চিন্তা করিত। এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আত্মহারা বালিকা পৃথিবীতে বড় বিরল। সমুদ্র-বক্ষ রক্তিম রাগে রঞ্জিত করিয়া, অনন্ত ঊর্ম্মিমালার গাত্রে স্বর্ণরেণু বিক্ষিপ্ত করিয়া, ধীরে ধীরে দিনমণি গগনের অনন্ত ক্রোড়ে উদিত হইলেন। ক্ষুদ্র দ্বীপটি ক্রমে ক্রমে অরুণ কিরণ-মালায় রঞ্জিত হইয়া পশু-পক্ষীর কোলাহলে মুখরিত হইল। বৃদ্ধ তাহার কন্যা ও স্ত্রী সমভিব্যাহারে চিরাভ্যস্ত বায়ুসেবনার্থে সমুদ্র-কূলে ধীর পদবিক্ষেপে গমন করিলেন। দূরে—দৃষ্টিপথবহির্ভূত স্থানে কি যেন একটি পদার্থ দৃষ্ট হইল; দূরবীক্ষণ সাহায্যে বৃদ্ধ দেখিলেন, একখানি পোতের অর্দ্ধাংশ সাগরজলনিম্নে নিহিত রহিয়াছে; আর কতিপয় মনুষ্য সেই পোতগাত্রে নিজ নিজ দেহ স্থাপন করতঃ অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছে। বালিকার স্বভাবমধুর হৃদয় করুণারসে আর্দ্র হইল; বৃদ্ধ পিতার পাদদ্বয় ধারণ করতঃ পোতগাত্রে অবস্থিত মানববৃন্দের প্রাণ রক্ষা করিতে কত প্রার্থনা করিতে লাগিল। দরবিগলিত ধারায় অশ্রু তাহার গণ্ডস্থল সিক্ত করিল। পিতৃহৃদয় কন্যার প্রার্থনায় দ্রবীভূত হইল।

উত্তালতরঙ্গমালা-বিক্ষোভিত সাগর-বারিতে ক্ষুদ্র বালিকা পিতার সহিত পরমেশ-প্রেরিতা দেবীর ন্যায় ক্ষুদ্র তরণীতে ভাসিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্রতরণী সেই তরঙ্গমালা অতিক্রম করতঃ পোত-পানে ছুটিল। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে আনন্দের তুফান উঠিল। পরোপকার ব্রতই যাঁহাদের জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য, জগদীশ্বর যাঁহাদিগকে পাপজগতে অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা এই অনন্ত পাপ-তাপপূর্ণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও সেই পরম পিতার অনন্ত স্নেহরাশি হইতে একেবারে বঞ্চিত হয়েন না। পিতা-পুত্রী একত্রে পোতের সম্মুখীন হইল। অর্দ্ধমৃত মনুষ্যবৃন্দ ক্ষুদ্রতরণীকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইল। একে প্রচণ্ড সাগর, তাহাতে ফেনরাশি একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া তুষারশুভ্র সাগরোপরি নৃত্য করিতেছে, তীর দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত, চতুর্দ্দিকে কেবল সমুদ্রের জল-কল্লোল।

"ঊর্ম্মির উপর ঊর্ম্মি ঊর্ম্মি তদুপরে,
অনন্ত ঊর্ম্মিতে যেন গ্রাসে চরাচরে"—

সেই ঊর্ম্মিবক্ষে এক ক্ষুদ্র তরণী, তদুপরি এক ক্ষুদ্র বালিকা—বালিকা দেবী না মানবী? মানবী হইলে এই ভয়ানক দুর্য্যোগে নিজ জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া পরদুঃখে কি এত অধীরা হয়েন? না—পরমেশ-প্রেরিতা কোন স্বর্গীয়া দেববালা? পোতারূঢ় মানববৃন্দ বালিকাকে দেবী ভাবিয়া যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দ-রসে আপ্লুত হইল। ক্রমে ক্রমে যখন তরণীখানি পোত-সমীপে গমন করিল, তখন সেই অর্দ্ধমৃত লোকবৃন্দের মন হইতে পূর্ব্ব সন্দেহ বিদুরিত হইল! একে একে সকলে তরণীতে আরোহণ করিল। মানবীরূপে অবতীর্ণা দেবী তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের মর্ত্তে দেবভূমিতুল্য ক্ষুদ্র দ্বীপস্থিত আলোকগৃহে মহানন্দে গমন

করিল। ক্রমে ক্রমে অরুণের রক্তিমরাগ আরও গাঢ়তর হইতে লাগিল—চতুর্দ্দিক্—জলস্থল বৃক্ষলতা সূর্য্যকিরণমালায় উদ্ভাসিত হইয়া স্বর্ণরাগ ধারণ করিল; স্বর্গের দেবদুন্দুভি বাদ্য শ্রুত হইল—দেববালাগণ সেই ক্ষুদ্র বালিকার মস্তোকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন! প্রচণ্ড উর্ম্মিমালা! তুষার শয্যাস্থিতা সমুদ্রবালাবৃন্দ, আর ঐ নীলনভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান সামুদ্রিক বিহঙ্গমগণ! এই ক্ষুদ্র বালিকার মহান্ কার্য্যের নিমিত্ত একত্রে সমস্বরে পরমপিতার নিকট প্রার্থনা কর—আর মরুদ্‌বৃন্দ! তোমরা এই প্রার্থনাগীতি পরমেশ-পদারবিন্দে বহন কর। তথায় এই মানবীবেশে অবতীর্ণা দেবীর বাসের নিমিত্ত এক অমরপারিজাত শোভিত দেব ভবন নির্ম্মিত হউক্।

অশ্রু।

—oo—

Count each affliction, whether light or grave,
God's messenger sent down to thee ;
... .
Grief should be
Like joy, majestic, equable, sedate ;
Confirming, cleansing, raising, making free ;
Strong to consume small troubles ; to commend
Great thoughts, grave thoughts, thoughts lasting
to the end

Aubreyde Vere.

Misery, my sweetest friend, oh ! weep no more !
Thou wilt not be consoled ? I wonder not ;
For I have seen thee from thy dwelling's door
Watch the calm sunset with thee.

... ...

Shelley.

অশ্রু ! তুমি মানবের পরম মিত্র। তুমি যোগীগণের পরম ধন, কবিকল্পনার অমল কুসুম, দার্শনিকের মহামূল্য মুক্তাহার, ভক্তের চরম শান্তিলাভের প্রধান সহায়। তুমি মানবের কেন, সুচারুহাসিনী প্রকৃতি-দেবীর অনন্ত ভাবময় রত্ন। গভীরা রজনীতে যখন কোলাহলপূর্ণ জগতের অনন্ত কোলাহল নৈশনিস্তব্ধতার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লয়, তখনই তরুরাজি প্রকৃতির এই মহা নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া, নৈশসমীরণে

দোলায়িত হইয়া, পরমেশ-পদপ্রান্তে চিরবাঞ্ছিত নিশার শিশিররূপ অশ্রু-পাত করে। স্রোতস্বতীগণ কুলুকুলু করুণধ্বনিতে দুই কুল প্লাবিত করিয়া যখন ধাবিত হয়, অশ্রু! তখনই তুমি তাহাদের প্রেমোৎফুল্ল বদনে অসংখ্য বুদ্বুদ্রূপে উদিত হইয়া পরমেশচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল কর। ঐ যে সুদূর গগন-পটতলে নীরব ধ্যানমগ্ন শত শত রজতখণ্ড ভুবনমোহন কিরণ-ছটায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া নীরবতার মহাসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতঃ নীরবে বিষাদপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতেছে, অশ্রু! তুমিই ঐ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর একমাত্র ধন, উহারা তোমারই আশ্রয় লইয়া অশ্রুবিন্দুরূপ শত শত কিরণবিন্দু বিক্ষিপ্ত করিয়া অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমময় ভবোদ্যানে প্রেমের উৎস বৃদ্ধি করিতেছে। অশ্রু! তুমি মানবের সর্ব্বসময়োপযোগী ভাবের বিচিত্র লীলাময়ী ললিতলহরী!

অনন্ত অপত্যস্নেহের মূর্ত্তিমতী মাতা যখন সন্তানের অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে ব্যথিতা হন, অশ্রু! তখনই তুমি তাঁহার নেত্রকোণে উদিত হইয়া বিভুপদ অভিষিক্ত করতঃ তাঁহার দগ্ধপ্রাণে শান্তিবারি সেচন কর। যোগী যখন সংসারের সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া, পার্থিব রত্নরাজির প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ পাত করিয়া কৌপীন মাত্র সম্বল করতঃ প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত রত্নান্বেষণার্থে লোকালয়বিহীন বিজনবনে হতাশপ্রাণে ধাবিত হন, তখন তুমিই তাঁহার একমাত্র সম্বল, তখন তুমিই স্বর্গীয় বারিবিন্দুরূপ তাঁহাদের নেত্রোৎপল হইতে পতিত হইয়া পরমেশপদে ভাবোপহার প্রদান কর। আবার যখন পামর পরস্বাপহরণে দুর্দ্দান্ত হস্তপ্রসারণ করিয়া, পর হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশনসম শত বাক্যনিক্ষেপ করিয়া প্রতারণারূপ কুহকজালে তাহার সেই কলুষিত দেহখানি আচ্ছাদিত করতঃ পাপের জ্বলন্ত মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হয়, তখন তুমি

নীরবে অবস্থিতি কর না, সে পামরের হৃদয়ে অনুতাপ সমভিব্যাহারে উদিত হইয়া ক্ষণকালতরে তার পাপ-জর্জ্জরিত দেহখানিতেও পবিত্রতার অমল জ্যোতিঃ বিকাশ কর। প্রাণপ্রিয়তম পুত্রের বনবাসবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপত্যস্নেহময়ী কৌশল্যা যখন মহাশোকমগ্না, আলুলায়িত কেশে হৃদয়-বিদারক ক্রন্দনে অযোধ্যাপুরী পূর্ণ করিয়া সন্তানহারা পাগলিনী, তখন তুমিই তাঁহার নেত্রে উদিত হইয়া অপত্য-স্নেহের অমৃতবিন্দুরূপ পতিত হইয়াছিলে। ভগবান্ গৌরাঙ্গ যখন ধরাধামের শত শত পাপীদিগের উদ্ধারার্থে, তাঁহার দিগন্তবিশ্রুত বিদ্যাগৌরব, স্বর্ণ-সংসার ত্যাগ করিয়া অমৃতোপম হরিনাম বিলাইতে মুণ্ডিত মস্তকে, কমণ্ডলু হস্তে ধাবিত হন, তখন তুমিই তাঁহার স্বর্গীয় নেত্রে উদিত হইয়া শত শত বজ্র-কঠিন হৃদয়োপরি কারুণ্যের—পবিত্র-তার শীতল প্রস্রবণ বহাইয়াছ। আজন্ম রাজপ্রাসাদের মহাসুখে প্রতি-পালিত রাজকুমার শাক্যসিংহ নগর ভ্রমণকালে যখন রোগাক্রান্ত,জরাগ্রস্ত শব প্রভৃতি পার্থিব দুঃখের বিভিন্ন স্তর নিরীক্ষণ করিয়া নীরব চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তুমিই তাঁহার নেত্রে উদিত হইয়াছিলে; তোমার প্রভাব হেতুতেই তিনি দারাপুত্র রাজ্যপরিজন পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় এবং পৃথিবীস্থ মানবের মুক্তি অন্বেষণার্থে আত্মোৎসর্গ করিলেন! আবার যখন পাষণ্ডের বিচারে অত্যাচারীর দুর্দ্দান্ত হস্তে নিষ্পেষিত যীশুখৃষ্টের স্বর্গীয় দেহ ক্রুসে বিলম্বিত হইল, তখন যদিও সেই বীরহৃদয় অচল অটলভাবে অবস্থিত করিয়া, স্বীয় হৃদয়-বিদারক দুঃখে কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত না করিয়া অত্যাচারীদিগের মুক্তিলাভের নিমিত্ত পরমপিতার আরাধনায় রত ছিলেন; যদিও একবিন্দু অশ্রু তাঁহার নেত্রযুগল হইতে পতিত হয় নাই, তথাপি এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার ভক্ত শিষ্যমণ্ডলীর চক্ষু আর শুষ্ক থাকিতে পারিল না। হে অশ্রু! তখন তুমিই তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি

পুষ্পহার আনিয়া যীশু-পাদপদ্মে প্রদান করিলে! সেই অশ্রুর কত প্রভাব! উহা কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে! ধীরে ধীরে এক গ্রাম, এক প্রদেশ, এক রাজ্য এক মহাদেশ করিয়া—যীশুর মন্ত্রে কত কত লোক দীক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যীশুর এই অলৌকিক আত্মোৎসর্গ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, মহানুভব হৃদয়ের মহান্ পবিত্রতা স্মরণ করিয়া পৃথিবীস্থ প্রত্যেক নরনারী নীরবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে! অশ্রু! তুমি কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর, কি মণিমণ্ডিত স্বর্ণ-সিংহাসনে, সকল স্থানেই কোন না কোনপ্রকারে উদিত হইয়া দুঃখের কিম্বা সুখের অনন্তধারা প্রবাহিত কর! অশ্রু! তুমি হৃদয়তৃপ্তির একমাত্র মহৌষধ, পুণ্যময় স্বর্গনিঃসৃত স্নেহধারার অনুপম বারিবিন্দু!

জীবন-উষা ।

—*—

Swift as a spirit hastening to his task
Of glory and of good, the Sun sprang forth
Rejoicing in his splendour, and the mask
Of darkness fell from the awakened earth,
The smokeless altars of the mountain snows
Flamed above crimson clouds, and at the birth
Of light the ocean's orison arose,
To which the birds tempered their matin lay
All flowers in field or forest which unclose.

Shelley.

বিভাবরীর স্থচিভেদ্য অন্ধকার প্রায় অতীত। পৃথিবী ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড় হইতে উত্থিতা হইতেছেন। বিহঙ্গনিচয় এখনও নিজ নিজ কুলায় হইতে বাহির হয় নাই। নিশাচর হিংস্রজন্তুগণ এখন লোকালয় পরিত্যাগ করতঃ বিজনবনে ধাবিত। আকাশের তারাগুলি ক্রমে ম্লান হইয়া গগনের অনন্তবিস্তারে লুক্কায়িত হইল। ক্রমে ক্রমে দুই একটি পক্ষীর কলরব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শান্তির কোমল ক্রোড়ে দীর্ঘকাল সুষুপ্তা পৃথিবী এখনও মানব কোলাহলস্রোতে মিশিয়া যায় নাই। কি এক শান্তির নির্ম্মলজ্যোতিঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে। পরমেশ-চিন্তারত মহাপুরুষগণ মহানন্দে আপ্লুত হইয়া রক্তিমরাগরঞ্জিত গগনের অনন্ত বিস্তারে উদিত নবীন উষার ধ্যানে রত। মানব, একবার তোমার সুকোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি দেবীর

অমূল্য কণ্ঠহার আর্য্য ঋষিগণের পরমারাধ্যা উষার অপরূপ রূপে তোমার ঐ সংসারকুহকাবদ্ধ নেত্র নিক্ষেপ কর। ভ্রাতৃগণ! এস একবার আমরা বিশাল জগৎপতির সন্তানরূপে পার্থিব অসার কল্পনা দূরে নিক্ষেপ করতঃ এই নবীন উষার অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ক্রোড়ে উপবিষ্ট হই; এস সকলে মিলিয়া পরম পিতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাঁহার মহান্ তেজঃপুর্ণ শরীরের অপূর্ব্ব প্রকাশ, ভাবুকের, দার্শনিকের এবং কবির নিভৃত হৃদয়ের মনোরম উৎস এই নবীন উষার সহিত নিজ নিজ জীবনউষা মিশাইতে চেষ্টা করি। জীবনে কত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, কত নিরুৎসাহের কালিমাময় ছায়া হৃদয়কে কালিমাবৃত করিবে, কতশত প্রলোভনের প্রবল ঝটিকা আমাদের অন্তঃকরণের উপর দিয়া বহিয়া যাইবে; এস, সকলে এই মনোরম জীবন-উষায় উপবিষ্ট হইয়া জীবনের অতীত স্রোত বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত করতঃ নিজ নিজ জীবন-উষার অনন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হই।

জীবনের অতীত কার্য্যাবলী যদিও কালিমাময় হয়, তাহা হইলেও—এস, আমরা সে ঘটনাবলীকে রজনীর তমসাচ্ছন্ন ক্রোড়ে লুক্কায়িত রাখিয়া এই অনন্তভাবময়ী উষার ক্রোড়ে উপবেশনানন্তর নিজ নিজ জীবনকে পবিত্রতার—নির্ম্মলতার ভুবনোজ্জ্বলকারী তেজোরাশিতে পূর্ণ করি। আহা ধর্ম্মজীবন কি মধুর! কি পবিত্রতাপূর্ণ! জীবনে যিনি একবার ধর্ম্মবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়াছেন, যিনি একবার ইহার সুমধুর ফলে রসনা তৃপ্ত করিয়াছেন, তিনি কখনও কি এ অমৃত ত্যাগ করিতে পারেন? মানব বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা মানবসমাজকে স্তম্ভিত করিতে পারেন সত্য, অতুল ধনের প্রভাবে শত শত দাস-দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে পারেন সত্য, কিন্তু যদি তাঁহাতে ধর্ম্মভাব না থাকে, ধর্ম্মের স্বর্গীয় তেজোরাশিতে যদি তাঁহারি দেহ উদ্ভাসিত না হয়, তাহা

হইলে তাঁহার সকল প্রভাব—বিদ্যা, ধন ও জনের প্রভাব—দুর্ভেদ্য তিমিরে লুক্কায়িত থাকে। এ সমুদয়ের দ্বারা ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদরূপ মান, প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের মনোমন্দিরে স্থায়ী স্থান লাভ করা যায় না; স্বর্গের পবিত্রদ্বারের সন্নিকট-বর্ত্তী হওয়া যায় না। ভ্রাতৃগণ! এস, আমরা এই অমৃতময় ধর্ম্মজীবনের মধুর আস্বাদন গ্রহণ করি। জগৎ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ধর্ম্মজীবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করুক্। আর সময় নাই, ক্ষণকাল পরেই জগৎপিতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি প্রাতঃসূর্য্য গগনের অনন্ত বিস্তারে উদিত হইয়া নিদ্রামোহাবৃত জগৎকে কর্ম্মস্রোতে নিমজ্জিত করিবে। এস, আমরা ইত্যবসরে কর্ম্ম-রাজ্যের বিপদসঙ্কুল দুর্গমপথে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে হৃদয়ের দৃঢ়তা, পবিত্রতা, নির্ম্মলতা প্রভৃতি অপূর্ব্ব আলোকমালায় পরি-বেষ্টিত হইয়া কর্ম্মজীবনকে নৈরাশ্য-স্রোত হইতে প্রত্যাবৃত্ত করতঃ অবিশ্রান্তগতিতে কর্ম্মপথে ধাবমান হই। ভ্রাতৃগণ! এস এই জীবন-ঊষায় উপবিষ্ট হইয়া কর্ম্মের অফুরন্ত আলোকে শিথিল হৃদয়গ্রন্থিতে নববল সঞ্চার করি।

ঐ শুন, কোকিল কুহুতানে প্রকৃতিরাণীর অমলকুঞ্জে শান্তিসুধা বিতরণ করিতেছে; পাপিয়া দিগুন্মাদক ধ্বনিতে পাপকার্য্যরত মানবকে এক মধুর স্বপ্নময় রাজ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে; অমল ধবল মরালদল রজতময় সরোবরবক্ষে সন্তরণ করিতে করিতে এক অব্যক্ত মধুর ধ্বনি করিতেছে। এস, এই মধুর ঊষায় ধর্ম্ম কর্ম্মের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে ঘুমন্ত ভারতের জরাজীর্ণ দেহের উপর নব **জীবন-ঊষা** সংস্থাপন করি।

'বউ কথা কও'।

—:*:—

To seek thee did I often rove
Through woods and on the green ;
And thou wast still a hope, a love.
Still longed for, never seen

Wordsworth.

All the earth and air
With thy voice is loud
As, when night is bare,
From one lovely cloud
The moon rains out her beams, and
heaven is overflowed.

Shelley.

নীল নীরদমালা ভেদ করিয়া গগনের অনন্ত বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে করিতে সুস্বর বনবিহঙ্গম মুক্ত প্রাণে অনন্তভাবমাখা "বউ কথা কও" "বউ কথা কও" ধ্বনি করিতে করিতে নয়নপথ বহির্ভূত হইল। নির্ম্মল সন্ধ্যা-সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডদগ্ধ মানব প্রাণ শীতল করিতেছে। নীরব প্রকৃতির বৃক্ষশ্রেণী নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবতার অসীম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। কি এক শান্তির অমল প্রস্রবণ পাপময় পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে! এই মধুর প্রকৃতি মধুরতর সঙ্গীত-সমাবেশে মধুরতম হইতেছে! বিহঙ্গ-সঙ্গীত স্তরে স্তরে ক্রমোচ্চ পাদপশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক অস্তমিতপ্রায় সবিতৃকিরণজালে পরিব্যাপ্ত স্বর্ণময় দেবভূমিতে উত্থিত হইল।

হে গগনবিহারী বিহঙ্গম! তোমার এই ভুবনোন্মাদিনী ধ্বনিকে আমি একটী অর্থশূন্য প্রলাপ বলিয়া মনে করিতে পারি না। তুমি আমাদের পতিতা বঙ্গভূমির নিঃসহায় ললনাকুলের রক্ষার্থে পরমেশ-প্রেরিত দূত। হে বঙ্গললনাকুল! তোমরা যে অদ্য নীরব গৃহকোণে অনন্তসন্তাপপূর্ণ হৃদয়ে অজ্ঞান-কালিমায় আবৃত হইয়া বিষাদপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছ, পুরুষজাতি যে তোমাদের উন্নতি-চিন্তা তাঁহাদের স্বার্থান্ধ মনে একবারও স্থান দেন না, তাঁহারা যে তোমাদিগকে দাসী অপেক্ষা অন্য কোনও উচ্চতর জীব বলিয়া মনে করেন না, তোমাদের সকল ক্ষমতা যে তাঁহারা হরণ করিয়াছেন, পরমেশ্বরের এই বিশাল রাজ্যে যে তোমরা পুরুষের সমকক্ষতায় সর্ব্বকর্ম্মক্ষমা হইতে পার, এই চিন্তা যে তাঁহারা একেবারেই বহিষ্কৃত করিয়াছেন—তাই গগনবিহারী বিহঙ্গম তোমাদের দুঃখে সন্তাপিত হইয়া গাইতেছে "বউ কথা কও।" অর্থাৎ, হে বঙ্গ-বধূ, তুমি জাগ্রত হইয়া—স্বীয় অধিকারের দাবি কর।

ঐ দেখ, ক্ষুদ্রবালিকা পিতৃগৃহে বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় অবাধে মুক্ত প্রাণে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; কাহারও তীব্র সমালোচনার ধার ধারে না, কাহারও কৃত্রিম বা স্বাভাবিক আদরের প্রতি একবারও ভ্রূক্ষেপ করে না—দেখিতে দেখিতে তাহাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া শ্বশুরালয়ে দ্বিপান্তরিত করা হইল—সেই বনবিহঙ্গিনীর সরলতা কোথায় কোন্ দূরদেশে পলায়ন করিল! বালিকা তাহার সাধের বাল্যকালের শেষ সীমায় পদার্পণ করিতে না করিতে পৃথিবী শূন্যময়, শুষ্কমরুভূমিবৎ দেখিতে লাগিল। যে বালিকা একদিন পিতা-মাতার পদপ্রান্তে বসিয়া শরৎ-মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের তীব্রমধুর রশ্মির ন্যায় সীতাচরিত্র ও সাবিত্রীব্রত-কথা শ্রবণ করিত, সতীত্বের জলন্ত-প্রতিমা সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিত, সে এখন শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়া, তাহার

সেই সাধের বাল্যখেলা—পিতৃগৃহে সাধের জীবনযাপন—সব ভুলিয়া গেল। কোথায় সেই সীতাচরিত্র পর্য্যালোচনা, কোথায় সেই সাবিত্রী-উপাখ্যান শ্রবণ! এখন সে বন্দিনী, সর্ব্বদা ভয়ে ভীতা, অবগুণ্ঠনাবৃতা; সে স্থানে শ্বশুরের কোপন স্বভাব, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কলহপ্রিয়তা, ভাশুরের ক্ষুদ্রচিত্ততা, আর দেবরের ঈর্ষাপরায়ণতা সন্দর্শনে তাহার বাল্য-হৃদয়োদ্যানের কোমল ভাব-পল্লবরাজি শত শত শোক-দুঃখের প্রবল পবন-পীড়নে ছিন্ন ভিন্ন হইল। সরলা বালিকা অনন্ত দয়াময়ের রাজ্যে এইরূপ অবিচার নিরক্ষণ করিয়া, গৃহকোণে বসিয়া নীরব অশ্রুপাতে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে লাগিল। সংসারের একটী প্রাণীরও হৃদয় ইহাতে কাঁদিল না। স্বার্থপূর্ণ সংসারের অনন্ত কোলাহল ভেদ করিয়া বালিকার সেই করুণ কণ্ঠস্বর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাই অবলাসুহৃদ্ বনবিহঙ্গম মুক্তপ্রাণে গাহিতেছে "বউ কথা কও"।

পুরাকালে যে দেশের মহিমা-প্রদীপ লীলাবতী, খনা, গার্গী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হইয়াছিল, যে দেশের বীর্য্যবহ্নি পদ্মিনী, অহল্যা বাই প্রভৃতি রণকুশলা রমণীবৃন্দ দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছিল—সে দেশের সে দীপ—সে বীর্য্যবহ্নি নির্ব্বাপিত হইতে চলিল, তাই বিহঙ্গম অসীম বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে করিতে বলিতেছে—"বউ কথা কও"। অদ্য এই শত শত অকালবৃন্তচ্যুত সংসারোদ্যান- কলিকা বালিকা-বিধবার করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া—শত শত রুগ্ন সন্তানহারা বঙ্গ-মাতার হৃদয়বিদারক আর্ত্তধ্বনিতে মর্ম্মাহত হইয়া স্বাধীন বিহঙ্গম প্রাণের কথা গাহিতেছে—"বউ কথা কও"। বঙ্গললনাকুল! একবার তোমরা এ বিষাদময় গৃহান্তরাল হইতে বহির্জ্জগতে দৃষ্টিপাত কর। অবোধ বনবিহঙ্গম বলিয়া উহার জ্বলন্তভাষা-গ্রথিত সরল উপদেশকে প্রত্যাখান করিও না। ঐ দেখ, গগনকোলে তোমাদের প্রিয়সখা

বনবিহঙ্গম ভাবুক-হৃদয়তোষিণী ভাষায় বিমানপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া, সংসার-দাবদগ্ধ প্রাণ শীতল করিয়া, গাহিতেছে—"বউ কথা কও"; তোমরা কি উহার হৃদয়বেদনা দূর করিবে না? ঐ যে, নীল-লাল-হরিৎ নভঃ!—ঐ যে বহু চিত্রে চিত্রিত বিস্তৃত পট, উহাতে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে বায়ু-তরঙ্গায়িত অম্বর সাগরে ধূশরাম্বর পক্ষী কর্ণকুহরে "বউ কথা কও" পীযুষকণা সিঞ্চন করিতেছে; একবার গগনবিহারী ঐ সরল পক্ষীর সরল সঙ্গীতে তোমাদের অসরল হৃদয়ের অন্তস্তলে সরলতার সরল প্রস্রবণ প্রবাহিত কর।

পুষ্পোদ্যান।

—oo—

Glorious shapes have life in thee
Earth, and all earth's company;
Living globes which ever throng
Thy deep chasms and wilderness;
And green worlds that glide along;
And swift stars with flashing tresses
And icy moons most cold and bright;
And mighty seems beyond the night,
Atoms of intensest light.
And the jessamine faint, and the sweet tuberose—
The sweetest flower whose scent that blows
And all rare blossoms every every clime,
Grew in that garden in purest prime.

Shelley.

পাদতলে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা—নীল পাদপ, নীল তৃণ, নীল তটিনী, নীল বারিনিধি, নীল রাগমাখা নীলাম্বর-পরিহিতা নীল ধরাদাসী, আর ঐ শ্বেত নক্ষত্রালোকে আলোকিত, অমিয় চন্দ্রিমা-বিক্ষিপ্ত শ্বেতাম্বর-পরিহিতা তপস্বিনী অম্বররাণী! পাপ-সাগরে নিমগ্ন ভোগরত মানবের বাসভূমি এই পৃথিবী এবং পুণ্যসাগরে নিত্যসন্তরণশীল অনন্ত সুষমার পূর্ণাকার মানবের মস্তকোপরি ঐ বিচিত্র নভঃ—এই দুইটিই পরমেশের নিজহস্তনির্ম্মিত উদ্যান। এই উদ্যানদ্বয়ের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নিমিত্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যাকর 'পরমদেব তাঁহার নিজ সৌন্দর্য্য বিতরণ করিয়া, পৃথিবী

এবং আকাশকে সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি করিয়াছেন। সেই অপার মহিমাময়ের মহিমা-কণিকারূপী আদিত্যদেব যখন এই পৃথিবীপানে দৃষ্টিপাত করেন, তখন এই উদ্যান হাসিতে পূর্ণ হয়—তখনই ধরা স্বর্গীয় সুগন্ধযুক্ত হইয়া পাপদগ্ধ মানবকেও কিয়ৎকাল সেই মহিমার অনন্ত সৌরভে মুগ্ধ করে। কৌমুদীরাশি হাসিয়া হাসির অনন্ত ফোয়ারা প্রবাহিত করিয়া শ্বেত গোলাপের শ্বেত অঙ্গে শ্বেত পীযুষকণা বিক্ষিপ্ত করিয়া শ্বেতাভাময় শ্বেত উদ্যানের শ্বেতাম্বরে মিশিয়াছে। মানব! একবার অপার্থিব ভাবের মধুর আলোকে বিমোহিত হইয়া, ঐ সৌন্দর্য্যে তোমার প্রাণ-মন ঢালিয়া দাও।

পৃথিবীর উদ্যানে স্তবকে স্তবকে কুসুমরাশি বিকশিত হইয়াছে---আর ঐ আকাশের উদ্যানও তারাফুলদল ফুটিয়াছে! কি প্রাণবিমোহন, কি সুন্দর, কি মধুময় দৃশ্য! নিম্নোদ্যানের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ভৃঙ্গ উন্মত্ত, ভ্রান্ত, মোহিত। আর ঐ অনন্ত বিস্তারের সুষমায় মোহিত হইয়া চকোরও তদবস্থাপন্ন। নানাবর্ণের নানাবিধ ফুল—যুই-জাতী, টগর-বেল, মল্লিকা-চাঁপা পৃথিবীর উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর ঐ আকাশের তারাফুলও নানাবর্ণে—কেহ পীত, কেহ নীলাভ, কেহ নব-সূর্য্যের রক্তিম রাগে রঞ্জিত, কেহ মধ্যাহ্নসূর্য্যের শ্বেতাভাযুক্ত। মহিমার অপূর্ব্ব বিকাশ! তারাফুল আরও মনোরম ফুল, আরও ভাবের বিচিত্র ক্ষেত্র। এ ফুল পৃথিবীর ফুল অপেক্ষা শতগুণে সুন্দর, উজ্জ্বল ও উন্নত।

পৃথিবীর ফুলে যদি একটি সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, স্বর্গের ফুলে শত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ! পৃথিবীর ফুল স্বার্থ দ্বেষ-পাপের গভীর সাগরে নিমগ্ন ক্ষুদ্র মীনের সৌন্দর্য্যাস্বাদনে—এমন কি, মানব-চক্ষেও নিরীক্ষণে অক্ষম জীবের নিমিত্ত। আর ঐ আকাশের ফুল পবিত্রতা, নির্ম্মলতা, পুণ্যের অনন্ত সুষমামগ্ন পরমেশ-চিরাশ্রিত দেবগণের মনোরঞ্জনের

নিমিত্ত। তাহাতেই এত পার্থক্য, এত স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ! আর ঐ যে উজ্জ্বল সপ্তনক্ষত্র ভল্লুকাকারে হুঙ্কার করিতে করিতে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছে, আর ঐ যে তারকাসমষ্টি ক্ষুদ্র ভল্লুকরূপে গগনোদ্যানে বিচরণ করিতেছে, আর ঐ যে মণিময় ত্রিনক্ষত্র-সংযুক্ত অরিয়ন, উহাদের অপূর্ব্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া গগনোদ্যানের অতুল্য সৌন্দর্য্য-সুধা পান কর, আর একবার কবির ভাষায় গগনোদ্যানে অপূর্ব্ব গগন-মহাকাব্যের একাংশ পাঠ কর :—

Arthur's slow wain his course doth roll,
In utter darkness round the pole ;
The Northern Bear lowers black and grim ;
Orion's studded belt is dim';
Twinkling faint and distant far,
Shimmers through mist each planet star.

উদ্যানের আর একটি দৃশ্যে তুমি দৃষ্টিপাত কর। পৃথিবীস্থিত উদ্যানের বহুপুষ্পসমাকীর্ণ ঐ চন্দ্রকিরণস্নাত বিটপীর স্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়া আকাশোদ্যানের একটি দৃশ্যে দৃষ্টিপাত কর। ঐ যে বিস্তৃত হীরকখণ্ড উদ্যান-অধিপতির মুকুটরূপে শোভা পাইতেছে, মানব! উহা কি? উনি কি শারদীয় পূর্ণ-শশধর? না, তাহা নহে। মহিমাময়ের উদ্যানের আর একটি মহিমার জ্বলন্ত বিকাশ! নিম্নোদ্যানের সরোবরে কমলিনী—কুমুদিনী সতত শোভা পায়। পৃথিবীর উদ্যানে যাহা এত মধুর, প্রকৃতি দেবীর এত মহোজ্জ্বল রত্নভাণ্ডার আকাশোদ্যানে কি তাহা নাই? ঐ দেখ, আকাশের ঐ অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড উদ্যান-সরোবরে উৎপলরূপে শোভার অতুল কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া উদ্যানভ্রমণকারী দেবদেবীর প্রীতিসাধনার্থে বিরাজমান। আকাশোদ্যানের কুসুম হাসিতেছে, বড়

মধুর! আর সেই হাসিতে হাসি-মাখা নিয়োদ্যানের কুসুমগুলি নীরবে হাসিতেছে! যুঁই, চামেলী, মল্লিকা—সকলেই হাসিতেছে—হাসির তরঙ্গমালা স্তরে স্তরে উঠিয়া গগন-হাসিতে মিশ্রিত হইয়াছে। স্বর্গীয় উদ্যানের মাধুর্য্য-ভ্রান্ত জীবের পক্ষে সম্যক্ উপলব্ধি করা বড় কঠিন। মানব! যদি হৃদয়ে কবিত্ববীজ অঙ্কুরিত করিতে পার, যদি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে কামনা কর; যদি মহিমাময়ের অপূর্ব্ব মহিমা হৃদয়ে ক্ষণেক উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে ঐ উদ্যানদ্বয়ের উদ্যান-রক্ষণরূপ মহাকার্য্যে ব্রতী হও। একবার উদ্ভিজ্জ-বিদ্যারূপ ছুরিকা হস্তে তোমরা ঐ প্রাণোন্মাদক গোলাপ-সুন্দরীর সলাজাবনত অবগুণ্ঠন বিমোচন কর। (বৃদ্ধ পত্ররূপ বস্ত্র-বৃদ্ধি কর্ত্তিত কর।) আর একবার জ্যোতির্বিদ্যারূপ দূরবীক্ষণ সাহায্যে সুধামগ্ন তাপস দ্বিজরাজের দেহ-সুষমা নিরীক্ষণ কর। বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিতেছে; ফুল কখনও নিজ সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না; সতত তোমাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত—দেবগণের প্রীতিসাধনার্থ আত্মোৎসর্গ করিতেছে। পুষ্পজীবন বড় পবিত্রতাময় ভাবের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ। মানব! একবার দিব্যচক্ষু উন্মীলন কর—একবার পুষ্প-জীবনের অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর। তুমিও কি ফুলের মত পবিত্রতা, নির্ম্মলতা ও স্বার্থত্যাগের মধুর আকর হইয়া মানবের কার্য্যে, দেবের কার্য্যে তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে পার না? আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আত্মহারা মানব! একবার গগনের তারারাশি গুণিতে গুণিতে—একবার বালকের মত ফুলের সহিত ফুল মিলন করিয়া একবার পুষ্পজীবন বিজ্ঞান-জ্ঞানগর্ব্বিত মনে পাঠ কর। ফুল-কোরকে (sepal) ফুল-কোরকের (petal) মিলনে এক নবফুল-সৃষ্টিকৌশল দর্শন কর। আর তুমিও ভ্রমর, আর তুমিও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট—গুণ্ গুণ্ রবে

কুসুমরাণীর কর্ণ-কুহরে অমৃতকণা বর্ষণ করিতেছ, তুমিও উদ্যানরক্ষকের উপেক্ষিত নও, তুমিও ফুলরেণুতে আপন অঙ্গ বিভূষিত করিয়া পুষ্পাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছ, তোমার ঐ রেণুমাখা বদন-সুধা পান করিয়া অনবদ্যাঙ্গী পুষ্পরাণী জাগতিক অনন্ত কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের আদর্শনীয়া। তাহাতেই উদাস কবির বীণাঝঙ্কার—

> To me the meanest flower that blows can give
> Thoughts that do often lie too deep for tears.

শ্মশানে শান্তি।

—oo—

Who telleth a tale of unspeaking death ?
Who lifteth the veil of what is to come ?
Who painteth the Shadows that are beneath
The wide-winding caves of the peopled tomb ?
Or uniteth the hopes of what shall be
With the fears and the love for that which we see ?

Shelley.

Count each affliction, whether light or grave,
God's messenger sent down to thee ; do thou
With courtesy receive him ; rise and bow ;
And, ere his shadow pass thy threshold, crave
Permission first his heavenly feet to lave ;
Then lay before him all thou hast ; allow
No cloud of passion to usurp thy brow,
Or mar thy hospitality ! No wave
Of mortal tumult to obliterate
The soul's marmoreal calmness ; Grief should be
Liky joy, majestic, equable, sedate ;
Confirming, cleansing, raising, making free ;
Strong to consume small troubles ; to commend
Great thoughts, grave thoughts, thoughts lasting
to the end.

Aubrey de vere.

মায়ামরীচিকাপূর্ণ সংসারে সর্ব্বদা অশান্তি-নিপীড়িত মানবের শান্তি কোথায়? যাহাকে তুমি শান্তি বল, আমি তাহাকে শান্তি বলি না। তুমি হয়ত শত শত মানবের ধ্বংস সাধন করিয়া, শত শত দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া, নিজে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছ; বিলাসিতার কোমল ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছ; আজ্ঞামাত্র তোমার শত শত দাস-দাসী অবনতমস্তকে উপস্থিত। ঐ দেখ, তোমার দ্বারে অন্নবস্ত্রহীন শত শত দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষার্থে দণ্ডায়মান। তোমার শতসহস্র দেশবাসী অজ্ঞান-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া শৃগাল-কুকুরের ন্যায় আচরণে রত। তোমার সেদিকে দৃষ্টি নাই। উহাদের গভীর আর্ত্তনাদ, যন্ত্রণা-পরিপূর্ণ চীৎকার তোমার ঘোর মায়া-মোহ-পূর্ণ বিলাস-সাগর-নিমর্জ্জিত দেহের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াও করিল না, তুমি শুনিয়াও শুনিলে না! তুমি কি শান্তি উপভোগ করিতেছ? ঐ দেখ, তোমার আর একটি ভ্রাতা তোমার ন্যায় শান্তিলাভার্থে জ্বলন্ত পাবকে পতঙ্গের ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তবৎ ধাববান। পরমতত্ত্ব—স্বর্গীয় জ্ঞান ভুলিয়া, ক্ষণস্থায়ী সংসারের সুখের জন্য চিরলালায়িত; শরীরের অবসাদে কটাক্ষপাত না করিয়া, অর্থ-উপার্জ্জনে রত। মস্তক-স্বেদ চরণে দর দর ধারায় পতিত হইতেছে, মস্তকোপরি ঝড়-তুফান বহিয়া যাইতেছে; তোমার দৃষ্টিপাত নাই! তুমি শূন্যে সৌধমালা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত!

অর্থই তোমার শান্তি প্রদানের প্রধান উপকরণ। তুমি তোমার ভ্রাতাভগিনী, দারা-পুত্র লইয়া সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ। তোমার স্বজনবর্গ ক্রমে ক্রমে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছেন। তোমার আর কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত নাই। জগতের প্রকাণ্ডরাজ্যে তোমার আমিত্ব মহারাজ্য বিস্তার করিয়া তাহার উপভোগে রত। অন্যের

কথা, অন্যের বিষয় তোমার আমিত্বময় জীবনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারে না।

তুমি মনে মনে ভাবিতেছ, তুমি পরম ধার্ম্মিক, কিন্তু হয়ত তুমি ধর্ম্ম-তত্ত্বের কণামাত্রও অবগত নও। জগৎপিতার সন্তানকে দেখিলেই তুমি তোমার ধর্ম্মভয়ে ভীত হও, নাসিকা কুঞ্চিত কর। বিধর্ম্মীকে স্পর্শ করিব তাহার সহিত একাসনে বসিয়া ভক্ষণ করিব তাহার সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করিব, এই সকল সমস্যা তোমার মনোমধ্যে সর্ব্বদা বিরাজিত। তোমার ভ্রাতার প্রতি ইতরজন্তুবৎ আচরণ করিতেছ, ভাবিতেছ, তুমি শান্তিরাজ্যে বাস করিতেছ। মানব, একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া ক্ষণকালের জন্য তোমার এ সকল অসার জল্পনা-পূর্ণ প্রহেলিকাময় জীবন-বার্ত্তা ভুলিয়া মরীচিকাপূর্ণ সংসারসুখ-স্বপ্নের আবরণ উন্মোচন করতঃ ভয়াবহ পরিণাম কথা স্মরণ কর। স্মরণমাত্র তোমার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর দুরদুর করিতেছে, তৎক্ষণাৎ শ্মশানের সেই ভয়াবহ চিত্র—অর্দ্ধদগ্ধ মস্তকাচ্ছন্ন নরকঙ্কালপূর্ণ শ্মশানের সেই বিভীষিকাময় চিত্র তোমার মানস দর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে।

শ্মশান! তোমার এ পুণ্যময় ক্ষেত্রে কি মূর্খ, কি জ্ঞানী সকলেই কোন না কোন সময় একবার চরম শয়নে শয়ন করে। শ্মশান! জানি না, তোমার এই ভয়াবহ মহানাম শ্রবণে মানবের মনে কেন ভয়ের সঞ্চার হয়। জানি না, তুমি মানবের নিকট কেন এত ঘৃণিত, ভীতিপ্রদ ও উপেক্ষিত। মানব যখন অহঙ্কারমদে মত্ত থাকে, সুকোমল শয্যোপরি শয়ন করিয়াও মশকদংশনে অধীর হয়, বৃথাবাক্যব্যয়ে স্বীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখাইতে সচেষ্ট হয়, হিংসা, দ্বেষ, ভেদজ্ঞান, মান, অভিমানে পরিচালিত মানব যখন স্বার্থপরতার অনন্ত ভূমিতে বিচরণ করে, তখন তোমার নিত্য আজ্ঞাবহ দাস মৃত্যুকে পাঠাইয়া তাহাদের মানসাকাশে রহস্যময় পরি-

ণামের কথা বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ উদিত করিয়া দাও বলিয়া তুমি মানবের নিকট অসার, ঘৃণিত, বিভীষিকাময়। শ্মশান! তুমি শিক্ষালাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র,মোক্ষপ্রাপ্তির সুপ্রশস্ত সোপান, দার্শনিক অনন্ত তত্ত্বভাণ্ডার কবির কল্পনা-কল্লোদ্যান। তুমি শান্তিলাভের একমাত্র সুপ্রশস্ত পথ। যাহা হইলে মানবের মনে ক্ষণিক আমোদ, পরে শতগুণ অনুতাপ উদিত হয় না, যাহা হইলে মানবের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায়, যাহা হইলে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সুখ-আশা শূন্যসৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই নয় বলিয়া মনে হয়, তাহা তুমি নীরব ভাষালহরীতে ভাবুকহৃদয়-নির্ঝরিণীতে উদিত কর। যে স্থানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, সেই রোগ-তাপ-বর্জ্জিত শান্তিময় প্রদেশে গমন করিতে হইলে, শ্মশান! অগ্রে তোমার ঐ মহা-পুণ্যময় ক্রোড়ে একবার শয়ন করিতে হইবে। শ্মশান! তোমার মহা-নিস্তব্ধতাময়, বৈরাগ্যময় ও বিভীষিকাময় চিত্রের মধ্যে মহাশিক্ষার এবং **স্বর্গীয় শান্তির** এক কমনীয় মূর্ত্তি সর্ব্বদা বিরাজমান।

স্নেহ।

—•—

Const. No I defy all counsel, all redress,
But that which ends all counsel, true redress,
Death, death ;—O amiable lovely death !

Shakespear.

Cel. Thou hast not, cousin ;
Pry'thee be cheerful : Know'st thou not the
Duke hath banished me, his daughter ?
Ros. That he hath not.
Cel. No [illegible] ? Rosalind lacks, then, the love
W[illegible]eth thee that thou and I am one !
Shall we be sundered ! shall we part, sweet girl ?
No let my father seek another heir
Therefore devise with me how we may fly.
Whither to go, and what to bear us :
And do not seek to take your charge upon you,
To bear your griefs yourself, and leave me out,
For, by this heaven, now at our sorrows pale,
Say what thou canst. I'll go along with thee.

Shakespear.

স্নেহ নামটি বড় মধুর ; বড় ভাবুকতাপূর্ণ। ইহা কবির কল্পনা-কুসুমতরু, ভাবুক হৃদয় নির্ঝরিণীর স্বর্গীয় স্রোত। কবি ! তুমি তোমার অক্লান্ত পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া নক্ষত্রাবলীর ভুবনমোহনরূপে মোহিত হইয়াছ ; কখন কখন বনবিহঙ্গের তানে গ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে বিচরণ

করিয়াছ, একবার এই অফুটন্ত ভাবের মধুর মিলনে তোমার কল্পনা-সঙ্গিনীকে কি ভূষিত করিবে না? ধর্ম্মরত পবিত্রচিত্ত সাধু! তুমি ধর্ম্মসাধনার নিমিত্ত কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, একবার কি এই ভাবে মোহিত হইয়া তোমার ধর্ম্মসাধনার চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে না?

ঐ দেখ, রোগগ্রস্তা মাতা শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, স্বেদাভিষিক্তদেহে—স্নেহপুত্তলী কিসে সুখী হইবে, কিসে তাহার নয়নমণি—হৃদয়ের ধন সুস্থশরীরে থাকিবে, এই চিন্তায় দিবারাত্র নিমগ্না। কখন কখন বা মাতা তুহিনাবৃত হিমানীপ্রদেশে প্রফুল্লহৃদয়ে স্বীয় যাবতীয় শীতবস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া প্রাণ প্রতিমার দেহখানি আবরিত করিতেছেন! অবিরত তুষারপাত; বাত্যা-বিতাড়িত প্রচণ্ড শীত! এই প্রচণ্ড দুর্য্যোগে স্নেহ-তরঙ্গিণীর অতলতলনিমগ্না মাতা সন্তান-রক্ষার্থ স্বীয় হৃদয়খানি উৎসর্গ করিতেছেন! স্বার্থত্যাগের কি জলন্ত উদাহরণ। এই কলুষময় সংসারে যদি কাহারও হৃদয়ে কোথাও স্বর্গীয় জ্যোতির কণামাত্র বিরাজ করে, তবে সে মাতার কোমল হৃদয়ের ঐ নিভৃত কন্দরে। সেই কন্দর হইতে এই স্নেহধারা চিরকালই সমভাবে তটিনীর খরস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া স্বার্থান্ধ অপবিত্র মানবের মোহান্ধ মনে সর্ব্বস্নেহ-পূর্ণাকরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবে।

ঐ দেখ, আর একটি স্নেহ-গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া দুইটি অপূর্ব্ব স্নেহ পুত্তলী স্নেহের প্রভা বিকীরণ করিয়া দণ্ডায়মান—ভ্রাতা-ভগিনী। এই স্থানে—কবি। তোমার কবিত্বের পূর্ণবিকাশ। স্নেহের অনন্তধারা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া এক স্থানে মিশিয়াছে। কবি। তুমি তারা-ফুলদ্বয়ের মিলন দেখিয়া নীরবে প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছ, ময়ূরযুগলের নৃত্য দেখিয়া হৃদয়ানন্দে আপ্লুত হইয়াছ; একবার এই স্বর্গীয় স্নেহপট তোমার হৃদয়সমীপে ধারণ করিয়া কল্পনার আর একটি স্বর্গদ্বার উন্মোচন কর। আহা! ভ্রাতা-

ভগিনীর সম্বন্ধটি কি মধুর! শৈশবাবধি একত্র আহার,বিহার, শয়ন-উপবেশনে হৃদয়-মধ্যে এক নৈসর্গিক মধুর স্নেহহার গ্রথিত হয়। যিনি এই প্রীতি-পুষ্পহার গলদেশে ধারণ করিয়াছেন, যিনি কখনও কাহাকেও স্নেহদানে স্বর্গের অপূর্ব্ব ছায়া-স্নিগ্ধ করিয়াছেন, তিনি এই অনন্ত স্নেহ-ভাণ্ডার—ভ্রাতা-ভগিনীর অনন্ত স্নেহের পবিত্রতা—নির্ম্মলতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। সংসারে যদি কিছু সুখ থাকে, যদি কিছুতে পবিত্রতার নির্ম্মল জ্যোতি এই পাপকুহকময় স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা-ভগিনীর হৃদয়ক্ষেত্রে। এই সুবাসিত স্নেহ কুসুমের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত, মানব মুগ্ধ, কবিকল্পনা নবরসে আপ্লুত। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন এই স্নেহ মানবের স্মৃতিপথে অনন্ত প্রেমাধারের অনন্ত স্নেহ স্মৃতি জাগরিত করিবে।
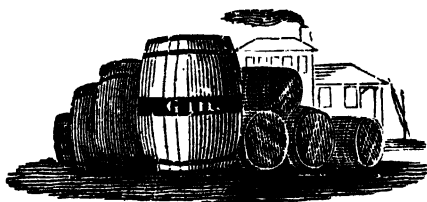
নীরবতা।

—:*:—

From billow and mountain and exhalation
The sunlight is darted through vapour and blast;
From spirit to spirit, from nation to nation,
From city to hamlet, thy dawning is cast.—
And tyrants and slaves are like shadows of night
In the van of the morning light.

Shelley.

Silence Oh well are death and sleep and Thou
Three brethern named, the guardians gloomy winged
Of one abyss, where life and truth and joy
Are swallowed up.

Shelley.

নীরব চিত্রকর বিরলে বসিয়া নীরবে এই সুবৃহৎ নীরব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সেই মহানীরবতার কণামাত্র প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য নীরব রক্তিম গগনে নীরবে আসিতেছেন। কি মধুর দৃশ্য! ভাবুক-প্রাণে কোন এক নিভৃত কুঠির হইতে কি এক নীরব ভাব এই মহানীরবতার মহা-সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন। মানব! যদি নীরবতার সৌন্দর্য্যে কখনও মোহিত হইয়া থাক, যদি শ্রেষ্ঠ নীরবতার অপার মহিমা উপলব্ধি করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে রক্তিম-রাগরঞ্জিত নবসূর্য্যে এই ভাবুক-হৃদয়-বিমোহন-কারী নীরবতার প্রতি তোমার সংসার-কুহকজালাবদ্ধ নেত্র নিক্ষেপ কর। নীরব সৌন্দর্য্যের কি বিকাশ! কোলাহলপূর্ণ সংসারের অনন্ত কোলাহলে কত বার তোমার কর্ণকুহর ব্যথিত হইয়াছে, কত বার তোমার অসার

কল্পনায় তোমার ক্ষুদ্র মনখানি ঢালিয়া দিয়া, হৃদয়ে কত অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছ, নীরবতার উপাসনা উপেক্ষা করিয়া, কত বার উত্তাল-তরঙ্গমালা-সমন্বিত কোলাহলপূর্ণ সংসারসাগরের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়াছ। একবার ঐ প্রাতঃসূর্য্যের নীরবতার প্রতি লক্ষ্য কর। সংসার কোলাহলে গা ঢালিয়া দিয়া, অসার কোলাহলে মিশিয়া, তুমি কি উপকার লাভ করিয়াছ? কণ্টকাবৃত উদ্যানে শান্তিলাভার্থ দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্রস্তুত করিয়া কি শান্তি লাভ করিয়াছ? তোমার সংসার অসার—চঞ্চলতাপূর্ণ, মন কিছুতেই শান্তি লাভ করিল না।

কত কতবার আশায় নিরাশ হইয়া কোলাহলময় সাগরের বালুকাময় তটে আবাস নির্ম্মাণ করিলে, মনে করিলে, তোমার হৃদয় বুঝি এইবার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রাপ্ত হইবে। কৈ, তাহা হইল না। কিয়ৎকালে সমুদ্র গভীর গর্জ্জনে তোমার সেই সাধের সৌধমালা তাহার অতলতলে লইয়া গেল। তোমার বহুকালের চিরাপেক্ষিত মধুর আশাপুষ্প-হার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কোলাহল তোমাকে শান্তি দিতে পারিল না। তুমি সুখলাভের নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু সুখ স্বর্ণমৃগবৎ কিছুতেই ধরা দিতে চাহে না। যদি সুখ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে অসার কোলাহলের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষপাত করিয়া নীরবতার উপাসনা কর। আদিত্যদেব নীরব গগনে উপবেশন করিয়া কি বলিতেছেন, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর! সূর্য্য নীরবতার কণামাত্র পাইয়া, নীরবে, তাঁহার কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করতঃ আবার নীরবে অস্তাচলশিখরে গমন করেন। যে মহা-নীরবতার মহিমার বিকাশ এই সূর্য্য, ভ্রান্ত মানব! তুমিও সেই নীরবতা হইতে উদ্ভূত।

বায়ু নীরবে কুসুমগন্ধ বহিয়া সংসার-তাপক্লিষ্ট মানবদেহ সুশীতল করিতেছে। চন্দ্র নীরব গগনে নীরবে উদিত হইয়া আবার নীরবে

লুক্কায়িত হইতেছে। উন্নতমস্তক বিটপী নীরবে তাহার সুশীতল ছায়া দানে প্রচণ্ড মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডদগ্ধ পথিককে শীতল করিতেছে। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক বস্তু, নীরব চিত্রকরের নীরব তুলিকার প্রত্যেক জ্বলন্ত রেখা নীরবে প্রকাশ করিতেছে এবং নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নীরবতার অনন্তভাবময় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। মানব! তোমার উর্দ্ধে, অধে, চতুর্দ্দিগে নির্ঝরিণীর জলস্রোতের ন্যায় নীরব কর্ম্মস্রোত বহিয়া যাইতেছে, তুমিও ইহাদের মত নীরব ধ্যানে মগ্ন হইয়া, নীরবে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ জগৎকে তোমার নীরব কর্ম্মালোকের নীরব রশ্মিতে আলোকিত কর, দেখিবে, তোমার জীবনপুষ্প নীরবে শান্তিজলসেকে পূর্ণ বিকসিত হইবে, এবং মহানীরবতার পূর্ণবিকাশ সূর্য্যের মত পরোপকারে নীরবে তোমার ক্ষুদ্র দেহখানি উৎসর্গ করিতে পারিবে।

বিভূতি-দর্শন।

—oo—

Pure religion and undefiled before God and the Father is this to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

From a work of Lord Avebury.

The awful shadow of some unseen power
Floats, though unseen, among us.

Shelley.

দ্বিপ্রহরাতীত তমসাময়ী বিভাবরী ঘনান্ধকর। চতুর্দ্দিকে নীরবতার পূর্ণমূর্ত্তি বিরাজিত। দূরে অনন্ত নীল তরঙ্গমালা-বিক্ষোভিত সাগরের বহু দূরব্যাপী গভীর গর্জ্জন। মস্তকোপরি মেঘাবৃত গগনমণ্ডল। দেখিতে দেখিতে জলধারা মুষলধারায় মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল। কণ্টকসমাকীর্ণ পথ। মধ্যে মধ্যে দুই একটী বন্য জন্তুর বিকট চীৎকার সেই নীরবতার পূর্ণ রাজত্বে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করতঃ মানবমনে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। দূরে পুরাতন ভারতের গৌরব-রেখা মস্তকে ধারণ করিয়া, আধ্যাত্মিক জগৎকে মোহিত করতঃ কারুকার্য্যের অপূর্ব্ববিকাশ গৈরিকবসনাবৃত প্রস্তরশ্রেণী বিজলী-আলোকে আলোকিত হইয়া, মুগ্ধ মনে যুগপৎ পরমেশপ্রেম ও আনন্দালোক-রেখা আনয়ন করিতেছে। এই ভয়ানক দুর্য্যোগে, প্রকৃতির এবংবিধ বিকটাবস্থায় গৈরিক বসন পরিহিত, গলে রুদ্রাক্ষ শোভিত, কপালদেশে রক্তচন্দনাবৃত এক বালযোগী কোন অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত দ্রুতবেগে পদব্রজে অগ্রসর। ব্রহ্মচারীর মন আনন্দরসে আপ্লুত, চতুঃপার্শ্বদেশস্থ বিকট দৃশ্যে তাঁহার

মন বিচলিত হয় না! পরোপকার যাহার ধর্ম্ম, পরমেশ-চিন্তাই যাহার খাদ্য, পবিত্রতাই যাহার দেহ, পরমেশ-গীতাই যাহার বাক্য, তাহার হৃদয় প্রকৃতির এইরূপ আকস্মিক ভয়াবহ পরিবর্ত্তনে বিচলিত হইতে পারে না। একমাত্র পরমপিতায় বিশ্বাসরূপ যষ্টি-সাহায্যে ব্রহ্মচারী এক এক বার প্রকৃতির ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন ও অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনিপূর্ণ কৃষ্ণবসনাবৃত গগনপানে তাকাইতে লাগিলেন ও কাহার কিরূপ বললাভে স্বাভাবিক দৃঢ় হৃদয়কে দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহা, সেই অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন বিপদ-সঙ্কুল অরণ্যে যে সাংসারিকের মন বালযোগীর ন্যায় আধ্যাত্মিক রসে আপ্লুত, তিনিই প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারেন।

মাতৃক্রোড়ে ক্ষুদ্র শিশু ভাবভরে বিহ্বল হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে। কুমার তাহার অপরূপ চিন্তাসহায়ে ধরায় নন্দনকানন রচনা করিয়া প্রার্থনাপূর্ণ মনে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে। সংসারক্লিষ্ট যুবক সংসারের তীব্র তাড়নায় তাড়িত হইয়া এক এক বার সংসার-ছিন্ন-কন্থা দূরে নিক্ষেপ করতঃ ক্ষণকাল ভাবভরে বিভোর হইয়া গগনপানে কাহারও আশ্রয় লাভার্থে দৃষ্টিপাত করে। আর সংসার-প্রাঙ্গণে আরও কিছুকাল ভ্রমণ-ভিখারী বৃদ্ধও গগনপানে কাতর প্রাণে দৃষ্টিপাত করে। বিশ্বপিতা সর্ব্ব-সময়ে সকল স্থানে বর্ত্তমান, ইহা বোধ হয় সপ্রমাণিত সত্যরূপে সর্ব্বসভ্য-মানবসমাজে জ্ঞাত। কিন্তু কি কারণে, কি নিমিত্ত, কাহার উদ্দেশ্যে বাল, যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, দরিদ্র, ধনশালী, বিপদকালে অথবা কোনও পবিত্রভাবে বিভোর হইয়া গগনপানে প্রার্থনাপূর্ণ মনে দৃষ্টিপাত করেন, এই প্রশ্নের রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে?

প্রবল বৃষ্টি প্রবলতর হইতে লাগিল, ঘন ঘন বজ্রপাতধ্বনি শ্রুত হইল; উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকার! সংহার মূর্ত্তিতে প্রকৃতি রণমদে নৃত্যপরায়ণা। অকস্মাৎ এক চীৎকারধ্বনি,

তৎপর এক ক্ষুদ্র শিশু-কণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি প্রকৃতির সেই অনন্ত কোলাহল পূর্ণ অরণ্যপথে শ্রুত হইতে না হইতে অনন্ত শব্দ-সাগরে বিলীন হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকার। তন্মুহূর্ত্তেই এক ক্ষুদ্র **আলোকরশ্মি** ব্রহ্মচারীর নয়নপথে পতিত হইল। এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে কোন মাতা কোন বন্য জন্তুর আহাররূপে অথবা এই দুর্গম পার্ব্বতীয় পথের সন্নিকটবর্ত্তী কয়েক যোজন নিম্নস্থিত গুহায় পতনরূপে মানবজগৎ-বহির্ভূত স্থানে গমন করিয়াছেন। অসহায় ক্ষুদ্র শিশু মৃতবৎ পথিমধ্যে পড়িয়াছিল, মনুষ্যধ্বনিতে উত্থিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরোপকার ব্রত সেই সন্ন্যাসী শিশুটিকে ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া, দ্রুতবেগে আলোক-রশ্মি লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে দেখিলেন, আলোক এক ক্ষুদ্র কুটীর হইতে বহির্গত হইতেছে ; নিকটে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর সেই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে ; উহা ঋষিগণের আবাসস্থান। ত্বরায় ব্রহ্মচারী ক্ষুদ্র শিশু সমভিব্যাহারে সেই কুটীর-শ্রেণী পার হইলেন। শীঘ্রই শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনির সহিত দেবস্তুতি ব্রহ্মচারীর কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্মুখে সেই অভ্রভেদী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত দেবালয়। প্রকৃতির এই ভয়ানক দুর্য্যোগে, মনুষ্যের গতিবিহীন স্থানে বন্যজন্তু-সমাকীর্ণ অরণ্যে প্রকৃতির এইরূপ রণসাজে মৃত্যাবস্থার মধ্য হইতে কিরূপে সেই মাতৃহীন শিশুর প্রাণ রক্ষা হইল, কিরূপে সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্রহ্মচারী আলোক দর্শনে জীবনের ক্ষীণালোক মৃতপ্রায় দেহে অনুভব করিলেন, আর কিরূপেই আলোকরশ্মি সেই দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকার পথে প্রবেশ করিল, এই সকল অবলোকন করিয়া বিশ্বস্রষ্টার এক জ্বলন্ত অস্তিত্বের বিষয়, সন্দেহ-দোলায় দোলিত, কূটতর্কপূর্ণ মানব উপলব্ধি করিতে পারেন।

পোত-ত্যক্ত।

The earth is like ocean,
Wreck strewn and in motion ;
Bird, beast, man and worm
Have crept out of the storm.

Shelley.

So long as there shall exist, by reason of law and custom, a social condemnation, which in the face of civilisation artificially creates hells on earth, and complicates a destiny that is divine with human fatality; so long as the three problems of the age—the degradation of man by poverty, the ruin of woman by starvation, and the dwarfing of childhood by physical and spiritual night—are not solved ; so long as, in certain regions, social asphyxia shall be possible in other words, and from a yet more extended point o view, so long as ignorance and misery remain on earth, books like this can not be useless.

Victor Hugo.

অনন্ত নীলাম্বু। অনন্ত বীচিমালা। প্রবল বাত্যার প্রবল উল্লম্ফনে অনন্ত বীচিমালার রণোন্মাদ-নৃত্য। হাঙ্গর নক্রাদি ভীষণ জন্তুমণ্ডলের মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ। একটি উর্ম্মির পর আর একটি উর্ম্মি এইরূপ সফেন উর্ম্মিপুঞ্জ উর্ম্মিপুঞ্জের আঘাতে শ্বেত ফেনরাশি সৃজন করতঃ ইতস্ততঃ ধাবিত। সাগর অনন্ত বীচিমালার একত্র সংঘর্ষে এক নব ভাব ধারণ করিয়াছে ; যেন ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত অনন্ত তারকাপুঞ্জ স্বস্থান ত্যাগ

করতঃ সাগরবক্ষে স্বর্ণোজ্জ্বল মণিখণ্ড-মালা বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। আর অনন্ত বীচিপুঞ্জের একত্র সম্মিলনে সমুদ্রমেখলারূপ দীর্ঘ মণিময় সরলরেখা ক্রমোর্দ্ধ বিস্তারিত! আকাশাভ্যন্তরেও তারকাপুঞ্জ-সৃজিত এক দীর্ঘ রেখা —ক্রমানম্রে বিস্তৃত হইয়া সাগরমেখলার সহিত মিশিয়াছে।

সমুদ্রবক্ষে এক বাণিজ্যপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া তীরবেগে ছুটিতেছে। লক্ষ্য গন্তব্য পথ! নর-নারী, বালক-বালিকা, যুবা-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সকলেই পোতারোহী। বালক জগৎক্রীড়াশালা ক্রীড়াপুতলীতে সজ্জিত করিয়া অপার আনন্দে মগ্ন। যুবকজনোচিত কার্য্যরত যুবকের লালসা সম্মুখে জগৎ অতি ক্ষুদ্র। বার্দ্ধক্যোপনীত বৃদ্ধ বৈরাগ্যময় সংসারে বৈরাগ্যভাবে বিভোর। এইরূপে স্বার্থপর সংসারে সর্ব্বপ্রাণী স্বার্থান্বেষণে ধাবিত।

সমুদ্রবক্ষে পোতভ্রষ্ট মানব। নিরাশাব্যঞ্জক স্বর পোতকর্ণে প্রবেশ করিয়াও করে না। সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত. দেহযষ্টি পোতচক্ষু আকর্ষণ করিয়াও করে না। বায়ুর প্রখর বেগ। স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু উন্মত্ত। চতুর্দ্দিক্ তরঙ্গমালাস্ফীতবক্ষ সাগর-তরঙ্গে বিকম্পিত। লক্ষ্যস্থান-সম্মুখে অশ্রু. ক্রন্দন. আর্ত্তনাদ, অনন্ত অনুনয় উপেক্ষিত।

আবির্ভাব, অন্তর্দ্ধান, পুনঃ আবির্ভাব, পুনঃ লয়। এইরূপে জগতের যাবতীয় ক্রিয়াবলী সম্পাদিত। রজনীর পর প্রভাত, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, শীতের পর বসন্ত, দারিদ্র্যের পর ধনাগম, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য, এইরূপ জগতের যাবতীয় ক্রিয়াবলী আবির্ভাব-অন্তর্দ্ধান-চক্রে একবার উত্থিত পুনঃ লয় প্রাপ্ত।

বার বার হস্তোত্তলন। পোতারোহীদিগের সম্মুখে সে দৃশ্য পরিস্ফুট হইলেও অবহেলিত, যেন চক্ষু-বহির্ভূত। এইরূপে জগতে ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, সুরূপ, কুরূপ, সকলেই হস্তোত্তলনে অগ্রসর।

মানব দেবত্বে, দেবতা ইন্দ্রত্বে, ইন্দ্র ব্রহ্মত্বে, ব্রহ্মা শিবত্বে, এইরূপ জগৎ হস্তোত্তলনে অগ্রসর।

গমনশীল পোত কি স্বপ্নময় অশরীরী! এইরূপ জগৎ স্বপ্নময়। অনন্ত বালুকায় গৃহ নির্ম্মিত হইল, সন্তানসন্ততির অনন্ত হাস্য। ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রমের অনন্ত প্রস্রবণ। দাস-দাসী পরিচারক-পরিচারিকায় গৃহের আপাদমস্তক পূর্ণ। কাল পূর্ণ হইল। স্বপ্ন-শৃঙ্খল ভগ্ন হইল। অমানিশার প্রভাত-কিরণ নয়নপথের পথিক হইল। স্বপ্নভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সৌধমালা অনন্তে লয়প্রাপ্ত।

সমুদ্র অকুল। সমুদ্র অতলস্পর্শ। ফেনপুঞ্জ করতলগত হইয়াও দূরে পলায়ন করে। অস্থির জলপ্রবাহ। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি—তীর-বেগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। প্রচণ্ড ঊর্ম্মিমালা কোন সময় তাহাকে সমুদ্রবক্ষে ধারণ করে। কোন সময় তাহার ভৌতিক শরীর অনন্ত ঊর্ম্মি-মালায় ভূতরূপ ধারণ করে।

সংসারও অকূল; সংসারও অতলস্পর্শ। অতৃপ্তবাসনার তৃপ্তিসাধন হয় না। সংসারও অস্থির। লালসায় ইতস্ততঃ বিচরণ। মানব কোন সময় সংসারজ্বালা মথিত করিয়া সংসারোপরি ভাসমান; কোন সময় সংসারাঘাতে জর্জ্জরিত, সংসার-লিপ্ত!

অনন্ত সংগ্রাম অনন্তকাল ব্যাপ্ত। সন্তরণ, জীবনরক্ষার অনন্ত উদ্যম। বলহীন দেহ, নিস্তেজ। ক্ষুদ্র বল, ক্ষুদ্র সামর্থ্য, ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র আয়তন। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, সকলই অসাড়, কর্ম্মক্ষীণ, বলহীন, বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িত। মানবের যখন স্বাভাবিক সামর্থ্য, অধ্যবসায়লব্ধ শক্তিসমূহ জীবন্মৃত হয়, যখন অনন্ত সংসার-সমুদ্রবক্ষে সন্তরণোপযোগীশক্তি বিলুপ্ত হয়, যখন পোত দৃষ্টিপথবহির্ভূত হয়, তখন সেই অনন্ত সামর্থ্যাধিপতিই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উপনীত হন।

মৃত্যুকাল আগত। সংসারসমুদ্রে মানবের মস্তকোপরি সামুদ্রিক পক্ষীগণ সদৃশ দেববালাবৃন্দ নৃত্যামোদে লিপ্ত লইয়া, সুস্বর-সঙ্গীত সুধায় নিশীথে অমৃত বর্ষণ করে। মানবের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত মৃত্যু পরোক্ষে দর্শন করে। দেখিতে দেখিতে পোত অনন্ত আকাশক্রোড়ে বিলীন। অনুনয়, বিনয়, উন্মাদ-চীৎকার, ক্রন্দন—সমুদ্রবক্ষস্থিত অনন্ত ফেনপুঞ্জে—অনন্তবীচিমালার অনন্ত গর্ভে, অনন্ত ঝটিকায় প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তে বিলীন হইল।

চতুর্দ্দিক্ ঘনান্ধকার, ঝঞ্ঝাবাত, উন্মত্ত, প্রলাপভীষণ জলকল্লোল! নিম্নে অতলস্পর্শী সাগরের আপাতাল মহাখাত! অন্তরে ভীতি-অনুৎ-সাহের তীব্র বহ্নি। শীতের প্রচণ্ড আক্রমণ। মানব আশ্রয়হীন—সহায়হীন।

জীবন স্বপ্নময়। মানব জীবনের অনন্ত ক্রিয়াবলীও স্বপ্নময়। স্বপ্নময় জীবনে স্বপ্নময় কার্য্যাবলীর অন্যাবশ্যকীয়তা নিরীক্ষণ করতঃ মানব আশা, উৎসাহ, উদ্যম, সকলই জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্যমার্গে শনৈঃ শনৈঃ আরোহণ করে। অসহায় সামর্থ্যহীন দেহ ক্রমে ক্রমে নিমজ্জিত হইতে হইতে সংসার-সাগরের অতলতলে নিমগ্ন হইল। চতুর্দ্দিক্ নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধ।

মানবসমাজ রূপ পোত! তোমার শান্তি-অশান্তি, জীবন-মরণ, উৎসাহঅনুৎসাহ, দমন-পুরস্কার, পাপ-পুণ্য, দারিদ্র-ধন, জ্ঞান-অজ্ঞান, দান-কৃপণতা, আশা নিরাশার পূর্ণরহস্যময় ক্রোড়ে সর্ব্বপ্রাণী—দীন-দুঃখী, গর্ব্বিত-সুখী, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সভ্য-অসভ্য, সকলেই স্থান পায়। তোমার অনন্ত পথে, তোমার সমুদ্রযাত্রার দীর্ঘ পথে অনন্ত আলোক-গৃহ; অনন্ত তড়িৎপ্রবাহ, ঐশ্বর্য্যের প্রবল স্রোত, মানবহস্তনির্ম্মিত অপূর্ব্ব কৌশল! কিন্তু তোমার পথ কণ্টকময়। অনন্ত আরোহীর অনন্ত সন্তাপে, অনন্ত পতনে, অনন্ত দুঃখরূপ অনন্ত কণ্টকে তোমার পথ কণ্টকাবৃত।

সংসার-সমুদ্র! যে মানব দোষের তাড়নায় শাস্তিচক্রের কঠোর আবর্ত্তবহির্ভূত, যাহার প্রতি তোমার বক্ষস্থিত মানবসমাজরূপ আরোহী-বৃন্দের দৃষ্টি পতিত হয় না, সেও তোমার ঐ অশান্তিপূর্ণ—ঐ বিভীষিকা-ময়, জ্বালা-যন্ত্রণাময়, ঐ উত্তাল তরঙ্গমালা সদৃশ সুখ-দুঃখময়, ঐ উৎসাহ-অনুৎসাহরূপ অনন্ত বীচিমালা-বক্ষে অবস্থান করে।

মানব-আত্মা সর্ব্বময় তোমাতে অবস্থিতি করিয়া পাপের অনন্ত তাড়নায়, লাম্পট্যের অনন্ত আঘাতে, নরক-সন্তাপের অনন্ত কীটদংশে তোমার আরোহীর অনন্ত উপেক্ষায় ও নির্য্যাতনায় জীবন্মৃত।

পোতভ্রষ্টের পতিত আত্মার মৃতজীবনে কে নবালোকরূপ জীবনরশ্মি দান করিবে? ঊর্দ্ধে ঐ তারকাজালমণ্ডিত অনন্ত আকাশ, আর নিম্নে ঐ অতলস্পর্শী হাঙ্গর-নক্রাদিপূর্ণ বিপুল বারিনিধি।

এই অনন্তদ্বয়-সন্ধিদেশে দণ্ডায়মান্ কোন অজ্ঞেয় অনন্ত মহাশক্তি-মান্ পুরুষের বিশ্বাশ্রয়-হস্তে ঐ পোতভ্রষ্টের জীবন্মৃত আত্মার সঞ্জীবনতন্ত্রা নিহিত।
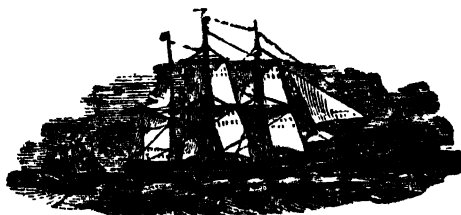
'চোখ্ গেল'।

—*—

O blithe new comer I have heard,
I hear thee and rejoice.
O cuckoo ! shall I call thee bird,
Or but a wandering voice,

Wordsworth

Hail to thee, blithe spirit—
Bird thou never wert—
That from heaven near it
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art.
Higher still higher
From the earth thou springest
Like a cloud of fire.
The blue deep thou wingest,
And singing still dost sour and soaring ever singest.

Shelley.

দ্বিযামাতীতা রাত্রী। নৈশনিস্তব্ধতাময়ী। শান্তির পীযুষ-বক্ষে সুষুপ্তা। মানব-জগৎ নিস্তব্ধ। দিবাগমনে পৃথিবীস্থিত বৃক্ষ-লতা-তৃণাদি যাবতীয় পদার্থ নিচয়ের ভিতর কেমন এক মনুষ্য-চক্ষু-অগোচর জীবনী-শক্তি নিহিত ছিল। নিশীথ সময়ে কি সে শক্তির অভাব হইয়াছে? দিবা-সে সময় সাংসারিক মনুষ্যের মন মানবজগৎ-বহির্ভূত জড়জগতে প্রবেশ করিত। কিন্তু এ সময়—বালক মাতৃক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত। গৃহকার্য্যরত সংসারী বিশ্রামলাভার্থে নিদ্রা-নিমগ্ন। সংসার অতৃপ্ত বৃদ্ধ

অন্তিম চিন্তায় রত। দিবসে, কৃত্রিম অকৃত্রিমতার অরুদ্ধ স্রোতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রবল আঘাতে, ধনী-দরিদ্রের প্রবল সংঘর্ষে পৃথিবী এক রকম ছিল, এখন রাত্রিতে নীরব দ্বিজরাজের নীরব চন্দ্রিকাস্রোতে, নীরব তারকাবলীর নীরব রশ্মিতলে নীরব পাদপের নীরব আশ্রয়ে পৃথিবী অন্যরূপ !

নীল নভতলে শীতল বায়ু-হিল্লোলে, প্রকৃতির মধুর সমাবেশে, ক্লান্ত-মনের ক্লান্তি কতক পরিমাণে হ্রাস পাইল। অকস্মাৎ বন-উপবন-গগন-প্রান্তর অমৃতপ্রবাহে ধৌত করিয়া, কাহার যেন মধুর কণ্ঠ ঘুমন্ত পৃথিবীর নিদ্রাস্রোতের সহায়তা করিয়া অনন্তাকাশে বিলীন হইল ! আবার গগন-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই অপরূপ ধ্বনি নিদাঘ-নিশার দিগদিগন্ত-ক্রোড়ে ব্যাপ্ত হইল। ঐ যে আকাশের অন্তরতম প্রদেশ ভেদ করিয়া পক্ষীর সুললিত স্বর,—

'চো···খ্ গেল, চো···খ গেল, (আবার) চো···খ্ গেল, চো ··খ্ গেল' !

নিশার কোলে কারুণ্যমাখা অমৃতসিন্ধু উচ্ছলিত করিতে করিতে ক্ষণ নিস্তব্ধ ; আবার 'চো···খ্ গেল, চো—খ্ গেল' ! ত্বরায় চক্ষুতে হস্ত দিলাম ; চক্ষুত যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম—চক্ষুর কোন বিকৃত অবস্থা হইয়াছে কি না। না—চক্ষুত যেরূপ – সেইরূপই। তবে কেন পক্ষীর ঐ ভুবনমোহন ধ্বনি ? তবে কাহার চক্ষু নাই ? আমিত সম্মুখস্থ ও দূরস্থ সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই। ঐ যে অল্পবয়স্ক বালকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র তাড়নে তাড়িত হইয়া রাশি রাশি পুস্তকভারে অবনত ; সম্মুখবর্ত্তী পরীক্ষায় উত্তরণের নিমিত্ত নানা চিন্তাস্রোতে অল্পপরিসর মস্তিষ্কের সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ করি-তেছে, উহাদের ত বেশ চক্ষু রহিয়াছে। তবে কেন গগনবিহারী বিহঙ্গমের এত গগনোন্মাদক ক্রন্দন,—

'চো···খ্ গেল, চো···খ্ গেল, চো···খ্ গেল, চো···খ্ গেল'!

আবার দেখিলাম, স্থূল চক্ষুত আছেই, তবে পক্ষী কি জ্ঞান-চক্ষুর কথা বলিতেছে? আমার জ্ঞান চক্ষুর অভাব ও আকাশের পাখী কিরূপে জানিল?

কৃত্রিমতাময় সংসারের সকল বস্তুই কৃত্রিম হইয়াছে। এখন চক্ষু আছে বটে, কিন্তু চক্ষুর সে শক্তি নাই। স্বাভাবিক চক্ষুর স্থলে কৃত্রিম চক্ষু শোভা পাইতেছে। মনুষ্য এখন পদহীন, বাইসিকেল্-মটরকার-রেলগাড়ী প্রভৃতিই পদের স্থান অধিকার করিয়াছে। মনুষ্য এখন বাক্-শক্তিহীন। ফনোগ্রাফই বাক্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। মনুষ্যের এখন হস্তাক্ষরের আবশ্যকতা নাই, লিথোগ্রাফই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। মনুষ্য এখন পরিপাকশক্তিহীন। পরিপাককারী ঔষধাবলীই তাহার পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। মনুষ্য এখন আর স্বভাব-নিয়মে বশীভূত হইয়া নিদ্রাক্রোড়ে আশ্রয় লয়েন না, নাইক্রোটিকই তাঁহার নিদ্রার সহায়তা করে। কৃত্রিমতাময় সংসার। মনুষ্য কৃত্রিমতার দাস। তাহাদের কার্য্যাবলী—তাহাদের গতিবিধি—সকলই কৃত্রিমতায় পূর্ণ। তাহাতেই ঐ বনচারী গগনবিহারী বিহঙ্গম গগন-প্রান্তর কম্পিত করিয়া 'চোখ্ গেল—চোখ্ গেল' রূপ গগনোন্মাদক রবে গগনপানে ধাবিত। এই সময় একবার বিখ্যাত সমালোচক মেকলের একটি তত্ত্বোক্তি মানসপটে উদিত হইল "As civilization advances, poetry decreases"

পুরাকালে কবি কালিদাসের কোন বিশ্ববিদ্যালয়-উপার্জ্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল না; সেক্সপীয়রও কোন বিশ্ববিদ্যালয়-উপার্জ্জিত বিদ্যায় বিদ্বান নহেন। জগতে অনেক ব্যক্তি নিরক্ষর ছিলেন। শুনিয়াছি, মোগলসম্রাট আকবর মুসলমান-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ মহারাষ্ট্রশক্তি

শিবাজী. এবং জগতের অন্যান্য অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু আকবরের ন্যায় রাজনীতি বিশারদ, মহম্মদের ন্যায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে গরীয়ান, আর শিবাজীর ন্যায় সমর-প্রতিভাসম্পন্ন কয়জন লোক বর্ত্তমান যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? কবি কালিদাস আর সেক্সপীয়রের অভূতপূর্ব্ব পুস্তকের মত আধুনিক কোন কবি কোন পুস্তকে অত কল্পনার ললিত-সমাবেশ করিতে পারেন নাই; বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সহিত মনুষ্যের কল্পনাশক্তি হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে।

স্থূলজগতের চিন্তাপ্রভাবে স্থূলজগৎ যত উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতেছে, তত সূক্ষ্ম জগতের চিন্তা সূক্ষ্ম জগতের উন্নতি হীন হইতেছে, তত কপিলশঙ্করাচার্য্য সদৃশ দার্শনিকের চিন্তা বৈজ্ঞানিক জগতে হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে।

বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক চিন্তা-সাহায্যে আকাশের সৌদামিনী ধৃত করিয়া গৃহের আলোকমালা সজ্জিত করিয়াছে। প্রাকৃতিক জগতের রম্যভূমি গমন হইতে আরও কত বৈজ্ঞানিক চিন্তা বাহির হইতেছে। কিন্তু ভুবনপ্রমোদিনী কল্পনা-সম্রাজ্ঞীর যে অঙ্গ কবি কালিদাসাদি অনন্ত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলেন, আধুনিক কোন কবি কি সেই অঙ্গে তদ্রূপ নূতন একখানি অলঙ্কার প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন?

ঐ যে বিহঙ্গম অতৃপ্ত সাংসারিকের মনে শান্তি সুধা বিতরণ করিতে করিতে বসন্ত বায়ু-বিমুগ্ধ লতাকুঞ্জের অধীশ্বর রূপে কুহু কুহু তানে বসন্তের নবাগমন সংবাদ শীতক্লান্ত মানব-মনে বহন করিতেছে, কর্ম্মক্লান্ত সাংসারিকের অজ্ঞাতসারে এক নব সুধা বিতরণ করিতেছে, তুমি কি একবার ঐ কুহুতানের সহিত তোমার সংসার-ক্লান্ত মন মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছ? কুহু কুহু কুহু। আবার কুহু কুহু কুহু! কই স্থূলজগতের

উপাসক মানব! তোমার মনে ত কোন ভাবেরই সঞ্চার হয় না। তাই পক্ষী ডাকিতেছে—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

ঐ যে সুধাংশু শতদল নভঃ-সলিল পুষ্প নক্ষত্রনিচয়ের মধ্যে বিকসিত হইয়া পৃথিবীস্থিত সরোবরে প্রস্ফুটিত কুমুদিনীর অতুলনীয় লাবণ্যে মোহিত হইতেছে, উহার ঐ চন্দ্রবদনপ্রতি তোমার ঐ সংসার-ক্লান্ত নয়ন কি নিক্ষেপ করিয়াছ? তোমার সংসারমায়ামুগ্ধ মন কেন উহাতে ধাবিত হইবে? তাই বিহঙ্গমের ক্রন্দন,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

ঐ যে স্থল-কমলিনী অরণ্যজাত বিবিধ পুষ্পমণ্ডলীকে উপহাস করিয়া সরোবর সম্রাজ্ঞী পদ্মিনীর প্রতি সকোপ দৃষ্টি করিতেছে, উহার ঐ সজল অবনত বদনে তোমার ঐ সংসার-মোহলিপ্ত নয়ন কি নিক্ষেপ করিয়াছ? তাই বিহঙ্গম গগনবক্ষে উড়িয়া গাহিতেছে,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

আর ঐ-যে অমিয়-মধুর শিশুর হাস্য, যাহার নিকট জগতের রত্নরাজি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, যে হাস্যে জাগতিক অপার সুখ লাভ করা যায়, যাহার হাস্যধ্বনিতে জগতের অনন্ত সুখ-দুঃখ অম্লানবদনে সহ্য করা যায়, তাহার প্রতি কি তোমার ঐ সৌন্দর্য্যবিহীন নেত্রপাত করিয়াছ? তাই বিহঙ্গম গগনে নৃত্য করিতে করিতে ডাকিতেছে,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

আর ঐ যে কৃষ্ণমেঘমালা-ক্রোড়ে জগদ্‌বিমোহিনী বিজলীর অপরূপ নৃত্য, উহাতে কি, তোমার সংসার মোহমুগ্ধ-নয়ন নিবিষ্ট করিয়াছ?

তাই বিহঙ্গম গগস্পর্শী ক্রন্দনে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতেছে,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

আর ঐ যে শ্বেত সৌধমালা স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া সুদূর গগন স্পর্শ করিতেছে, স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠারূপে দণ্ডায়মান হইয়া অনন্ত দারিদ্র্যকে মানব-চক্ষুর অগোচর করিয়াছে, ধনীর অসংখ্য রত্নস্রোতে যে গৃহের প্রতি প্রকোষ্ঠ পরিপূরিত, সেই অনন্ত পার্থিব লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া তোমার মনে কি হিংসার তীব্র বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে? তাই পক্ষীর সঙ্গীত,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'।

আর ঐ যে স্বনামধন্য পুরুষাগ্রগণ্য স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা-বুদ্ধিতে অনন্ত জ্ঞানের অধীশ্বর হইয়া, মানসিক শক্তির জাজ্জ্বল্যমান মূর্ত্তিরূপে স্বীয় বিদ্যাজ্ঞানবিমণ্ডিত মন উর্দ্ধে স্থাপন করতঃ সংসারে সম্রাটের ন্যায় উপবিষ্ট, যেন ধরায় দেবত্বলাভে অগ্রসর! উহাতে কি তোমার হিংসাস্রোত প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়াছে? তাই পক্ষীর মধুর ক্রন্দন,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

আর ঐ যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে গরীয়ান্, সাংসারিক অনন্ত ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যে পদাঘাত করিয়া পর্ণকুটীর-সম্মুখে রাজাধিরাজকে আনয়ন করতঃ স্বীয় রশ্মি প্রবাহে (এমন কি) অনন্তরশ্মিভাণ্ডার মার্ত্তণ্ড-রশ্মি পরাজয় করিয়াছে, উহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানলব্ধ ঐ রত্নরাজী দেখিয়া তোমার মনে কি হিংসা-দ্বেষ রূপ মহাদৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছে? তাই বিহঙ্গমের করুণ ক্রন্দন,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল!

ঐ যে নগণ্য সৈনিক নিজ বাহুবলে, নিজ রাজনীতি-কৌশলে, নিজ শক্তি প্রভাবে, নিজ অপার্থিব ধীশক্তিতে পৃথিবী অধিকার করিতে অগ্রসর, তাই দেখিয়া কি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের এত ক্রোধ, এত মন্ত্রগুপ্তি, এত হিংসা, তাই পক্ষীর উন্মাদ-ক্রন্দন,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

অবোধ বনবিহঙ্গম! উহার ঐ মর্ম্মস্পর্শী বিষামৃত-বিমিশ্রিত অপার্থিব ক্রন্দনে মানব-মন বিগলিত হইবে কেন? যে কর্ণ পার্থিব অসার সঙ্গীতে মুগ্ধ, যে চক্ষু পার্থিব অসার সৌন্দর্য্যে মোহিত, যে মন পার্থিব অসার লালসার মুগ্ধ, সে চক্ষু-কর্ণ-শ্রোত্রের অধীশ্বর তোমার প্রাণ ঐ মুক্তবায়ু-বিহারী মুক্ত বনবিহঙ্গমের মুক্ত-তান লয় সমন্বিত চো ..খ্ গেল, চো...খ্ গেল' রূপ মধুর ক্রন্দনে কি বিগলিত হইবে না?

আর ঐ যে গৈরিক বস্ত্রধারী ব্রহ্মচারী মুণ্ডিত মস্তকে ঘোর বৈজ্ঞানিক স্রোত প্রবাহিত বিদেশীয় সভ্যতার প্রবল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত প্রদেশ বেদান্তধ্বনিতে জাগরিত করিলেন, পৃথিবীস্থ বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত সত্ত্বেও যাঁহার বাক্যাবলীর এত প্রশংসা, পাণ্ডিত্যাভিমানী নর-নারীর এত তন্ময়চিত্ততা, যাঁহার অপরূপ ধর্ম্মবক্তৃতা, বেদান্তের নীরদ গম্ভীরধ্বনি নবজগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়াছে, তাই দেখিয়া কি তোমার কুসংস্কারপূর্ণ, অধার্ম্মিক, খণ্ড খণ্ড ধর্ম্মসমাজে হিংসার প্রখর বহ্নি প্রজ্বলিত? তাই কি বিহঙ্গমের আকুল ক্রন্দন,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

আর ঐ যে মহাতপঃ প্রতিভা স্বপ্রতিভায় অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারে অনন্ত চিন্তারাজীতে তোমার ভাষা নাগারের অপূর্ব্ব গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন;

বাধা-বিঘ্ন অনুৎসাহ-দ্বেষ রূপ অনন্ত আবর্জ্জনা অতিক্রম করিয়া ভাষায় এক নব তীব্রস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা দেখিয়া কি দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এত ক্রোধ, এত দুর্ব্বাক্যবহ্নি এত কোপানল? তাহাতেই বনের পাখীর সুমধুর ক্রন্দন,--

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'!

বিহঙ্গ! তুমি বড় সুখী! তোমার সুখে তোমার অনন্ততৃপ্তিতে, অতৃপ্তির লেশমাত্র নাই। জাগতিক সুখে দুঃখ আছে, জাগতিক অমৃতে হলাহল আছে, কিন্তু তোমার ঐ অনন্ত সুখে দুঃখের লেশমাত্র নাই। পার্থিব অনন্ত কার্য্যে লোকের মন বিচলিত হয়, নানা অধৈর্য্যের প্রবল স্রোত মানব-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটায়, কিন্তু তোমার সুখে—তোমার অনন্ত আনন্দে কেহ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না! পক্ষী! তোমার সুখে, তোমার লাবণ্যময় আবাসস্থানে, তোমার ঐ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আলয়ে, পার্থিব অপার সন্তাপ-দুঃখ-কষ্ট-জরাব্যাধি-বহির্ভূত স্থানে একবার মানবের অনন্ত ক্রন্দন বহন কর।

কবি-কল্পনার অপূর্ব্ব আকর, দার্শনিকের প্রিয়তম সখা! একবার চোখ্ গেল—চোখ গেল' রূপ অপূর্ব্ব ক্রন্দনে সংসার-জ্বালাতপ্ত মানব-মনে অমৃতসিন্ধু উচ্ছলিত কর; একবার ঐ উন্মাদকণ্ঠের উন্মাদসঙ্গীতে মনুষ্যের দুঃখ-জ্বালাব্যাধি রূপ অনন্ত উন্মত্ততা মুক্ত কর; একবার ঐ গগনকোলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কবিত্বহীন মানব-মনে অনন্ত কবিত্বশক্তির অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত কর। একবার ঐ গগনসিন্ধুবক্ষে সন্তরণ করিতে করিতে পার্থিব বিদ্যায় বিদ্বান্, পার্থিব বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান্ মানব-মনে জ্ঞান বুদ্ধির অনন্ত আলোক বিতরণ কর। একবার তোমার ঘৃণিত পৃথিবীস্থিত যাবতীয় বস্তুর পথপ্রদর্শকরূপে উড়িয়া উড়িয়া, বিশ্ববিমোহন বিজয়-নিশান উড্ডান কর। ঐ শুন, আবার নীলাম্বর পরিহিতা অম্বররাণীর

ভাষাদিগন্ত-বিস্তৃত ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে করিতে, স্বর্গীয় বিহগের জাগতিক বহির্ভূত অমিয়কণ্ঠ,—

'চো...খ্ গেল, চো...খ্ গেল'।

হায়! যদি সঙ্গীতজ্ঞ হইতাম, তাহা হইলে ঐ স্বরবিশারদ বন-বিহঙ্গমের সুধাসিক্ত সুরলহরী-মালার একটি স্বরলিপি প্রস্তুত করিতাম। যদি ভাবময় কবির ন্যায় ভাবরসে আপ্লুত হইতাম, তাহা হইলে কবির ভাষায় বিহগপ্রতি উদাস-নয়ন নিক্ষেপ করতঃ হৃদয়োচ্ছ্বাসে গাহিতাম :—

We look before and after,
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those that tell of
saddest thought.

মানব জীবন।

—00—

Tell me not in mournful numbers
Life is but an empty dream;
For the soul is dead that slumbers
And things are not what they seem.
Life is real life is earnest,
And the grave is not its goal;
Dust thou art to dust returuest,
Was not spoken of the soul,
Let us then be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving still pursuing,
Learn to labour and to wait.

Longfellow.

All the world's a stage
And all the men and women are merely players
They have their exists and entrances
His acts being seven ages.

Shakespear

"Fallen, as Napoleon fell." I felt my cheek
Alter to see the shadow pass away
Whose grasp had left the giant world so weak,

Man who man would be
Must rule the empire of himself; in it
Must be supreme, establishing his throne
On vanquished will, quelling the anarchy
Of hopes and fears, being himself alone.

Shelley.

জনকোলাহল নিস্তব্ধ হইল। দিবসের পরিশ্রমের পর পৃথিবীস্থিত স্থাবর জঙ্গম প্রতি বস্তু নীরবাকার ধারণ করিল। সারাদিন প্রখর সূর্য্যাতাপে তাপিত জঠরজ্বালায় ব্যথিত কৃষক আনন্দোচ্ছ্বাসে কুটিরপ্রাঙ্গণে অন্নব্যাঞ্জনপূর্ণ-মৃত্তিকাপাত্র সম্মুখে স্থাপন করিয়া, সন্তান-সন্ততির কষিত কাঞ্চনসম বদনমণ্ডলে ধীর নেত্রপাতে রত। দিবসের কর্ম্মজীবনান্তে ক্লান্ত দেহে স্বামী গৃহে প্রত্যাগত। বিশ্রামার্থে শয়ন সজ্জিত। নিদ্রা-নিমীলিত নেত্র। দিবসের সম্পাদিত কার্য্যাবলী একে একে স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থবোধশূন্য হইয়াও অভ্যাসপ্রযুক্ত সন্ধ্যামন্ত্র জপ করিতে করিতে মৃতবৎসা গাভীর চিন্তায় রত! সন্ধ্যার কাল ছায়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া পৃথিবীকে কৃষ্ণাবরণে আবৃত করিল। অদূরে দেবার্চ্চনায় সায়ংকালীন শঙ্খ-ঘণ্টার গম্ভীর নিনাদ শ্রুত হইল। এক-দুই-তিন করিয়া অনন্ত তারাফুলগুলি অনন্ত আকাশোদ্যানে প্রস্ফুটিত হইল। নক্ষত্র কিরণ উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর হইল। অস্পষ্ট কিরণমালী চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিল। এমন সময় জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত জ্ঞানবৃদ্ধ একবার নক্ষত্রবিভূষিত গগনমণ্ডলপ্রতি ক্লান্ত নয়ন স্থাপন করতঃ, আর একবার জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-আলোকিত শ্যামলদূর্ব্বাদল-শোভিত পৃথিবীপানে দৃষ্টিপাত করিয়া, কপোলদেশে হস্ত স্থাপন করতঃ চিন্তাক্লিষ্ট মনে উপবিষ্ট। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মনের এক

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত। কিন্তু প্রকৃতি-সতীর বীণার অমিয়মধুর তানে বৃদ্ধের মন একতান হইল না। তিনি স্থূলজগৎবহির্ভূত কোন এক সূক্ষ্ম-জগতে প্রবেশ করিয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধ জাগ্রৎস্বপ্নে মগ্ন। চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইল—

প্রথম স্বপ্ন।

মোহান্ধ মানব! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর। ঐ যে হাস্য-ক্রন্দন, হর্ষ-দুঃখ সঙ্গীত-অশ্রু, যৌবন-বার্দ্ধক্য, জরাব্যাধি, শান্তি-সুখপূর্ণ উদ্যান, উহার প্রতি তোমার ঐ সংসারামোদে লিপ্ত নয়ন নিক্ষেপ কর। ঐ যে সুন্দর শিশু মুকুতাদন্তপাটী বিকাশ করিয়া হাস্যরূপ রজতরশ্মি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে, ধীর প্রকৃতি মাতৃপ্রতি উদাসনয়ন নিবিষ্ট করিতে করিতে, মাতৃস্তন্যের অনুপম সুধা পান করিতেছে, উহার ঐ সুন্দর বদনে একবার তোমার ভাবহীন মন স্থাপিত কর। নবনীত-বদন! তপ্তকাঞ্চনাভা শ্রী! নানারূপ চিন্তায় উহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক পূর্ণ।

বালুকাময় তট। তরঙ্গের প্রচণ্ডাঘাতে অনেক স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বালক-বালিকা ক্রীড়ারত। বালক একবার সুনীল সুদূর গগনপানে তাকাইতেছে। আর এক একবার নীল তরঙ্গায়িত সাগর-পানে তাকাইতেছে। একবার ক্রমোদিত তারকাবলী গণনা করি-তেছে। একবার শ্বেতপক্ষ বিস্তারে ধাবিত বাণিজ্যপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। বালক সর্ব্বদাই কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত। বর্ণপরিচয় অজ্ঞাত। তথাপি যে স্থানে যে পুস্তকখণ্ড প্রাপ্ত হয়, সংগ্রহ করিয়া বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দুজনে একত্রে বালুকারাশি দ্বারা এক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। বালিকা এই গৃহের গৃহকর্ত্রী। বালক

সঙ্গিনীকে নানাবিধ গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গৃহকর্ত্তার আসনে উপবিষ্ট। কবি! একবার কবি-লেখনীর অমৃত-ময়ী-গাথা স্মরণ কর—

Child is the father of a man.

দ্বিতীয় স্বপ্ন।

ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক—বিদ্যালয়ে উপবিষ্ট। বালকের সে মুখশ্রী সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইলেও, সে কমনীয়তা নাই। অনন্ত মাধুর্য্যপূর্ণ গগন পূর্ব্বেও যেরূপ, অদ্যও সেরূপ; কিন্তু বালক তাহাতে আনন্দ পায় না। অনন্তসলিল সাগর পূর্ব্বেও যেরূপ অদ্যও সেরূপ, কিন্তু বালকের মন তাহাতে মুগ্ধ নহে। বালক শিক্ষককে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। শিক্ষক নিজকার্য্যে নিযুক্ত। তিনি প্রথমতঃ বালককে বালক বলিয়া উপেক্ষা করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বিদ্যাবহির্ভূত কোন প্রশ্নের উত্তর কিরূপ করিয়া দিবেন? শিক্ষকের কঠোর উপদেশ, তাঁহার মনমত শিক্ষাপ্রণালী বালকের মন জয় করিতে পারে না। পুস্তকভারাবনত বালক বিদ্যালয়ে যায়, আবার গৃহে প্রত্যাগমন করে। বালক ধর্ম্মভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে বড় ভালবাসে। যথায় ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হয়, ধর্ম্মস্তুতি পঠিত হয়, বালক তথায় তাহা নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। এইরূপ করিয়া বাল্যকাল বাল্যজীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইল।

তৃতীয় স্বপ্ন।

প্রেমোৎফুল্ল যুবক—শূন্যমনে কাহার উদ্দেশে চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে জগৎকে শূন্য বোধ করিতেছে। সংসার নানা কার্য্যরাশিতে পূর্ণ, কিন্তু যুবকের মন তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। যেন সংসার হইতে কিছু পলায়ন করিয়াছে, কিছুর যেন অভাব সর্ব্বদা সে অনুভব করিতেছে। চিন্তাযুক্ত মনের ভাবরাশি অফুরন্ত। যুবক আপন চিন্তায় নিশাদিন মগ্ন। পৃথিবীর

নানা ভাব—নানা সৌন্দর্য্য তাহার ভাবুকহৃদয় পরিপূরিত। ভাবময় জগতের যাবতীয় ভাব যুবক-হৃদয়ে কোনটা পরিস্ফুট—কোনটা অপরিস্ফুট রূপে মুদ্রিত।

চতুর্থ স্বপ্ন।

কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে কর্ম্মবীর জগৎকে কর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়াছে। শত্রুর ঘন ঘন আক্রমণ। বিপক্ষের তীব্র আস্ফালন। সর্ব্বজগতের সর্ব্বলোক যদি একত্রে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও তাহার প্রবল শক্তি প্রত্যেক মানবকে কোন না কোন সময়ে পরাজয় করিবে। ঘন ঘন অশনিপাত। প্রবল বৃষ্টি মূষল-ধারায় পতিত। বিজলী-আলোকে গগন-প্রান্তর আলোকিত। আগ্নেয়াস্ত্রের বজ্রগম্ভীর ধ্বনি। কিন্তু কর্ম্মবীরের কর্ম্মস্রোত কে নিবারণ করিবে? উন্নতমস্তক পর্ব্বতও নত হইতে পারে; সলিল-বিপুল সাগর মৃত্তিকা-নিম্নে গমন করিতে পারে। কিন্তু কর্ম্মযোগীর কর্ম্মস্রোত রুদ্ধ হইতে পারে না। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম! পৃথিবী নিদ্রার স্থান নহে, পৃথিবী কর্ম্মের স্থান। পুঞ্জ পুঞ্জ কর্ম্মে কর্ম্মযোগীর জীবন পরিপূর্ণ। চিন্তার অবসর নাই। যশ-মান-প্রতিপত্তির তীব্র আস্ফালন। জীবন জলস্রোতে ভাসিয়া যাউক, অসহ্য লোকগঞ্জনা চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত হউক, কর্ম্মবীর সে জন্য কাতর নহে। যশ-সম্মুখে কর্ম্মবীর সকল বস্তু বিসর্জ্জন করিতে পারে।

পঞ্চম স্বপ্ন।

কর্ম্মবীরের কর্ম্মস্রোত হ্রাস পাইয়াছে। উজ্জ্বল বর্ণ, কিছু মলিন হইয়াছে। দীর্ঘ কার্য্যক্ষম দেহ কিছু অবনত হইয়াছে। জগৎ এখন আর কল্পনাগার নহে। সকল কল্পনাবলী এখন আর কার্য্যে পরিণত হয় না। মানব, জীবনের এ ক্ষেত্রে জগৎকে সমালোচকের

তীব্র নয়নে পর্য্যবেক্ষণ করেন। তীব্র মন্তব্যে কঠোরতা নীতির সম্মুখে অফুরন্ত কর্ম্মস্রোতের অনেক ক্রিয়াবলী এখন ভ্রমময় বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। কঠোর নীতি, কঠোর উপদেশ লইয়াই জগৎ গঠিত। দীপ্তি-সম্পন্ন চক্ষু কঠোরতায় পূর্ণ। কর্ম্মজীবনে, ভাবময় যৌবনে চাক্ষুষদৃষ্টি একরূপ ছিল। কিন্তু যৌবনের সে কমনীয়তা, সে প্রখরতা কর্ম্মজীব-নান্তে অন্যরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে। এখন নীরস, কঠোর বিশুষ্ক।

ষষ্ঠ স্বপ্ন।

ঐ দেখ, মানব বৃদ্ধদশায় উপনীত। কোটরগত চক্ষু, লোল চর্ম্ম। যে চক্ষু একদিন জগৎকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম দেখিত, যে চক্ষু একদিন পুস্তকের পর পুস্তকাবলী পাঠ করিতে কোনরূপ কষ্টকর কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিত না, সে চক্ষুর সে দৃষ্টি এখন হীন হইতে হীনতর হইয়াছে। যে স্বর গাম্ভীর্য্যে একদিন জগৎস্থিত প্রত্যেক বস্তু মস্তক অবনত করিত, সে স্বর-গাম্ভীর্য্য এখন বালকের মৃদুস্বর অপেক্ষাও মৃদু হইয়াছে। কিন্তু বালকের মৃদুস্বর অভ্যন্তরে কেমন এক মাধুর্য্য বিরাজ করে, বৃদ্ধের স্বরে সে মধুরতা নাই! প্রাণহীন—নিস্তেজ মৃদুস্বর। কিন্তু বাল্যকালে বালকের একরূপ, আর বার্দ্ধক্যে বৃদ্ধের বালকতা অন্যরূপ।

বাল্যকালে শিশু স্বাবলম্বন কাহাকে বলে, জানে না। মাতৃক্রোড়ে নিশাদিন যাপন করে। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে। মাতা তাহার কল্পনাস্রোত বৃদ্ধি করতঃ আকাশের গল্প করেন। বৃদ্ধও বালকের ন্যায় অসহায়। একস্থানে উপবেশন করিয়া বৃহৎ পরিবারের সন্তান-সন্ততিতে একত্র থাকেন। বালক আকাশের গল্প শ্রবণ করে, বৃদ্ধও পণ্ডিত মণ্ডলীর চিন্তা মস্তকে স্থাপন করতঃ আকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করেন। বালক সরল। সরলমনে সংসারকে শূন্য বোধ

করে। কোন চিন্তাই স্থায়ীরূপে তাহার মস্তকে স্থান পায় না। বৃদ্ধও সরল। সংসারের নানারূপ ক্রিয়াবলী তিনি জ্ঞাত। বিবিধ ভাষা, জ্ঞান বিজ্ঞান, বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার অধীত। বৃদ্ধ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে সক্ষম। সকল বিষয়, সুগমই হউক আর দুরূহই হউক, বৃদ্ধ তাহার উত্তর দিতে সক্ষম।

বালকের মন সর্ব্বদা হাস্যময়। বালক—কি করিতে হয়, সে বিষয় অজ্ঞাত। সংসারে কি জন্য আসিয়াছে, অনন্ত কার্য্যস্রোতময় মানব-জীবনে কার্য্য কতদূর হইয়াছে, এ সকল চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় না। বৃদ্ধ ঐ সকল সম্পূর্ণ জ্ঞাত। কর্ম্মজীবনে, যৌবনে, কর্ম্মজীবনান্তে জীবনের কার্য্যাবলী একরূপ শেষ হইয়াছে। শিশু দন্তবিহীন, বৃদ্ধও দন্তবিহীন। ধাতৃক্রোড়ে শিশু একরূপ দৃষ্টিহীন ; দৃষ্টি অধিক দূর অগ্রসর হয় না। উজ্জ্বলালোক শিশু-চক্ষু আঘাত করে। বৃদ্ধও একরূপ দৃষ্টিহীন। সম্মুখস্থ বস্তু চক্ষুগোচর হয় না। কিন্তু বৃদ্ধ জ্ঞান-চক্ষুতে সম্মুখস্থ এবং দূরস্থ বহু দ্রব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আবার শিশুও সরলতাময় চক্ষে সর্ব্বজগৎকে আপন বলিয়া জ্ঞান করে।

বালক গৃহনির্ম্মাণ করে, আবার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। বৃদ্ধও গৃহনির্ম্মাণ করে ; মৃত্যুকালে সর্ব্বদ্রব্য পশ্চাতে পরিত্যাগ করতঃ, অসার মায়া-সৌধমালা মনোভিত্তি হইতে ভগ্ন করিয়া সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু বালকের মনে তাহার ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র গৃহের চিহ্ন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু বৃদ্ধের মনে ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের রেখা বর্ত্তমান থাকে। কবি গাহিয়াছেন—

The evil that men lo lives after them,
The good is oft interred with their bones.

কিন্তু আমার মনে হয়, মনুষ্যের কীর্ত্তি, সুনাম, যশ, এ সকল

গুণাবলীই বৃদ্ধকে সজীব রাখে। জীবনের কোন দুর্ব্বলতা, চরিত্রের কোন উচ্ছৃঙ্খলতা, এ সকল লোকের মৃত্যুর সহিত অন্তর্হিত হয়।

শুনিয়াছি; কবিবর বাইরণ বড় উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র ছিলেন। ভারতকবি কালিদাসের চরিত্রও বড় দৃঢ় ছিল না। কিন্তু লোকে কালিদাসের চরিত্রহীনতায় কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কবিত্বের অমৃত-উৎসকে হলাহল জ্ঞানে পরিত্যাগ করে না। হায়! কবি-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় সেক্সপীয়র এবং কালিদাসের জীবনী আমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নই। কবি-সরোবরের অমল মরাল অমরকবি বাল্মীকিও শুনিয়াছি দস্যুতায় প্রথম জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন ভারত হইতে শ্বেতদ্বীপের মানববৃন্দ পর্য্যন্ত রামায়ণের সঙ্গীতসুধা পানে লালায়িত ?

কবিবরের উক্তি আন্‌টনীর বক্তৃতায় শ্রুতিমধুর হইতে পারে ; কিন্তু সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে।

অকস্মাৎ স্বপ্ন শৃঙ্খল ভগ্ন হইল। কপোল হইতে হস্তদ্বয় পতিত হইল। কে যেন গম্ভীর নিনাদে কর্ম্মজগৎকে জাগরিত করিয়া দার্শনিকের ভাষায় গাহিলেন—

> Fame is the last spur which clear mind doth raise
> The last infirmity of noble mind.
> To scorn bisure and live laborious days.

স্বপ্নোত্থিতপ্রায় জ্ঞানবৃদ্ধ অনন্ত চিন্তা-পদাঘাত করিয়া নবজীবনে দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ধ্যা বহুকাল অতীত। দ্বিযাম। রাত্রি প্রকৃতি কর্ম্মলোকে আলোকিত। চন্দ্র কর্ম্মস্রোতে নিমজ্জিত। বায়ু অনন্ত কর্ম্মভার ধারণ করিয়া কর্ম্মান্বেষণে ধাবিত।

ঐ যে পদতলের অনন্ত বালুকা, উহা ধীর স্থির নহে। আর ঐ যে মস্তকস্থিত অনন্ত নক্ষত্র, উহারাও কর্ম্মস্রোতে নিত্য ভাসমান। পার্থিব

কোন পদার্থেরই ধ্বংসসাধন হয় না। মানব আত্মা অবিধ্বংসী এমন কি মানব শরীরও তদ্রূপ।

ধীরে ধীরে জ্ঞানবৃদ্ধের চিন্তাজ্বর অঙ্গ হইতে ত্যাগ পাইল। বৃদ্ধের মনেও নব জীবনের আবির্ভাব সহ জীবনীশক্তির মহান্ অনু প্রবেশ করিল। দূরে সুধাকর-কিরণব্যাপ্ত অনন্ত নীলাকাশ-ক্রোড়ে "চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল" রূপ দিগুন্মাদক রবে পাপিয়া সন্তাপক্লিষ্ট মানব-মনে অমিয়রাশি বিতরণ করিতে করিতে খরবেগে ছুটিয়া গেল।

সময়।

Unlike the tide of human time,
Which though it change in ceaseless flow,
Retains each grief, retains each crime
Its earliest course was doomed to know;
And, darker as it downward bears,
Is tained with past and present tears.

Scott.

Where art thou, beloved To-morrow?
When, young and old and strong and weak,
Rich and poor, through joy and sorrow,
Thy sweet smiles we ever seek,
In thy place-ah well-a-day!—
We find the thing we fled-To-day.

Shelley.

Unfathomable sea, whose waves are years!
Ocean of time whose waters of deep woe
Are brackised with the salt of human tears!
Thou shoreless flood which in they ebb and flow
Claspest the limits of mortality.
And seek of pray yet howling on for more,
Vomitest thy wrecks on its inhospitable shore!
Treacherous in calm, terrible in storm,
Who shall put forth on thee,
Unfathomable sea?

Shelley.

সময় পিক বসন্ত-বায়ু আন্দোলিত কুঞ্জকানন কুহুরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। সময়ে চাতক "ফটিকজল" "ফটিকজল" রূপ অমিয়তানে

গগনপ্রান্তর আমোদিত করিল। সময়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উদয়-অস্ত সম্পাদিত। সময়ে শশধর গগনের অনন্ত বিস্তারে উদিত। সময়ে ঝঞ্ঝাবাত তুফান—বহুদিনব্যাপী প্রাকৃতিক নানা দুর্য্যোগ সম্পাদিত। সময়ে সবিতৃদেব গগনপটে উদিত। খণ্ড সময়ও এক অনন্ত সময়-সাগরে মগ্ন।

মানব অদ্য মহাযাত্রার পথের পথিক না হইয়া কল্য হইলেও পারিতেন। পথিক যাত্রা করিতেছে। দুর্গম পথ। অনন্ত কণ্টকে গন্তব্য পথ পরিবৃত। বিশ্রাম নাই। ক্লান্তি বোধ হইলেও বিশ্রাম-লাভের অবসর নাই। অনন্ত সময়। অনন্ত পথ। সময় কি মনুষ্যের দাস? না মনুষ্য সময়ের দাস? সময় ও মানবজীবনের মধ্যে সর্ব্ব-সময়ে এক মহাদ্বন্দ্ব বিরাজিত। কোন সময় মানব সময়বিজয়ী হইয়া সময়কে উপহাস করেন; আবার কোন সময় মানব সময় কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া সময়কে ভীতিচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করেন। সময় ভাসিয়া যাউক, মানবের সে দিকে দৃষ্টিপাত নাই। সময়ের প্রলোভনে মত্ত হইয়া মানব চিন্তা করিতেছেন—সময়ত আমার দাস। অদ্য হইল না, কল্য হইবে; কল্য হইল না, পরশ্ব হইবে। অদ্য কল্য পরশ্ব করিয়া সময় কালস্রোতে মিশিয়া গেল। আমার কার্য্য যেরূপ—সেইরূপই রহিল। অদ্য মনে করিয়াছিলাম, কার্য্যের এক অংশ সম্পাদন করিব। তৎক্ষণাৎ মনে হইল, সময়ত, আমার দাস, কল্য করা যাইবে। অদ্য পলায়ন করিল। অদ্যের অবসানে কল্যের সৃষ্টি হইল। অদ্য এই কার্য্য করিব। আবার কল্য আসিয়া অদ্যকে গ্রাস করিল। অদ্য এই কার্য্য করিলাম, এইরূপ করিয়া বহু অদ্যের অন্তের অন্তে এক বৃহৎ কার্য্যের অধিকারী হইলাম। মানবজীবন কি কতকগুলি 'অদ্য'-সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত নহে?

* দিন যায়, এক গত কল্য উপস্থিত ; দিন যায়, আর এক গতকল্য উপস্থিত। এইরূপ গতকল্যে দ্বারা মানবের অতীত জীবনী গঠিত। অদ্য-সমষ্টি সন্তরণ করিতে করিতে মনুষ্য জীবন-সাগরের প্রান্তসীমায় বিলীন হইবে।

আর গতকল্য-সমষ্টি—অর্থাৎ অতীত জীবনই অনন্তে লীন হইবে। এইরূপ অদ্য-কল্যের সমষ্টিতে মানবজীবন গঠিত। যে মানব সময়কে যত অবনত করাইয়া সময়জয়ী হইতে পারেন, তিনি তত কার্য্যরাশিতে মানবজীবনের সফলতা লাভ করেন। অবশ্য সৎকর্ত্তব্যের কথাই এস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কি কারণে নেপোলিয়নের এত প্রতাপ ? কি কারণে, রাজ্যের পর রাজ্য—ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, মিশর ইত্যাদি করিয়া প্রায় সমগ্র ইউরোপ এবং আফ্রিকার কতকাংশ তাঁহার পদানত হইল ? কি কারণে ইউরোপস্থিত ব্রিটনাধিকার ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিল ? কি কারণে এসিয়াস্থিত ব্রিটনাধিকার পর্য্যন্তও তাঁহার প্রতাপে কম্পিত

* এই গতকল্য এবং আগামী কল্য অবলম্বনে লর্ড ম্যাক্‌বেথ লেডিম্যাক্‌বেথের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে যে খেদোক্তি করিয়াছিলেন, সেই কয়েকটী পংক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to-day,
To the last syllable of recorded time ;
And all our Yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow, a poor player,
That stouts and frets his hour upon the stage,
And them is heard no more ; it is a tale
Told by any idiot full cf sound and fury !
Signifying nothing."

হইল? বস্তুতঃ ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, "ক্ষুদ্র সৈনিক" জানিতেন, কিরূপ করিয়া সময়ের অধিকারী হইতে হয়, বিশ্বাসঘাতক সময়কে কিরূপ করিয়া পরাজয় করিতে হয়। জগৎস্থিত প্রত্যেক মানব নেপোলিয়নের অপূর্ব্ব কার্য্যশক্তিতে অপূর্ব্ব কৌশলে, অপূর্ব্ব কার্য্য-সফলতায় তাঁহাকে এক বিশেষ সৌভাগ্যবান পুরুষ বলিয়া জানিতেন। যে কার্য্য নেপোলিয়ন একবার করিতে প্রস্তুত হইতেন, সে কার্য্যের সম্মুখে কোন ব্যক্তিও দণ্ডায়মান হইতে পারিত না। শুনিয়াছি, নেপোলিয়ন নাকি ভাগ্য গণনা করিতে পারিতেন। শুনিয়াছি নেপোলিয়নের ভাগ্যের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। যাহা হউক, তিনি কখনও যদি ভাগ্য মানিয়া থাকেন, তাহা হইলে সুকৃতির ফলকেই ভাগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, অপূর্ব্ব কার্য্য-কৌশলে শত্রুসৈন্য পরাজিত হইবে। অপূর্ব্ব কৌশল কার্য্যে পরিণত হইতে পারে; কার্য্যে পরিণত হইয়াও অনেক সংগ্রামে জয়লাভও হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বলিতে পারিতেন, এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী তাঁহার পক্ষে বিরাজ করিবেন। কবি আশাকে মায়াবিনী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আশা লোককে মোহিত করে। আশা মানবকে দুরূহ কার্য্য সাধনে সক্ষম করে। যাহার মনে উচ্চাশা নাই, সে কিরূপ করিয়া মানুষ হইবে?

জগৎ উন্নতিশীল। জগতে যে সকল সত্য এক সময়ে Real truth নামে বিবেচিত হইত, যথা আকাশের গুণ শব্দ; তড়িতের নানাবিধ গুণের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়া এখন Verbal truth বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ করিয়া মনুষ্যের চিন্তাশক্তি যত বৃদ্ধি পাইবে, মানব উন্নতিমার্গে শনৈঃ শনৈঃ ততই আরোহণ করিবে; ততই Verbal truth এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

কবি সাময়িক মনোদুঃখে নিজ জীবনের কিছু আভাষ দিয়া আশার

বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবির যদি অত বড় উচ্চাশা না থাকিত, তাহা হইলে তৎসাময়িক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কিছুতেই হইতে পারিতেন না। এই উচ্চাশার বশবর্ত্তী হইয়া নেপোলিয়ন পৃথিবীবিজয়ে অভিলাষী। যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অধিকারের পর অধিকার, বীর-পরাজয়ের পর বীর-পরাজয়ে নেপলিয়নের জীবনী পরিপূরিত। ঐ দেখ জগৎবিজয়ী নেপোলিয়ন্ দূরবীক্ষণ যন্ত্র চক্ষে সন্নিবেশিত করিয়া ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। ভীষণ সংগ্রামে ইংরাজের জয়লক্ষ্মী প্রায় অন্তর্হিত হইল। নেপোলিয়ন্ চিন্তা করিতেছেন, জয় আমার করতলগত—সময়ত আমার দাস। অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন। দুই ঘণ্টা মাত্র সময়। এই দুই ঘণ্টার জন্য নেপোলিয়ন্ যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। ‡ যদি যুদ্ধ দুই ঘণ্টা অগ্রে আরম্ভ করা হইত, তাহা হইলে ব্লুচারের সৈন্যদল নেপোলিয়নের যুদ্ধ জয় করিবার অনেক পশ্চাতে আসিত। আর এক ঘণ্টা বিলম্বে আসিলেই ব্লুচার ওয়েলিঙ্টনকে পরাভূত দেখিতেন। যদি এই দুই ঘণ্টা সময়-জয় হইত, যদি ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়ন্ এই দুই ঘণ্টা মাত্র সময় করতলগত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ওয়াটারলুর যুদ্ধও জয় করিতে পারিতেন; ইংলণ্ড জয়ও হইত; তৎসহিত জগতের অবস্থাও সম্পূর্ণ বিপরীত হইত।

কবি সময়ের সহিত নদীস্রোতের তুলনা করিয়াছেন। নদীস্রোত যেরূপ খরবেগে প্রবাহিত হয়, সময়ও তদ্রূপ খরবেগে প্রবাহিত হয়।

---

‡ New an hour of delay. as the Prussian general, Muffling declares, and Blucher would not have found Wellington in position ! the battle was lost ; Had the action been commenced two hours earlier, it would have been finished at four o'clock, and Blucher would not have fallen upon a field already won by Napoleon.

(Victor Hiugo).

কিন্তু নদী স্বভাব-প্রণোদিত হইয়া জলহীন ভূমিকে সজল করে, অনুর্ব্বরা ভূমিকে উর্ব্বরা করে। কিন্তু সময়কে তাহার স্রোত অবলম্বন করিতে দিলে, অনন্ত কালে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তে বিলীন হইবে। সময়ে সময় মত কার্য্য না করিলে, কিছুতেই সুফল ফলিবে না। অবিশ্বাসী সময় বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিবে। সময়ে বীজ মৃত্তিকায় বপিত হইল, সময়ে অঙ্কুরিত হইল, সময়ে বৃক্ষোদ্গম হইল, সময়ে বৃক্ষ মুকুলিত হইল, সময়ে পুষ্পগুচ্ছ মানব-মন হরণ করিল, সময়ে ফল পক্ক হইয়া মানবগণের তুষ্টি সম্পাদন করিল।

ঐ দেখ, অনন্ত সময়কে বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত কাল অনন্তে ধাবিত।

অনন্ত বারিরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত বারিধি অনন্তে ধাবিত।

অনন্ত নীল-লাল-হরিৎ মেঘরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্ত অম্বর অনন্তে ধাবিত।

অনন্ত পশু পক্ষী তৃণ-লতাদি ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহে পরিবৃত হইয়া অনন্তে ধাবিত।

অনন্ত বায়ু প্রাণ, সমান, ব্যান, নাইট্রোজেন, অক্সিজন্ প্রভৃতি অনন্ত বায়ু বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্তে ধাবিত।

অনন্ত স্থূলজগৎ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্থূলজগৎ অনন্তে ধাবিত।

অনন্ত সূক্ষ্মজগৎ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সূক্ষ্মজগৎ অনন্তে ধাবিত।

অনন্ত স্থূলজগৎ এবং অনন্ত সূক্ষ্মজগতের একত্র সমষ্টিতে এই মানব-জগৎ, মানবেতর এবং মানবোর্দ্ধজগৎ অনন্তে ধাবিত।

অনন্তে মগ্ন অনন্ত কাল-স্রোতের তীব্র স্রোত কে নিবারণ করিতে পারে।

অধ্যয়ন।

—*—

Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones, and good in everything
I would not change it.

Shakespear.

Divine philosophy!
Not harsh and crabled as dull fools suppose,
But musical as is Apollo's lute,
And a perpetual feast of nectar'd sweets
Where no crude surfeit reigns.

Milton.

My days among the dead are passed,
Around me I behold
Where'er these casual eyes are cast,
The mighty minds of old;
My never-failing friends are they,
With whom I converse day by day.

Southey.

কবিত্বের পীযূষভাণ্ডার কোমাস অথবা জ্বলন্ত সতীত্বরূপিণীর জয় এবং ভ্রষ্ট চরিত্রের দণ্ড বর্ণিত গ্রন্থে বীরকবি মিল্‌টন্‌ অমৃতকণ্ঠে অধ্যয়নের অপরূপ স্তুতি গাহিয়াছেন। জগতে অজ্ঞ মানবেরাই অধ্যয়নকে উপেক্ষার চক্ষে অবলোকন করে; প্রকৃত মানবের অধ্যয়ন সামগ্রী বহু পরিমাণে চতুর্দ্দিক্‌ ব্যাপৃত আছে। মানব! একবার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন

কর, দেখিবে জগতে প্রত্যেক সামগ্রী—সামান্য তৃণলতাদি হইতে অত্যুচ্চ হিমালয়ের রজত ধবল ধবলগিরি পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রকায়া তটিনী হইতে অনন্ত-সলিল বিপুল জলনিধি পর্য্যন্ত, মৃত্তিকা-কীট-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরু-লতা হইতে খদ্যোৎকূল-পরিবৃত মহীরূহ পর্য্যন্ত, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের প্রত্যেক দ্রব্য তোমার সম্মুখে এক এক অধ্যয়নের বিষয় উপস্থিত করিবে। তোমার কবি-কল্পনা-সুধাতৃপ্ত নয়ন প্রত্যেক বস্তুতে এক অভিনব পদার্থ অবলোকন করিবে, এবং প্রত্যেক দ্রব্য হইতে এক অভিনব অধ্যয়ন-সুখ অনুভব করিবে। তোমার পাঠামৃততৃপ্ত চক্ষু নিশীথ সময়ে বিহঙ্গমকূল-মুখরিত তপোমগ্ন বৃক্ষাবলীর স্বন্ স্বন্ শব্দে এক অভূতপূর্ব্ব—পার্থিব বিবিধ ব্যাকরণ-অভিধান-অগোচর এক নূতন ভাষা শিক্ষা করিবে! কুল্ কুল্‌রবে দুইকূল-নাদিনী তপস্বিনী স্রোতস্বিনীর উন্মাদকণ্ঠে এই জাগতিক পুস্তকাগার-বহির্ভূত পুস্তক পাঠ করিবে। খণ্ড খণ্ড প্রস্তরমালা-পরিবৃত পর্ব্বতনিস্তব্ধতায় এক পবিত্র মধুর, করুণ ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইবে! গুণ্ গুণ্ গুণ্ অলিগুঞ্জন-ঝঙ্কারিতা হাস্যময়ী উদ্যানরাণীর কোমল ক্রোড়ে গোলাপবালার সুমধুর দেহকম্পনে জাগতিক প্রকৃতি-উপাসকের অগোচর কোন এক কবিত্বপ্রস্রবণে স্নান হইবে। সীতাগমন-ভীত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিপীলিকার ধনসঞ্চয়ে পার্থিব অর্থবিজ্ঞান-বহির্ভূত কোন এক অর্থনীতি শিক্ষা করিবে। শ্রেণীবদ্ধ পিপীলিকার অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশলে যুদ্ধশাস্ত্র-বহির্ভূত কোন অপূর্ব্ব যুদ্ধনীতি শিক্ষা করিবে। ক্রৌঞ্চমিথুনের অপূর্ব্ব প্রণয়ে পার্থিব সমাজনীতির অগোচর এক মধুর দাম্পত্য প্রেমবার্ত্তা শ্রবণ করিবে! চাতকের অপূর্ব্ব সন্তান পালনে নীতিশাস্ত্র অগোচর এক মধুর সন্তানপালননীতি শিক্ষা করিবে। জগতের প্রত্যেক দ্রব্য—স্থূল সূক্ষ্ম প্রত্যেক বস্তুই তোমার অতৃপ্ত অধ্যয়ন-লালসা পরিতৃপ্ত করিবে।

মনুষ্যসমাজ-বহির্ভূত স্থানে, যে স্থানে লোক লোকের নিকট নিজ মনোভাব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; মানবের অতৃপ্ত অভিলাষ মনে রহিয়া যায়; যে স্থানে মানবের হৃদয়-নিহিত ভাবমালা বাক্যরূপে প্রকাশিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় না; যে স্থানে নানারূপ উদ্বেগ-আশঙ্কার তীব্র বহ্নি প্রজ্জ্বলিত, সেইরূপ বিপদ-সঙ্কুল প্রদেশে, আবার ভক্তি ও আন্তরিক স্নেহহীন বাহ্যসৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ জনাকীর্ণ নগরে যদি কেহ বন্ধুত্ব-সুধা পান করিতে চাও, যদি কেহ পরমামৃত পান করিতে চাও, তাহা হইলে অধ্যয়ন রূপ মহাব্রত অবলম্বন কর। যদি প্রিয় হইতে প্রিয়তম বন্ধুর উপদেশ-সুধায় হৃদয়-ক্ষুধা নিবারণ করিতে চাও, তাহা হইলে অধ্যয়ন রূপ মহাব্রত অবলম্বন কর। যদি জ্ঞানী হইতে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দার্শনিকের উপদেশে সংসার-ক্লান্তি অপনোদন করিতে চাও, তাহা হইলে অসীম পুস্তক-সিন্ধু মন্থন কর। জীবনকালব্যাপী অধ্যয়নব্রত অবলম্বন কর। বিজ্ঞান গুরু জগৎ-প্রণম্য নিউটনের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া তোমার জ্ঞানগর্ব্বিত মন ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া যখন বলিতে সক্ষম হইবে "আমি বালকের মত সমুদ্রকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি; জ্ঞানার্ণব আমার সম্মুখে অক্ষুন্ন রহিয়াছে" তখনই তোমার চিরারাধ্য অধ্যয়ন-ব্রতের আংশিক সাফল্য লাভ করিতে পারিবে।

জগতে প্রকৃত বস্তু কি আছে, কি অবলোকন করিয়া মানব জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারে বাস করেন? ঐ যে রজতধৌত গগনমণ্ডলে সুধাকর অনন্ত সুধা বিতরণ করতঃ মানব-মনে অমৃতসিন্ধু উচ্ছলিত করিতেছে; বৃক্ষের পত্রে পত্রে, নদীর তীরে তীরে, প্রান্তরের ধারে ধারে, দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে, ধনীর প্রাসাদে প্রাসাদে অজস্র কিরণ-ধারায় প্রতি মানবের অতি নিভৃততম প্রদেশ, আনন্দালোকে আলোকিত করিয়া, বিস্তীর্ণ

গগনতলে হাস্যরাসি সম্বরণ করিতে না পারিয়া, চতুর্দ্দিগে অনন্ত হাস্যসুধা বিতরণ করিতেছে, মানব ? তুমি কি একবার ঐ সুধাংশু উদ্দেশে কবির অমৃতময়ী ভাষায়—

"গগন সাগরতলে দেখিছ যে দ্বিজরাজে,
দ্বিজরাজ নহে উহা—বিশদ উৎপল ;
আর যে কলঙ্কদাগ ঘেরিয়াছে মধ্যভাগ,
কলঙ্ক নহে ত উহা—ভ্রমরের দল !"

এইরূপ বলিতে চাও না ?

কিন্তু তোমার অধ্যয়ন-উপার্জ্জিত জ্ঞান বহু অগ্রে তোমাকে বিজ্ঞানের জলদগম্ভীর ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিল, চন্দ্রোপরি যে সকল স্থান কৃষ্ণাবরণ ধারণ করিয়া আছে, ও সকল কৃষ্ণাবরণ নহে, ও সকল পর্ব্বত-গুহমালা। আর যে সকল স্থান শুভ্রজ্যোতি মানব-চক্ষু আলোকিত করিতেছে, সে সকল স্থান সাগরসলিলে পূর্ণ। কিন্তু বিজ্ঞানের সে সত্য এখন মিথ্যারূপে পরিণত হইয়াছে, সকল পরিশ্রম নষ্ট হইয়াছে, এক এক দীর্ঘ জীবন বৃথা চেষ্টায় ব্যয়িত হইয়াছে ; এখন আর এক নূতন সত্য—মানব ! তোমার দীর্ঘ অধ্যয়নব্রতের ফলস্বরূপ তোমার সমক্ষে উপনীত। ঐ যে হিমাংশু শশধর গগনোপরি উদিত হইয়াছেন, উহার অভ্যন্তরে শীতলতার লেশ মাত্র নাই। যাবতীয় বস্তু যেরূপ আমরা সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাই, বস্তুতঃ ঐ সকল বস্তু সেরূপ নহে, কবি লঙ্‌ফেলোর এই বাক্যের সত্য হিমাংশু যথাযথ প্রমাণ করিয়া অগ্নিঅংশু চন্দ্র হিমাংশু বিতরণ করিতেছেন !

চতুর্দ্দিকে পুস্তকরাশি সজ্জিত। গভীরা রজনী। লোক-কোলাহল একেবারে বন্দ হইয়াছে। জগৎ নীরব বিভাবরীর অমৃতময় ক্রোড়ে সুষুপ্ত। স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান বৃক্ষশ্রেণী ধরণীর আভরণরূপে

ঘুমন্ত মানবের অজ্ঞাতসারে কাহারও পদপ্রান্তে কি এক মহাভাবে আবিষ্ট! জ্ঞানযোগী মহাপবিত্র অধ্যয়ন-ব্রতকে জীবনের সারব্রত মনে করিয়া, পুস্তকাগাররূপ দেবমন্দিরে পুস্তকরূপ পরমদেবের উদ্দেশে এক মহাসাধনায় নিমগ্ন হইয়া পাশ্চাত্য দেশীয় বিখ্যাত কবির ন্যায় সুধাকণ্ঠে বলিতেছেন—অতীত ভুবনবিখ্যাত মৃত মহাত্মাদের সহিত আমার জীবন-ব্যয়িত; ঊর্দ্ধে, অধে, চতুর্দ্দিকে, যথায় এই চক্ষু বিক্ষেপ করি, তথায় পুরাকালের মহাত্মাদের সহিত এক মহাসখ্যসূত্রে আবদ্ধ হই। পার্থিব বন্ধু তোমার সহিত কপটাচরণ করিতে পারে; রহস্যময় জগতের খর-স্রোতে কে কোথায় কোন্ দূরদেশে গমন করিবে, কে বলিতে পারিবে? কিন্তু তুমি তোমার অধ্যয়নব্রতসিদ্ধ ধন হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। যে সকল মহাত্মার কৃতকার্য্যতায় নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছ, আর যে সকল মহাত্মার অকৃতকার্য্যতায় নিজকে অকৃতকার্য্য মনে করিয়াছ, সেই সকল মহাত্মা জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, যখন ভবসাগরে তরণী চালাইতে চালাইতে নিজকে দিশাহারা মনে করিবে, যখন অকূল অনন্ত ঊর্ম্মিমালা সন্দর্শনে ব্যথিত হইবে, তখন তোমাদিগের প্রত্যক্ষে আলোকগৃহ দর্শনরূপ সান্ত্বনাবাণী দান করিয়া সন্তাপক্লিষ্ট মনে আনন্দ-বারি সিঞ্চন করিবে; এবং পরক্ষেও তাহাদের সেই উজ্জ্বল মুখশ্রী, প্রতিভাদীপ্ত কপোলদেশে অগ্নিকণাবর্ষণকারী নয়নদ্বয় সর্ব্বসময়ে এক সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের সামীপ্য অনুভব করিয়া এক এক নবজীবন লাভ করিবে।

একবার তোমার চিরসেবিত পুস্তকাগার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া, এক-বার বিখ্যাত গ্রন্থকারদের সহিত মিলিত কণ্ঠে বল—পুস্তকাগার বস্তুতই এক মহানন্দময় স্থান। ধনী এ স্থানে তাঁহার ধনগৌরবে মত্ত হইতে পারেন না, দরিদ্র এ স্থানে তাহার দরিদ্রদশায় মুষ্টিভিক্ষার্থে লালায়িত

নহে; পৃথিবীর ধন সম্পদে যে সকল পরম রমণীয় বস্তু লাভ হইতে পারে সেই সকল বস্তু তোমার চিরারাধ্য অধ্যয়নব্রতের একাংশ ফলরূপে লাভ করিতে পার। জগৎপূজ্য বিখ্যাত পরিব্রাজক বহুদিনব্যাপী পরিভ্রমণ, কবি সেক্সপীয়রের অপূর্ব্ব সুমধুর দার্শনিক ভাষায় মানবজীবন আলোচনা, মিল্‌টনের গগনস্পর্শী বীরত্বব্যঞ্জক অমৃতস্বরলহরীমালা, কবি-কুলতিলক কালিদাসের অনন্ত মেঘমালাভ্যন্তরে কবিত্বশক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ পরিদর্শন, সিদ্ধর্ষি কপিল, ভারতগৌরব শঙ্করাচার্য্য, ধীশক্তিসম্পন্ন হার্ব্বার্ট স্পেনসার এবং মহামতি মিলের অপূর্ব্ব দার্শনিক ভাবব্যাখ্যা, এ সকল তুমি তোমার চিরারাধ্য অধ্যয়নব্রতের একাংশ ফলস্বরূপ লাভ করিয়া চিরছাত্রব্রতের মহাদীক্ষায় দীক্ষিত হইবে।

আর তুমিও লোক-পরিজ্ঞাত মূর্খ; তুমিও তোমার লোক-পরিজ্ঞাত হৃদয়-অধ্যয়ন-মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন কর; পণ্ডিত, প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের হৃদয়-অধ্যয়ন-মন্দির নানা পুস্তকে, নানা পুস্তকাগারে নানা চিন্তায়, নানা ভাষায় সজ্জিত করে, মন্দির নানাবিধ সুশোভন আভরণে অলঙ্কৃত করে, কিন্তু তুমি সে সকল পাইবে কোথায়? তোমার চিন্তা নাই যে তদ্দ্বারা তোমার মন্দিরের কারুকার্য্য সম্পাদন করিবে, তোমার স্বল্প অধ্যবসায়ে মন্দিরের ঘন ইষ্টক-সন্নিবেশিত দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না, তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি চালনায় মন্দির নানা প্রকোষ্ঠে সুশোভিত হইতে পারে না; তাহা হইলেও, তোমার মন্দির-প্রতি বিদ্বেষভাবহীন মন হৃদয়-অধ্যয়ন-মন্দিরেরবহির্দ্দেশে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না; একবার তোমার ক্ষুদ্র পাঠেচ্ছারূপ তূলিকা হস্তে ঐ সুমোহন মন্দির শ্বেত বরণে বিভূষিত কর; একবার হৃদয়ের অতৃপ্ত লালসা পূরণ করিতে সচেষ্ট হও।

চিত্রশালা।

—00—

When the earth swims in rain and all nature wears a lowering countenance, I withdraw myself from these uncomfortable scenes into the visionary worlds of Art, where I meet with shining landscapes, gilded triumphs, beautiful faces, and all those other objects that fill their mind with gay ideas, and disperse that gloominess which is apt to hang upon it in those dark disconsolate seasons.

Addison.

খণ্ড খণ্ড তুষারপরিবৃত বারিধিবিস্তারতুল্য নীল-লাল-হরিৎ প্রভৃতি মিশ্রণে অপরিস্ফুট শুভ্রালোকে আলোকিত গগনপটে তুমি কি একবার ঐ সংসার-তাপ-জাল জড়িত ক্লান্ত নয়ন বিক্ষেপ করিয়াছ ? যদি তাপ-ভারানত সংসার-কন্থা দূরে নিক্ষেপ করতঃ ক্ষণকাল তরে চন্দ্রিকাব্যাপ্ত অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি উজ্জ্বল তারকাহার-বেষ্টিত গগনপানে দৃষ্টিপাত করতঃ বিশ্বস্রষ্টার স্বহস্তাঙ্কিত চিত্র-লেখা পাঠ করিয়া থাক, যদি কখনও প্রাতঃসূর্য্যের অপূর্ব্ব রক্তিমরাগরঞ্জিত, স্বর্গবালাবৃন্দ-সেবিত তাপসগণের দেবার্চ্চনাদি সমাপনার্থে পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত গগন-পুষ্পোদ্যানে দৃষ্টিপাত করিয়া থাক, যদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ এবং অনন্ত শৈলশৃঙ্গ পরিরক্ষিত গগনচন্দ্রাতপরচিত অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য-খচিত চিত্রশালায় উপবিষ্ট হইয়া নানাদেশের বিবিধ বর্ণাকারবিশিষ্ট ফল-ফুল পশু-পক্ষী মানবচিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া থাক, তবে এ চিত্রকরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চিত্রশালায় আগমন করতঃ চিত্রাবলী নিরীক্ষণ করিয়া কবি-কল্পনার

অপরূপ সুধা কিঞ্চিৎ কি আস্বাদন করিবে না? ধীরে ধীরে চিত্রশালার রুদ্ধদ্বার অরুদ্ধ হইল ঃ—

প্রথম প্রকোষ্ঠ।

প্রভাত সময়ে ফল ফুল নানা সাজে সজ্জিত, মঙ্গলঘট ঘরে ঘরে রক্ষিত, হুলুধ্বনি-মুখরিত পুরাতন ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের রাজধানী অযোধ্যা-নগরী অদ্য হাস্যময়ী। রঘুনাথ যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইবেন, তড়িৎ-প্রবাহে এ সংবাদ নগরের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইল। মহারাজ দ্বিতীয়া পত্নীর কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ, জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত হইলেও, মধ্যম পুত্রকে রাজ্যদান ও জ্যেষ্ঠকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস প্রেরণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। কিরূপ করিয়া এই প্রতিজ্ঞার সমর্থন করিব? জ্যেষ্ঠ যদি বিনাক্লেশে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে দুষ্টেরদমন আর শিষ্টের পালন-রূপ কার্য্যেরও সমাধান হইত না; তাহা হইলে অবতারতত্ত্বেরও কোন আবশ্যকতা হইত না। যাহা হউক, এইরূপ প্রসঙ্গের চিত্রণ এ চিত্র-শালার কার্য্য নহে।

ঐ দেখ, চিত্রশালার এক দুঃখিনী মাতা সন্তান-দুঃখে ম্রিয়মাণা। স্বর্ণাভরণ দূরে বিক্ষিপ্ত। আলুলায়িত কুন্তলী রমণী এখন আর রাজ-মহিষী নহেন। কে বলিবে ইনি শত শত ক্ষত্রিয়রমণীবৃন্দ-সেবিত মহা-রাজ্ঞী, কে বলিবে ইনি ক্ষত্রিয়কুল-মুকুটমণি বীরাগ্রগণ্যের মাতা।

ভ্রাতা নানা বিদ্যায় ভূষিত, রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার বীরত্বে দশদিক্ আলোকিত, ভ্রাতা এবম্বিধ নানাবিধ গুণ দর্শনে মুগ্ধ। চতুর্দ্দশবর্ষ পরে ভ্রাতা আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন; ভ্রাতার অনুসরণ করিলে ভবিষ্যতেও মঙ্গল হইতে পারে, এই প্রশ্ন সংসারাভিজ্ঞ ভ্রাতার মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতার অনুসরণ করিবেন না কেন? কিন্তু সন্তান মুর্খই হউন আর জ্ঞানীই হউন, বীর হউন আর ভীরুই হউন,

সে বিষয়ে তাঁহার মাতৃনয়ন পতিত হয় নাই। মাতৃস্নেহ সন্তানের গুণ-বিদ্যাবুদ্ধি পরিদর্শন করিয়া নহে; মাতা স্বাভাবিক স্নেহ প্রণোদিত হইয়া সন্তান প্রতি আকৃষ্ট। দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ গত হইল, ইহার ভিতর পরিবর্ত্তনশীল জগতে কত নূতন ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে; রাজ্যভার নূতন রাজার হস্তে অর্পিত; নগরবাসী আবার নিজ কার্য্যে নিযুক্ত; রাজধানী আবার পূর্ব্বাকার ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু রোরুদ্যমানা মাতার রোদন এক দুই তিন করিয়া দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর সমভাবে রহিল। যখন কোনরূপ সান্ত্বনা মাতৃহৃদয়ে স্থান পায় না, যখন সংসারের কোন প্রাণীরও মাতৃহৃদয়ের অরুদ্ধ বেগ নিবারণ করিতে পারে না, তখন অশ্রুই মাতৃহৃদয়ের অপরিস্ফুট পরিচয়রূপে পতিত হয়। ইহার নাম **মাতৃস্নেহ !**

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ।

শ্যামল পুষ্পপাদপ-শোভিত, কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণের সুস্বরে পরিপূরিত, স্ফটিক-স্বচ্ছ তড়াগমালা-বেষ্টিত বনখণ্ডের মধ্যদেশে বনমূলতৈল-প্রদীপ শোভিত তালপত্র-নির্ম্মিত কুটীরে পর্ণ-শয়নে অজিনবাসপরিহিতা এক তাপসপত্নী।

পাঠক! সামান্য চিত্রশালা বলিয়া উপেক্ষা করিও না, একবার তোমার ক্লান্ত নয়ন, সূর্য্যাস্তে মলিনা পদ্মিনী সদৃশা শ্বেত অঙ্গে কালিমা-মাখা প্রতিমাখানির প্রতি বিক্ষেপ কর। যাহার প্রমোদ-গৃহ শত শত ঘৃতপ্রদীপে আলোকিত থাকিত, তাহার কুটীর অদ্য নির্ব্বাণোন্মুখ তৈল-প্রদীপে সজ্জিত। যিনি শত শত ক্ষত্রীয় বীরললনাদের মুকুটমণি হইতেন, তিনি অদ্য সামান্য কুটীরপতির পত্নীরূপে নিষাদ-ললনাগণ কর্ত্তৃক সেবিত।

রাজধানীতে থাকিয়া পতির মধ্যম ভ্রাতার ন্যায় পতি-পাদুকা স্থাপন করিয়া উনিও রমণীব্রত সম্পাদন করিতে পারিতেন। দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ স্বামীর মনে কখনও স্থান পায় নাই। তবে কেন রাজর্ষি-কুমারী তৎসাময়িক প্রধানতম রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণী—স্বামীর নিষেধাজ্ঞা রোদনে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যবাসে লালায়িত? স্ত্রী যদি স্বামীর অনুগমন না করিতেন, তাহা হইলে অনার্য্য অধার্ম্মিক ব্যক্তিবৃন্দেরও উচ্ছেদ সাধন হইত না, এবং অনার্য্যাধিপতি-বধ রূপ মহাকার্য্যেরও সূচনা হইত না। যাহা হউক, অমর কবির কবিত্বসূত্র-কৌশল ছিন্ন করা এ চিত্রশালার উদ্দেশ্য নহে। তাপসপত্নীবৎ অরণ্যে অরণ্যে স্বামীর অনুগমন, সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, সর্ব্ববিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন, নিষ্ঠুর অগ্নিপরীক্ষা; প্রজা-মন-তুষ্টি-কারীর তদধিক নিষ্ঠুর বনবাসাজ্ঞা অবনত মস্তকে পালন, এবম্বিধ অপার্থিব গুণাবলী যাঁহার চরিত্রে প্রদর্শিত, সেই রমণীগণ-প্রণম্যার চরিত্র পরিস্ফুটরূপে চিত্রণ এই চিত্রশালার পক্ষে সম্পূর্ণ দুরূহ। ইহার নাম **পতিভক্তি।**

তৃতীয় প্রকোষ্ঠ।

পাঠক! একবার চিত্রশালার আর এক প্রকোষ্ঠে গমন কর।

পুস্তকরাশিতে গৃহ সজ্জিত। আবাল্যবার্দ্ধক্যাবধি অতি যত্নে সঞ্চিত রাশি রাশি পুস্তকে পাঠগৃহ পরিপূরিত। বহির্দ্বারে বিধবামণ্ডলীর হৃদয়বিদারক ক্রন্দন, দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবৃন্দের করুণ আর্ত্তনাদ। বিধবাবালার ক্রন্দনে ব্যথিত, শাস্ত্রাদেশ পদদলিত, হিন্দুগণের নিষ্ঠুর কার্য্যাবলীতে সন্তপ্ত, অজ্ঞানতান্ধকার-পরিবৃত দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা-প্রচলনরূপ মহাযজ্ঞে প্রাণমন সমর্পিত, অধ্যয়নরূপ মহাব্রতে দীক্ষিত, রমণী-বৃন্দের মনস্তাপে ব্যথিত, তাহাদের উন্নতিকল্পে রমণী-বিদ্যালয়াদি

সংস্থাপন, বিদ্যার্ণবের দয়ার্ণবে সন্তরণ, মরণকালাবধি স্বদেশের হিতকল্পে জীবন বিসর্জ্জন নানাবিধ বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন প্রভৃতি অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন জ্ঞানযোগী পবিত্র শুভ্রালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া সুধীজন-প্রণম্য সমাজনীতিজ্ঞ পুস্তকাগারে পুস্তক হস্তে উপবিষ্ট; পাঠক! এই চিত্রের পাদদেশ প্রক্ষালন করতঃ চিত্রশালার অপূর্ব্ব গৌরব বৃদ্ধি কর। ইহার নাম **জ্ঞান।**

চতুর্থ প্রকোষ্ঠ।

ঐ দেখ, তোমার সম্মুখে চিত্রশালার আর একটি দ্বার উদ্ঘাটিত। তর তর প্রবাহে ভাগীরথী বঙ্গাধিপতির রাজধানীর পাদদেশ ধৌত করিয়া অকূল জলকল্লোলে প্রবাহিত। দীর্ঘ বজরার মস্তকদেশে রক্তবর্ণ পতাকা শোভিত। বিদেশীয় সভ্যতার নানারূপ রূপলাবণ্যে বজরার আপাদমস্তক সজ্জিত। তন্মধ্যে এক যুবক রাজনীতিভার ধারণ করিয়া চিন্তাভারাবনত মস্তকে উপবিষ্ট। ঐ যে যুবক দীর্ঘকালব্যাপী সমুদ্রযাত্রায় বাত্যাবিতাড়িত সাগরের শৈলোপম তরঙ্গ তুচ্ছ করিয়া, জ্ঞাতিবন্ধু, আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক বার বার লাঞ্ছিত হইয়া সামান্য বেতনে দেশ ত্যাগ করতঃ দরিদ্রবেশে দাক্ষিণাত্যে সমাগত, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মাকার হইতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মাদ্রাজ, বোম্বে, হাইদ্রাবাদ, অযোধ্যা ও বঙ্গে ব্যাপ্ত হইল, যাহার সতেজ কার্য্যাবলীতে বাণিজ্যার্থে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চতুর্থাংশ প্রায় এসিয়াখণ্ড গ্রাস করিল, সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্বরূপ ক্ষণকাল উপলব্ধি কর; যে যুবক স্বল্পবেতনের দাস হইয়া ক্রমে ক্রমে ক্রোরাধিপতি হইয়াছেন, সামান্য কর্ম্মচারী হইতে এসিয়ার প্রায় চতুর্থাংশের অধিপতি হইয়াছেন; ঐ দেখ, সেই যুবক রাজ্যশাসনভার এবং অসি হস্তে চিত্রশালার এক প্রকোষ্ঠ

বীরত্বালোকে আলোকিত করিয়া উপবিষ্ট। উহার নিকট রাজনীতি এবং সতেজকার্য্যাবলীর হেতু বিষয়ক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। ইহার নাম **জীবনীশক্তি।**

পঞ্চম প্রকোষ্ঠ।

পাঠক! চিত্রশালার শেষ প্রকোষ্ঠে গমন করতঃ ক্ষণকাল কর্ম্মযোগীর অপূর্ব্ব কর্ম্মালোকে তোমার নিস্তেজ দেহ সবল কর।

ঐ যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশবাসী হইয়াছেন, নিজভাষা ত্যাগ করিয়া পরভাষা নিজভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; বিভক্তিকারক-বচনরূপ নানাবিধ দুর্গে সুরক্ষিত আর্য্য সংস্কৃতভাষা, পালি, পার্শি এবং এসিয়াখণ্ডের ভাষা সমূহ পাঠানন্তর বেদ, বেদান্ত, দর্শন, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করতঃ ভারতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন; বৌদ্ধধর্ম্মাকাশে যিনি নব সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন, যিনি পার্শিধর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকাবলী ভাষান্তরিত করিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় ভারতের অনেক লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইয়াছে, যিনি বিদেশী হইলেও স্বদেশী, অব্রাহ্মণ হইলেও গুণ-ব্রাহ্মণকুলতিলক, সেই পণ্ডিত কুলশিরোমণি সমগ্র এসিয়াখণ্ডের ধর্ম্মপুস্তকাবলী সম্মুখে সংস্থাপন করতঃ পাণ্ডিত্যবিভা দেশ-দেশান্তরে বিকীরণ করিয়া অধ্যয়ন-তপে নিমগ্ন। ইহার নাম **অধ্যবসায়।**

পাঠক-পাঠিকা! অদ্য চিত্রশালার চিত্রপ্রদর্শন সমাপ্ত হইল; চিত্র-প্রদর্শিত গুণনিচয়ের ক্ষণিক বিভাও কি তোমার কর্ম্ম-জ্ঞানলুপ্ত দেহকে এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত করিবে না? দ্বার রুদ্ধ হইল; সহসা সহস্র কণ্ঠের বজ্রগম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হইল!

মাতৃস্নেহ, পতিভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান। সে স্বর মোহান্ধ কর্ম্মযোগলুপ্ত ভারতবাসীর প্রতি শরীরে, প্রতি ধমনীতে এক নব জীবনস্রোত প্রবাহিত করিল; প্রতি প্রান্তর, প্রতি শৈল, প্রতি অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম প্রত্যেক পদার্থের ভিতর এক তড়িৎ-প্রবাহ প্রবাহিত করিল।

নিদ্রোত্থিতাপ্রায় ভারতাকাশের অগণ্য তারকাবলী মুগ্ধকণ্ঠে গাহিল—

স্নেহ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান!!

বীর-পরাজয়।

—oo—

These flags of France, that are advanced here
Before the eye and prospect of your town,
Have hither marched to your endamagement :
The cannons have their bowels full of wrath,
And ready mounted are they to spit forth
Their iron indignation' gainst your walls :
All preparation for a bloody sieze
And me ciless proceeding by these French
Confronts your city's eyes, your winking gates.

Shakespear.

A battle ended, a day finished, false measures repaired greater successes assured for the morrow, all was lost by a moment of panic.

Napoleon's Dictations at St Helena.

পাঠক! একবার তোমার চক্ষু ওয়াটারলুর ভীষণ সমর-ক্ষেত্রের প্রতি বিক্ষেপ কর। বঙ্গীয় পাঠক! একবার তোমার শীতল নিকুঞ্জে কুল কুল নাদিনী তটিনীতে, জ্যোৎস্নাময় ধীর সুনীল গগনে, বসন্ত-বায়ু-মুগ্ধ মনোরম পুষ্পোদ্যানে, কমনীয় শিশুহাস্যে, ব্যোমচারী পক্ষীর মধুর নর্ত্তনে, নিত্যবিহরণশীল চক্ষুদ্বয় শোণিত, হত্যা, ছিন্নমস্তক, সন্তানহারা মাতার হৃদয়বিদারক ক্রন্দন, পতিহীনা নারীর প্রাণস্পর্শী রোদন, প্রভু-হারা ভৃত্যের গগন-বিদারক আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ—ওয়াটারলুর ভীষণ

ক্ষেত্রের প্রতি স্থাপিত কর; একবার ভোগসুখের অনন্ত আগার হইতে অনাহার-অনিদ্রা-অসুখ-পরিপূর্ণ ওয়াটারলুর ভীষণ সমর-ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি বিক্ষেপ কর।

উত্তরে জিয়ানশৈলমালা-পরিবৃত ব্যাঘ্র-ভল্লুক শ্বাপদ হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ। দীর্ঘ প্রকাণ্ড মহীরূহ-পরিবৃত, জনমানবশূন্য ভীষণ নিবিড় অরণ্য। আর ঐ দেখ, পর্ব্বতপ্রান্তে সৈন্যবাহিনী-পরিবৃত ইংলণ্ডবীর ওয়েলিঙ্‌টন। পূর্ব্বে পশ্চিমে নির্ভাল। এবং জিনাপা নামক দীর্ঘ বর্ত্ম। দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থানে হোগমণ্ট নামক গ্রাম, এই স্থানে ফরাসীবীর নেপোলিয়ানের এক সৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে দণ্ডায়মান। আর ঐ দক্ষিণ-পশ্চিমে লাবেলিআলায়ান্স নামক স্থানে স্বয়ং প্রায়ার্দ্ধ সুসভ্য ইউরোপের একাধিপতি ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান। পূর্ব্ব-পশ্চিমস্থিত দীর্ঘ বর্ত্ম, উত্তরে জিয়ান শৈলশ্রেণী নিয়ে ত্রিকোনাকারে মিশ্রিত হইয়াছে। এই ক্রমোর্দ্ধরিত উত্তরে অনন্ত অরণ্যে পরিবৃত ভূখণ্ডের অধিকার-পথেই এই ভীষণ সমরের জয়-পরাজয় নিহিত। এই ত্রিকোণ ভূমি জয় করিতে পারিলেই ওয়াটারলু সমর-জয় হইবে।

ঐ দেখ, বীরবর নেপোলিয়ান দূরবীক্ষণ যন্ত্র চক্ষুতে সংস্থাপিত করিয়া দ্বিতীয় হানিবালরূপে ঘোটকপৃষ্ঠে আরূঢ়। রক্ত কৌষিক বস্ত্রে বক্ষস্থিত রত্নপদক আবৃত। সম্মুখে সমর-ক্ষেত্রের বিশদ চিত্র বিস্তারিত। পার্শ্বে দীর্ঘ শাণিত কোষবদ্ধ-কৃপাণ। দিগ্‌দিগন্ত-উড্ডীয়মান ঈগলপক্ষী-চিহ্নিত ফরাসীর জাতীয় পতাকা সম্রাটের পার্শ্বদেশ শোভিত করিয়া সমীর-প্রবাহে কম্পমান। একদিন যে নেপোলিয়ানের প্রবল প্রতাপে সমগ্র ইউরোপ কম্পান্বিত হইত, যে নেপোলিয়ানের প্রবল বীর্য্য-বহ্নিতে মিশর, ইটালি, রুসিয়া দগ্ধ হইত যাহার অপরূপ সমর-কৌশলে—জগদ্ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপীয় অমিতবলশালী নরপতিবৃন্দ পঞ্চদশবর্ষকাল

মন্ত্রমুগ্ধ, নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ, সেই অমানুষিক শক্তিশালী বীর নেপোলিয়ান অদ্য ওয়াটারলু সমর-ক্ষেত্রে নিজহস্তনির্ম্মিত দীর্ঘ সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হইয়া সমর-দেবতার জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তিরূপে দণ্ডায়মান।

পাঠক! একবার তোমার সমরানভিজ্ঞ নয়ন ঐ সমরবীরপ্রবর মানব চিত্রের প্রতি বিক্ষেপ কর।

পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিকোণভূমির মধ্যস্থান ভেদ করতঃ দলনিবদ্ধ ব্রিটীস সৈন্য এবং প্রুসিয়ান সৈন্যদলের পরস্পরের একতা ছিন্ন বিছিন্ন করতঃ জিয়ান শৈলমালা অধিকারানন্তর ওয়েলিঙ্টনকে উত্তর মহাসাগরে তাড়িত করা এবং জারমাণী-প্রেরিত সেনাপতি ব্লুচারকে বেলজিয়ম হইতে বিতাড়িত করা, তৎপর বেল্জিয়মের রাজধানী ব্রাসেলস্ নগর অধিকার করাই ওয়াটারলু সমরের মূল উদ্দেশ্য।

পাঠক! তোমাদের নিত্য জীবন-পরিসরের অভ্যন্তরে কত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কত প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তোমরা দুই এক বিন্দু আকাশের জলে, কিম্বা দুই তিন দিন ব্যাপী ভীষণ বৃষ্টিতে কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহা কিরূপে বুঝিবে? যুদ্ধের পূর্ব্ব-দিন মূষলধারায় বৃষ্টি বিলম্বে যুদ্ধারম্ভের কারণ। ইত্যবসরে প্রুসিয়ায় সৈন্য-অধিনায়ক ব্লুচারের সৈন্যবাহিনী-স্রোত ওয়েলিঙ্টনের প্রবল সৈন্যস্রোতে মিশ্রিত হইল। নেপলিয়ানের যে বিজয়-বিভাকর অষ্টেলিজের যুদ্ধক্ষেত্রে গগনমণ্ডল নবরাগে রঞ্জিত করিয়া উদিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলাদিত্যের দীপ্তিমতী কিরণমালা ওয়াটারলুর সন্ধ্যার তমসাচ্ছন্ন গগনে পরাজয় অস্তাচল-শিখরে লয়প্রাপ্ত হইল।

স্তরে স্তরে সজ্জিত সৈন্যরাশি। অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্রে দীর্ঘ সঙ্গীন হস্তে পদাতিক সৈনিকবৃন্দ। তৎপরে অগ্নিবৃষ্টি-উদ্গীরণকারী ভীষণ কামানশ্রেণীর পশ্চাৎদেশে গোলন্দাজ সৈন্যগণ বীর সাজে সজ্জিত।

তৃতীয় স্তরে অশ্বারোহী সৈন্যবৃন্দ দীর্ঘ বল্লম হস্তে বর্ম্ম চর্ম্মে আবৃত। এইরূপ বিশাল সৈন্যসমাবেশ।

অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকচ্ছায়া যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইল। ঘন কুয়াসায় চতুর্দ্দিক আবৃত। বরফ কণিকা তীব্রবেগে পতিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাঢ় অন্ধকারে যুদ্ধক্ষেত্র আবৃত হইল।

একে উত্তর মহাসাগরের বরফাচ্ছাদিত প্রশান্ত বক্ষ; তাহাতে জুন মাসের প্রচণ্ড শীত। উত্তর মহাসাগর উপকূলস্থিত বেলজিয়ম প্রদেশ সন্ধ্যাবসানে এক স্ফটিক ধবল বস্ত্র পরিধান করিল। প্রবল সৈন্যবাহিনী এই প্রচণ্ড শীতে বরফাবৃত নদীতীরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশ্রেণীর ন্যায় বিকম্পিত। দুই পক্ষীয় বীরবৃন্দের ঘোর সংঘর্ষে সৈন্যবাহিনী মধ্যে এক মহা ঝঞ্ঝাবাত উত্থিত হইল। আকাশমণ্ডলে পুঞ্জীভূত নীরদমালা যেরূপ বহু অংশে বিভক্ত হয়, সেইরূপ এই দুই পক্ষের অনন্ত সৈন্যশ্রেণী মধ্যে যখন সমর-ঝঞ্ঝাবাত আরম্ভ হইল, তখন নীরদমালা সদৃশ অসংখ্য সৈন্যমালা বহুভাগে বিভক্ত হইয়া ইতঃস্তত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। জ্যামিতির অঙ্কন, বীজগণিত-নিয়মানুমোদিত প্রণালী তীক্ষ্ণ তরবারির মুহুর্মুহুঃ আঘাতে, দীর্ঘ সঙ্গীনের পৈশাচিক নৃত্যে, আর অগ্নিবমনকারী কামানের ঘন গর্জ্জনে বিস্মৃতির অতল গর্ভে মগ্ন হয়। এ স্থানেও সেইরূপ হইল। অপূর্ব্ব কৌশলে সজ্জিত সৈন্যসমাবেশ খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন। ওয়েলিঙ্‌টন—লাহানটি এবং হাগমণ্ট নামক গ্রামদ্বয়ে সৈন্যনিবাস স্থাপন করতঃ তাহার ব্যূহদ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। ফরাসী গোলন্দাজ-সৈন্যের প্রবল প্রতাপে, প্রবল কামান-সম্মুখে ইংরাজ-সৈন্যের স্থানচ্যুতি হইল।

হাগমণ্ট গ্রাম ভস্মীভূত। লাহানটি নামক স্থান অধিকৃত। সেনানীর পর সেনানী, সেনাপতির পর সেনাপতি, সৈন্যবাহিনীর পর সৈন্যবাহিনী,

এইরূপে বহুসংখ্যক সেনা ফরাসীর মেদিনী-প্রকম্পক অগ্নি-অস্ত্রের প্রবল কবল-সম্মুখে কালগ্রাসে পতিত হইল। বর্ত্তমানে কেবল ইংরাজসৈন্য-সমাবেশের মধ্যস্থান অধিকার করিবার প্রয়োজন। ওয়েলিংটন আরও নব সৈন্য শ্রেণীতে এই স্থান দৃঢ় করিলেন। ইংরাজসৈন্য পরাস্ত প্রায়। নানা ক্ষতি। নরমুণ্ড স্তূপাকার!

এই সময় ইংলণ্ড-বীর ওয়েলিংটন কি করিতেছেন? অধীর হইলেও ধীর, অস্থির হইলেও স্থির, জিয়ান পর্ব্বতনিম্নে ঘোটক-পৃষ্ঠে আরূঢ়। প্রবল গোলাবৃষ্টি প্রখর হইতে প্রখরতর। পার্শ্বস্থ একজন শরীররক্ষক কালগ্রাসে পতিত। এইরূপ ভয়াবহ দৃশ্যে তাঁহার অসামান্য ধৈর্য্যের কণামাত্রও নষ্ট হইল না। বীর পূর্ব্ববৎ ধীর—স্থির।

অকস্মাৎ ইংরাজ-সৈন্যসমাবেশ ভগ্ন হইল। সর্ব্বাগ্রশ্রেণী ধ্বংস-দশায় উপনীত। কেবল মাত্র দ্বিতীয় সৈন্য শ্রেণী ত্রিকোণভূমি-সংলগ্ন স্থানের প্রান্তদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ফরাসী গোলার প্রবল অগ্নিবর্ষণ-মুখে নিজ প্রাণ আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। আর ঐ শুন, সম্রাট নেপোলিয়ানের বজ্রগম্ভীর ধ্বনি "Begining to retreat."

ধীরে ধীরে বিভাবরী, নরমুণ্ড, মৃতদেহ, অর্দ্ধমৃতমনুষ্য, পশু ও শবপূর্ণ শোণিত-নদীর পৈশাচিক দৃশ্য উপভোগ করতঃ ওয়াটারলু ক্ষেত্রে রণমদে নৃত্য করিতে করিতে আগত।

সম্রাট নেপোলিয়ানের অদ্য মহা আনন্দ, সেই রাত্রে নেপোলিয়ানেরও চক্ষে নিদ্রাদেবীর আগমন হইল না। নূতন আশায়—নূতন ভরসায় সকল নিশা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসমাবেশ করিয়া ব্যূহ দৃঢ়ীকরণ কার্য্যে রত। নিশাকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। সৈন্যগণ সকল নিশা জাগরণ করিয়া এই বিস্তৃত ব্যূহ রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত। চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। পরক্ষণেই সম্রাট জানিতে পারিলেন, শত্রুর অদ্য আর আক্রমণের

সম্ভাবনা নাই। ওদিকে ইংরাজ-শিবিরে সকলেই নিস্তব্ধ। সেই ভীষণ প্রান্তরে—ওয়াটারলুর সেই পৈশাচিক ক্ষেত্রে—সেই জনমানবহীন প্রদেশে সকলেই নিস্তব্ধ। কেবল প্রবল বৃষ্টিসহ বজ্রের গুরুগম্ভীর ধ্বনি।

মনোরমা ঊষা নব সাজে সাজিয়া, নব হাসি হাসিয়া, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গলের ডালি হস্তে কুসুমপরাগের মধ্য দিয়া ফুলরাণী রূপে ওয়াটারলুর সমর-প্রাঙ্গনে উপনীত! ফরাসী শিবিরে আনন্দের তীব্র স্রোত প্রবাহিত। মহাসমারোহে প্রাতর্ভোজনক্রিয়াদি সমাপ্ত হইল। একখানি জীর্ণ টেবল সম্মুখে সংস্থাপিত, তদুপরি যুদ্ধক্ষেত্রের এক বিস্তৃত মানচিত্র স্থাপিত। সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র চেয়ারে বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ান। পাদদেশে দুইজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী লেখনী হস্তে সৈনিকের গতিবিধি—সৈন্য-পরিচালনক্রিয়াদি লিপিবদ্ধ করিতে রত।

ঐ শুন, ফরাসী-কামানের বিশ্ববিধ্বংসী নিনাদ। বন, উপবন, শৈল, প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া ঐ আবার ফরাসীর কামান ধ্বনি! দামামা-জয়ঢাকের নিনাদ। জাতীয় চিহ্নে চিহ্নিত ধ্বজ-শোভিত অসংখ্য সৈন্য রাশি জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধীর গম্ভীর পাদ বিক্ষেপে অগ্রসর। দীর্ঘ সঙ্গীন-অসির বিস্তৃত সাগর ঊর্দ্ধে সুদূর গগনস্পর্শ করিল। আর সেনাপতি সম্রাট নেপোলিয়ানের ঐ নীরদ-গম্ভীর ধ্বনি "Magnificent, Magnificent !"

ওয়েলিঙ্‌টন যখন জিয়ানপর্ব্বতে নিজ ব্যূহ ত্যাগ করতঃ পশ্চাৎগমন করিলেন, তখন সেই ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড নেপোলিয়ানের নিকট শূন্য বোধ হইল। বস্তুতঃ সমর-কৌশলী ওয়েলিঙ্‌টনের সৈন্যসমূহ পলায়ন করে নাই; নেপোলিয়ানের ভ্রমপূর্ণ চক্ষু-বহির্ভূত অসমতল পর্ব্বতের পশ্চাৎভাগে অবস্থিতি করিতেছিল। জয়াশা নেপোলিয়ানের সম্মুখে

স্বপ্নলব্ধ রত্নখণ্ডবৎ নৃত্য করিতেছিল। নেপোলিয়ানের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন সমর-কৌশলী যুদ্ধের জয়-পরাজয় যুদ্ধাগ্রেই গণনা করিতে পারিতেন। অধুনা যখন ওয়েলিঙ্টন তাঁহার নিজস্থান পরিত্যাগ করিলেন, জিয়ান শৈলবক্ষ মুক্ত হইল, তখন তিনি এই সমরে জয়ী, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ত্বরায় বার্ত্তাবহ পারিসনগর অভিমুখে সম্রাটাজ্ঞা সমরজয়-বার্ত্তা বহন করিয়া ধাবিত হইল। ইত্যবসরে জিয়ানশৈলমালা-পরিবৃত সেই ত্রিকোণ ভূমি অধিকার করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হইল।

পাঠক! একবার তোমার মানস-নয়ন ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতি স্থাপিত কর। বীর নেপোলিয়ান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, যে পথে সৈন্য যাত্রা করিবে, সে পথে কোন প্রকার বিপদ সম্ভাবনা নাই। ঐ যে ওচিন নামক দীর্ঘ বর্ত্ম ত্রিকোণ ভূমির মধ্যদেশ ভেদ করতঃ ক্রমোর্দ্ধে গমন করিয়াছে। এ বর্ত্মের মধ্যদেশে এক গভীর পার্ব্বতীয় নদী খরস্রোতে প্রবাহিত। নির্ভুল দিগ্বীজয়ী নোপোলিয়ান যুদ্ধ-যাত্রার অনুমতি দিবার অগ্রেই এই সাংঘাতিক ভ্রম-কুয়াসায় পতিত হইলেন। যুদ্ধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র সেই আপাদমস্তক লৌহাবৃত প্রবল সৈন্যবাহিনী ক্রোশপ্রায় স্থান অধিকার করিয়া দীর্ঘ বল্লভ, মুক্ত অসি ও সঙ্গীন হস্তে সম্রাটের দুর্জ্জয় শরীর রক্ষকসহিত ব্যোমোন্মাদক Vive' I empereur ধ্বনি করিতে করিতে যাত্রা করিল। একে একে সেই দীর্ঘ সৈন্যবাহিনী অসমতল দীর্ঘ শৈল-পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। সৈন্যের প্রবল বেগ কে নিবারণ করিতে পারে? অদ্য তাহাদের আনন্দের দিন, অদ্য জগদ্বিজয়ী নেপোলিয়ান-সৈন্য ওয়াটারলুর ভীষণ আহবে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে। অদ্য চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ড এবং তৎসহায়ে প্রেরিত প্রুসিয়ান সৈন্য তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। অকস্মাৎ এই সময় উত্তেজনায় উন্মত্ত অরুদ্ধ প্রবল বেগবিশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে সেই

সাংঘাতিক ভীতিজনক পার্ব্বতীয় নদী পতিত হইল। এই সেই ওচিন দীর্ঘবর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী স্থান। পার্ব্বতীয় নদীর অপর পার্শ্বে ইংরাজসেনা মহোল্লাসে দণ্ডায়মান।

প্রথম সৈন্যশ্রেণী খরবেগে সজল পর্ব্বত গর্ভে পতিত হইল, তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণী; ত্বরায় ঘোটকের পর ঘোটকে, কামানের পর কামানে পর্ব্বতগর্ভ পূর্ণ হইল! সেই পৈশাচিক নরহত্যার পর, যখন পর্ব্বতগর্ভ জীবিত মনুষ্যে পূর্ণ হইল, তখন অবশিষ্ট সৈন্যরাশি সেই মনুষ্যদেহ-নির্ম্মিত সেতু অতিক্রম করিল। এখন সেই ইংরাজ ব্যূহ আক্রমণ আরম্ভ হইল। প্রবল আক্রমণে ইংরাজসৈন্যব্যূহের একস্থান ভগ্নদশায় পতিত; আবার তাহাদের সেই অপূর্ব্ব চতুষ্কোণ গঠিত। ফরাসী সৈন্যের অসমসাহসিকতা নিরীক্ষণ করিয়া ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটনও মৃদুস্বরে বলিলেন "Splendid."

বহু সৈন্যক্ষয়ে বহু হত্যাব্যাপার সংগঠিত হইবার পর যখন ইংরাজ সেনানীদল পরাস্তপ্রায় বীর ওয়েলিংটনেরও মুখ হইতে নিঃসৃত হইল—"Blucher or night." এই সময়ে ভীষণ আহবের গতি দূরে গগন গাত্রে সঙ্গীণের অস্পষ্ট রেখা উদয়ের সহিত অন্যরূপ ধারণ করিল।

নেপোলিয়ান সেনাপতি গ্রাউচীর আগমন আশায় সতৃষ্ণনয়নে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; এদিকে প্রুসিয়ান কামানের ঐ সেই ঘন-গর্জ্জন গগনপ্রান্তর কম্পিত করিয়া জীবন্মৃত ইংরাজ-সৈনিক-ধমনীতে জীবন-স্রোত প্রবাহিত করিল!

নিঃশেষ প্রায় ইংরাজসৈন্য ব্লুচার-সৈন্যের একত্রে সম্মিলনে যে মহতী সৈন্যবাহিনী গঠিত হইল, তাহার সম্মুখে ফরাসী, সেনা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যুদ্ধ যদি কিছুকাল অগ্রে আরব্ধ হইত, তাহা হইলে জিয়ান পর্ব্বতভূমি অধিকার করিবার অনেক পরে ব্লুচারের সৈন্যদল

সেই স্থানে আগমন করতঃ ফরাসী কামানের প্রবল বদন-সম্মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইত। যাঁহার আগমন করিবার কথা ছিল, তিনি আসিলেন না। ইংরাজ-সৈন্য-সহায়তার জন্য উত্তম পথপ্রদর্শক সহায়ে ব্লুচারের সৈন্যদল ত্বরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইল।

সম্রাটের ব্যূহ সজ্জা ভগ্ন হইল। যাহারা এতকাল আক্রমণ-তুফান সহ্য করিতেছিল, তাহারা এখন আক্রমণোদ্যত। দুই প্রবল সৈন্যশ্রেণীর একত্র সম্মিলনে যে নব সৈন্যবল গঠিত হইল, তাহার নিকট ফরাসীসৈন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। অবশেষে রাজকীয় শরীর রক্ষকগণ "Vive, l empereur ধ্বনিতে গগনমণ্ডল ব্যাপৃত করিয়া শত্রুসম্মুখে জীবন উৎসর্গ করিতে লাগিল। ঐ শুন নেপোলিয়ানেব আশ্বাসবাণী, অনুনয়, আজ্ঞা। কিন্তু কিছুতেই সেই মৃত্যুবহ্নি-প্রত্যাগত ফরাসী-সৈন্যের পলায়নগতি প্রতিরুদ্ধ হইল না। এই সময়ে প্রুসিয়ান কামানের গোলাবৃষ্টি পলায়নপর ফরাসী-সৈন্যের উপর মুষলধারায় পতিত হইল। তীরবেগে ইংরাজ-সৈন্যগণ ফরাসী সেনার অনুসরণ করিল।

আর নেপোলিয়ানের সেই বিশ্ববিজয়ী Grand army সুরক্ষিত ভীষণ সৈন্যবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, শৈলবর্ত্মের পর শৈলবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া, কিরাত-তাড়িত উন্মত্ত ব্যাঘ্রবৎ বন-উপবন-শৈল-প্রান্তর মহাপ্রলয়কারী চীৎকারে পরিপূর্ণ করিয়া প্রধাবিত। এই উন্মত্ততা জগদিতিহাস-বিস্ময়কর ভয়াবহ বীরত্ব প্রদর্শন, আর জগৎশ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দের এইরূপ তদধিক বিস্ময়াবহ পতনের অভ্যন্তরে কি কোন গূঢ় কারণ নিহিত নাই ?

মনুষ্য এক প্রবল শক্তি লইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, পূর্ণ বিকসিত এই শক্তির গতি রোধ বড় দুষ্কর। কিন্তু পূর্ণবিকসিত মনুষ্যশক্তির উপরও যদি কোন মহতী শক্তি থাকে, তবে সে শক্তিতে শক্তিমান এক

অজেয় পুরুষ এই ওয়াটারলু ক্ষেত্রের জয়-পরাজয় নির্দ্ধারক রূপে সেই ভীষণ দিনে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে ছিলেন!

ধীরে ধীরে নিশাদেবী ধনীকে দরিদ্র করিয়া, দরিদ্রকে ধনী করিয়া, বীরকে পরাজিত করিয়া, দুর্ব্বলকে জেতা করিয়া, উপযুক্তকে অকৃতকার্য্য করিয়া, অনুপযুক্তকে কৃতকার্য্য করিয়া, ক্রন্দন-আর্ত্তনাদ, উৎসাহ-অনুৎসাহ, জয়-পরাজয়ের অনন্ত হাস্য-ক্রন্দনপরিপূর্ণ ওয়াটারলু ক্ষেত্রে উদিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র শূন্য, ফরাসীসৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে, দূরে ইংরাজসৈন্য বীরমদে দণ্ডায়মান। পতিহীনা নারীর করুণ ক্রন্দনে, সন্তানহারা মাতার অজস্র অশ্রুপতনে বিভীষিকাময় যুদ্ধক্ষেত্র নানা অশান্তির মধ্যে শান্তি-বিভীষিকা মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিল! আর ঐ দেখ, অশ্বপৃষ্ঠে পরাজয়দলিত দেহ, অনুৎসাহ-অবনত চক্ষু, বীর নেপোলিয়ান ধীর পদবিক্ষেপে ওয়াটারলু ক্ষেত্রাভিমুখে পুনঃ অগ্রসর।

ত্বরায় অবশিষ্ট সৈন্য একত্রিত করিয়া একটি ব্যূহ নির্ম্মিত হইল। প্রবল স্রোতমুখে প্রস্তরখণ্ড সমূহ যেরূপ দৃঢ় স্থির, সেইরূপ এই সৈন্যব্যূহ ইংরাজসৈন্যের প্রবল আক্রমণে ধীর স্থির! তমসাময়ী রাত্রির তম গাঢ়তর হইল। একে একে সৈন্যশ্রেণী—সৈন্যবাহিনী ছিন্ন হইয়া মৃত্যুর করাল কবলে পতিত। একে একে বীর সৈনিক-জীবনের মহার্হ প্রাণ মৃত্যুযজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইল! ক্রমে ক্রমে যখন সেই অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর অল্পসংখ্যক মাত্র অবশিষ্ট রহিল, যখন কামান-বন্দুকের বারুদ-অগ্নি প্রভৃতি নিঃশেষ হইল, যখন শবস্তূপ জীবিত মানবস্তূপ অতিক্রম করিল, তখন সেই জয়নাদে উন্মত্ত ব্রিটীসসৈন্য ফরাসীসৈন্যের এইরূপ অসামান্য সাহসিকতা দেখিয়া বীরহৃদয়ের পাষাণদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল; ভয়মিশ্রিত ভক্তিরসে চিত্ত আপ্লুত হইল। ইংরাজ সৈনিকের কামান

প্রস্তুত, কামানে অগ্নি দিবার জন্য সকলে প্রস্তুত, এই সময় আসন্ন মৃত্যু-মুখে পতিত ফরাসীবৃন্দকে সম্বোধন করতঃ এক ইংরাজ সেনাপতির উচ্চ-কণ্ঠ সমরপ্রাঙ্গন কম্পিত করিল—"Brave Frenchmen surrender"।

ফরাসী-শোণিতে অস্ত্রত্যাগ, হীনবশ্যতা, শত্রুর কারাগারে জীবন যাপন লিখিত হইবার নহে। ঐ শুন ফরাসী সেনাপতির সগর্ব্ব উত্তর "Murder"। তৎক্ষণাৎ ইংরাজ-কামানের গম্ভীর ধ্বনি গগন-প্রান্তর পূর্ণ করিল। ধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত। তৎপরেই সকল স্থির ধীর নিস্তব্ধ। অজেয় সৈন্যব্যূহ ভেদে, অবশিষ্ট ফরাসী সৈনিকবৃন্দ সমূলে নিপাতে, ওয়াটারলুর ভীষণ যুদ্ধ সাঙ্গ হইল। আর ঐ দেখ, ইংরাজ-বীর ওয়েলিঙ্‌টনের জয়-পতাকা ওয়াটারলু-ক্ষেত্রে উড্ডীন।

যাহার নিকট জগৎ পদানত যিনি ভুবনসাম্রাজ্যের মহিমামণ্ডিত রাজ সিংহাসন লাভ করিতে অভিলাষী, তিনি ক্ষুদ্র দ্বীপ সেণ্ট হেলেনায় ইংরাজের বন্দী! কোথায় অমরত্ব, রাজচক্রবর্ত্তীত্ব নবজীবন, নববসন্ত, আর কোথায় মৃত্যু, দাসত্ব, অনুৎসাহ, দ্বাদশ মাসব্যাপী শীত! কোথায় মন্দাকিনীর অমর সুষমা পরিপূর্ণ ধীর স্থির মুক্ত সলিল প্রবাহ, আর কোথায় ধরাধামের পূতি গন্ধ-কৃমি-কীটপূর্ণ অবরুদ্ধ জল। কোথায় নৈসর্গিক মাধুর্য্যপূর্ণ গগনে সুললিত বিহগবৃন্দের মধুর কণ্ঠ, আর কোথায় শকুনি-গৃধিনীর পৈশাচিক ক্রন্দন!

পাঠক! একবার চিন্তা কর, যদি ওয়াটারলু-যুদ্ধে ব্লুচার অথবা ওয়েলিঙ্‌টন সমূলে নিধনপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে কি ইংলণ্ড অথবা জারমানীর কোন বিশেষ ক্ষতি হইত? জগতে ভূস্বামীত্ব, রাজত্ব, সম্রাটত্ব, অস্ত্রের প্রভাবে রক্ষিত হয় না। বালুকাময় তটে প্রকাণ্ড সৌধমালা নির্ম্মাণ করিলে যেরূপ ত্বরায় ধ্বংসে পতিত হয়, সেইরূপ উন্মুক্ত কৃপাণোপরি যে রাজত্ব সৃষ্ট, তাহারও মূলে ধ্বংসপরিণাম নিহিত।

ওয়াটারলু ক্ষেত্র যখন শোণিত-স্রোতে বিধৌত, যখন অসির ঝন্‌ঝনায়, কামানের ঘননাদে, অশ্বের চীৎকারে পূর্ণ, তখন জারমনী বিখ্যাত পণ্ডিত গেটের অমূল্য চিন্তারাশিতে জগতের মুকুটমণিরূপে আদৃত, আর বীর ইংলণ্ড বীরকবি বাইরণের অমূল্য কবিত্ব-শক্তিতে মুগ্ধ। ঐ যে ইউরোপের জগদনুকরণীয় সভ্যতা, ঐ যে বৈজ্ঞানিক আলোকের প্রখর কিরণ, ঐ যে দার্শনিক চিন্তার গভীর স্রোত, আর ঐ যে কবিত্ব-শক্তির মনোরম উৎস, উহা কি শারীরিক বলদ্বারা সম্পাদিত, না উহার মূলে মানসিক শক্তি নিহিত? ওয়াটারলু-যুদ্ধে যদি নেপোলিয়ান জয়লাভ করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপ তাঁহার পদানত হইত, তৎসহিত ইংরাজ-অধিকার সকল ফরাসী-কবলে পতিত হইত; তৎসহিত আফ্রিকা, আমেরিকা এবং সমগ্র জগতে ফরাসীর একাধিপত্য বিরাজিত হইত এবং স্বীয় স্বীয় স্বাধীন জাতির মধ্যে যে সামঞ্জস্য ভাব নিহিত, তাহারও সমূলে উচ্ছেদসাধন হইত। বীর নেপোলিয়ানের এ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ সেই বিশ্বনিয়ন্তা অনন্তের হস্তে নিহিত। সামান্য অস্ত্রহীন ধনহীন সৈনিক ক্রমে ক্রমে এ যুদ্ধে ও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, এ প্রদেশ ও মহাদেশ করতলগত করিয়া যে জগতের একাধিপতিত্ব লাভ করিবেন, ইহা কি বিশ্বের মঙ্গলকর না অমঙ্গলকর? স্বাধীন দেশে কোন লোক নিম্ন অবস্থা হইতে ভূস্বামী হইলে, তৎসহিত অন্যান্য লোকের পতন নিহিত, কোন ভূস্বামী রাজত্ব লাভ করিলে তৎসহিত অনেক রাজ্যের ধ্বংস নিহিত, কোন সম্রাট কোন মহাদেশ জয় করিলে, তৎসহিত অনেক সাম্রাজ্যের ধ্বংস নিহিত থাকে, ইহাই জগতের নীতি; ইহাতে কি বিশ্বের মঙ্গল স্থাপিত, না অমঙ্গল-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত?

এই বিংশ শতাব্দীতে, একবার ওয়াটারলুক্ষেত্রে ঘনান্ধকারে বিচরণ কর, ঐ দেখ, এখনও তোমার সম্মুখে সেই ভীষণ যুদ্ধ-দিন উপস্থিত!

ঐ দেখ, নেপোলিয়ান সেই ঘোটকে বীরবেশে দণ্ডায়মান; সেই যুদ্ধ দেবতাস্বরূপ খর্ব্বাকৃতি পুরুষের কপোলদেশে প্রতিভাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত; আর ঐ দেখ, এখনও ইংলণ্ড-বীর ওয়েলিঙ্‌টন্ জয়নাদে ওয়াটারলু-ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া সহাস্যমুখে দণ্ডায়মান। ঐ দেখ, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রবল বহ্নি প্রজ্জ্বলিত, ঐ দেখ, নিশার তমসা উপেক্ষা করিয়া সঙ্গীন কৃপাণের দীপ্ত রশ্মি; ঐ শুন, এখনও জিয়ান শৈলমালার শেখর প্রদেশে মৃত সৈনিক গণের মৃত্যুকালীন চীৎকার! ঐ শুন, এখনও ফরাসী বীরবৃন্দের প্রবল আস্ফালন; ঐ শুন, এখনও সেই অসমসাহসিক সৈন্যবৃন্দের একতানে মিশ্রিত শোণিত-প্লাবিত পার্ব্বতীয় নদীর উন্মাদ কণ্ঠ। ঐ শুন, এখনও জিয়ান শৈলমালাস্থিত মৃত সেনানীবর্গের অম্বর-কম্পন সমর-নাদ। এখনও সেই ওয়াটারলু গগনের তারকারাজি পথভ্রান্ত পথিক-মনে পুরাতন বিভীষিকার ক্ষীণালোক জাগরিত করে। এখন সেই চিরশত্রু ইংরাজ-ফরাসীর ভিতর এক সখ্য-বন্ধন দেখিয়া উত্তর মহাসাগরে ভ্রমণকারী কোন পরিব্রাজকের মনে এক মহাবিস্ময়-রেখা জাগরিত করে। এখন ও সেই চক্রনিবদ্ধ অনন্ত উর্ম্মিমালাবক্ষ উত্তর মহাসাগর-তীরস্থ পাদপশ্রেণী পোতারূঢ় পরিব্রাজক-মনে সেই সমরক্ষেত্রের এক মহান্ চিত্র স্থাপিত করে।

আর এই সময়েই জটিল রাজনীতি-চিন্তাব্যূহ ভেদ করতঃ পরিব্রাজকমনে সংস্কৃত কবির অমৃত-গাথা উত্থিত হয়ঃ—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক-রেখা॥
বেলানিলায় প্রসৃতা ভুজঙ্গা মহোর্ম্মি বিস্ফূর্জথুনির্বিশেষাং।
সূর্য্যাংশু সম্পর্ক সমৃদ্ধ রাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ॥"

অশ্রু ও সঙ্গীত।

—oo—

It was a bright and cheerful afternoon.
Towards the end of the sunny months of June,
When the north wind congregates in crowds,
From the horizon, and the stainless sky
Opens beyond them like eternity,
All things rejoiced beneath the sun, the weeds,
The river and the cornfields, and the reeds,
The willow leaves that glanced in the light breeze
And the firm foliage of the larger trees.
It was a winter such as when birds die
In the deep forest and the fishes lie
Stiffened in the translucent ice, which makes
Even the mud and slime of the worm lakes
A wrinkled clod as hard as brick! and when
Among their children, comfortable men
Gather about great fires, and yet feel cold;
Alas then for the homeless beggar old.

Shelley.

উজ্জ্বলাদিত্যের প্রখর রশ্মি। তপ্তবায়ু-মণ্ডলে মধ্যাহ্ন-পৃথিবী আপাদমস্তক আবৃত। প্রখর রৌদ্রতাপে মানব-পশু-পক্ষী যাবতীয় প্রাণী নিচয়ের হা হতাশ। কুপ তড়াগ-নদীবক্ষ তপ্ত সলিলে উত্তপ্ত। প্রলয়-কালীন গভীর নিনাদে কৃষ্ণবাসপরিহিত গগনমণ্ডল পূর্ণ; অকস্মাৎ ঘন অশনিপাত। কৃষ্ণমেঘাবরণে তারকাকুঞ্জ আবৃত। পথহীন পথিকের

আসন্ন বিপদ্। কুটীরসম্বল দরিদ্রের উন্মুক্ত মৃত্যুপথ। আর ঐ দেখ, দুঃস্থমানব মনশ্চক্ষে হলাহল অশ্রু !

কৌমুদীস্রোতে জগৎ হাস্যময়। বাতায়নপথে, প্রকোষ্ঠ ছিদ্রে প্রবিষ্ট চন্দ্রিকাজাল। সুনীল নীরদমালা-শোভিত অনন্ত আকাশ। স্তবকে স্তবকে পুষ্পগুচ্ছ। নীলমেঘে দেব-ললনাগণের অনন্ত ক্রীড়াপাদ-বিক্ষেপ মত্তমাতঙ্গ সদৃশ নীরদখণ্ডের তালে তালে নৃত্য। তারকারাণীর মধুকর পরিবৃত কুঞ্জকানন, সুধাংশুর অমলমাধুরীপূর্ণ হাস্যোচ্ছ্বাস। নীল আকাশক্রোড়ে স্বর্ণ-সৌদামিনীর অপরূপ মনমোহন মুরতি-বিকাশ। শ্বেত-নীল মেঘমালার একত্র মিশ্রণে নীল-শ্বেতোৎপলের স্নিগ্ধকুসুম-দাম। প্রভাত-অরুণের দিব্য কান্তি স্বর্ণোজ্জ্বল রাগমালায় প্রভাতগগন স্বর্ণোজ্জ্বল। আর ঐ শুন মানব-মনঃকুঞ্জে মনোহর সঙ্গীত !

হায়েনা, ব্যাঘ্র, মাতঙ্গ, সিংহ, অজগর, হিংস্র শ্বাপদ জন্তু। দীর্ঘ দীর্ঘ শাল, বট, দেবদারু, মহীরুহ। মধ্যাহ্নে আমাবস্যা-নিশীথ-প্রাণি-ভক্ষণ লালসায় হিংস্র জন্তুর লক্লক্ জিহ্বা। মানব বসতিহীন। বন্য-জন্তুর পৈশাচিক রাজত্ব। দস্যু—চোরের গুপ্তধন-রক্ষাগার। নিঃস্বের শত শত মুণ্ডপাত। জটিল দীর্ঘ কণ্টকলতা প্রকাণ্ড বৃক্ষ-পরিণত, মহারণ্য-পথ-ব্যাপ্ত। আর ঐ দেখ—মানবমনশ্চক্ষে হলাহল অশ্রু !

গোলাপ, জুই, জাতী, নানাবিধ পুষ্প। তমাল-ক্রোড়ে মাধবীলতার রমণীয় দৃশ্য। নর-নারীর সান্ধ্য ভ্রমণ। ধনীর কুঞ্জকানন। অমাবস্যা-নিশীথের শ্বেত প্রভাত। কুসুমশ্রেণীর অপূর্ব্ব হারে পাদপনিচয় বেষ্টিত। আর ঐ শুন, মানবমনঃকুঞ্জে মনোহর সঙ্গীত।

সংসারারণ্যে ব্যবসায়ী সাধু। কৃত্রিমতার প্রবল স্রোত। অনিচ্ছা-বনতদেহে কৌপীন-চন্দন-তিলক সাজ। রৌপ্যলাভে ক্রিয়াকলাপ। অভ্যন্তরে হিংসা-দ্বেষ পাপানল। বহির্ভাগে পবিত্রতার কৃত্রিম রেখা।

অধার্ম্মিক ক্রিয়াপদ্ধতিতে মানবমন অধিকার। দিবাভাগে সাধু-বৃত্তি; নিশায় দস্যুতা—পাপ-তাপ স্রোতের প্রখর তুফান। সংসার-অগ্নির বৃদ্ধিকরণোপায়ে শনৈঃ শনৈঃ পাপকাষ্ঠ-সংগ্রহ। আর ঐ দেখ—মানব-মনশ্চক্ষে হলাহল অশ্রু!

তাল, তমাল, অশোক, শ্রীফল বৃক্ষশ্রেণী। সুজল তড়াগমালা আনন্দোচ্ছ্বাসে হিল্লোলিত। হিংস্র ব্যাঘ্র, হিংস্র সিংহ হিংসা-দ্বেষ-বিরহিত। ধূসর সন্ধ্যায় অস্পষ্ট তারকা শোভিত হরিৎ-শ্বেতোজ্জ্বল হরিণ। ঋষি-পত্নীর পদপ্রান্তে নীবারধান্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। মৃণ্ময় হরিণ তদ্ভক্ষণে রত। যজ্ঞধূম বনফললব্ধ তাপসবৃন্দের অতিথিসৎকারক। যুবরাজ যুবরাজপত্নী গোরক্ষক গৃহপরিচারিকারূপে পর্ণশালায় আগত। দেবদুর্ল্লভ সামধ্বনি। পবিত্রতার অমল স্রোত। অজিনাসন স্থাপিত। ইঙ্গুদী—স্নেহপ্রদীপ পর্ণশালায় দীপ্ত। ঋষিবালকগণ কর্তৃক অমরকবি-সঙ্গীত গীত। সবিতৃস্তোত্র পবিত্র মনে পঠিত। আর ঐ শুন, মানবমনঃকুঞ্জে সুমধুর সঙ্গীত।

রাজত্ব, সাম্রাজ্য, ভুবন-একাধিপতিত্ব, জ্ঞান-বিদ্যা-চিকিৎসা-বিজ্ঞান-আলোক প্রচারিত। মানব-মনে ভক্তিভয় উত্থিত। স্তরে স্তরে উন্নতির উচ্চচূড়া। জন্মভূমি কল্যাণার্থে ভুবনবিজয়ে অগ্রসর। প্রতিভার অমল দীপ্তিতে জলস্থল আলোকিত। কবি, পণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ভাষাজ্ঞ, জ্ঞানার্ণবের অকূলজল-স্রোতে নিমজ্জিত। আর ঐ শুন—মানব-মনঃকুঞ্জে সুমধুর সঙ্গীত।

দরিদ্র-কারাগৃহ। পরাধীনতা। জন্মভূমির উন্নতি-বিসর্জ্জন। বিদেশে জীবন-ত্যাগ। জ্ঞান-বিদ্যাচর্চ্চার বহির্ভূত স্থান। নানা ক্লেশে জীবন-যাপন। স্বর্গ হইতে নরকে পতন। রাজ্যত্যাগ, সাম্রাজ্য-ত্যাগ। শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির উদীয়মান সূর্য্যের অকস্মাৎ করুণ অস্ত। বিকসিত

জীবন-পুষ্পের শৈশবে কীটদংশ। প্রবল আশা-তুফানের অকস্মাৎ লয়। অনন্ত জল স্রোতে শরীরভেদ। আর ঐ দেখ—মানবমনশ্চক্ষে হলাহল অশ্রু!

মন্দাকিনীর অমর-সুষমা। নন্দনে পারিজাত কল্পবৃক্ষ স্বর্গীয় পাদপ-নিচয়ের কুসুমভারাবনত মস্তক। স্বর্গললনাবৃন্দের অপরূপ ক্রীড়া। স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিল। রাশি রাশি শ্বেতোৎপলের অনন্ত মুক্তহাস্য, মধ্যে মধ্যে নীলোৎপলের অপরূপ বিকাশ। মুক্তাহারে নীলকান্তমণির মধুর সমাবেশ। উদাত্ত অনুদাত্ত শ্রুতিধ্বনি। অমরবৃন্দের যোদ্ধৃবেশে ধীর পাদবিক্ষেপ। আর ঐ শুন—মানবমনঃকুঞ্জে সুমধুর সঙ্গীত।

অবরুদ্ধ জলপ্রবাহ। মর ঘৃণা। আবর্জ্জনা; বন্যবৃক্ষশ্রেণীর গর্ব্বিত মস্তক। ইতস্ততঃ শব-গলিতদেহ। শৃগাল-কুক্কুরের বীভৎস চীৎকার। নানা বন্য সলিল-পুষ্পে জলগর্ভ বিকৃত। রোগগ্রস্তদেহে ভীরুর জীবনহীন পাদবিক্ষেপ। বক্ষে কলেরা—ম্যালেরিয়া—বিসূচিকার অনন্ত বীজ। আর ঐ দেখ, মানবমনশ্চক্ষে হলাহল অশ্রু!

স্ফাটিক প্রাসাদ। কারুকার্য্যমণ্ডিত অনন্ত প্রকোষ্ঠ। বাতায়নপথ-বহির্গত অনন্ত আলোকমালার আনন্দ-নৃত্য। পর্য্যাপ্তান্নতৃপ্তের অবহেলিত অন্নরাশি। নীরোগ, স্বস্থ, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের অনন্ত প্রস্রবণ। সন্তান-সন্ততির হাস্যময় প্রাঙ্গন। জ্ঞান-বিদ্যা উন্নতির শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসরণ আর ঐ শুন—মানবমনঃকুঞ্জে সুমধুর সঙ্গীত।

অনন্ত রোগ, প্লেগ, জ্বর, বিসূচিকা, নানা ব্যাধি। দুঃখের—শোকের অনন্ত পদাঘাত। সন্তান-সন্ততির অভাবে নীরব কুটীর-দ্বার। অজ্ঞতা—অবনতির শনৈঃ শনৈঃ বদন-বিকৃতি। আর ঐ দেখ—মানবমনশ্চক্ষে হলাহল অশ্রু!

কবি, দার্শনিক! তোমার কল্পনার নেত্রে, তোমার দার্শনিক ভাবে

একবার এই বিশ্বমণ্ডল নিরীক্ষণ কর ; একবার স্থূলজগৎ হইতে সূক্ষ্ম-জগতে আগমন কর, একবার প্রকৃতির অপূর্ব্ব বিকাশ পরিদর্শন কর ; একবার জাগতিক বিভিন্ন ভাব অবলোকন কর, দেখিবে, এই জগৎ দুই ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশে মণি-কাঞ্চন সদৃশ। গঙ্গা-যমুনার মিলনে. কৃষ্ণ-স্ফটিক জলের একত্র মিশ্রণে সন্ধিস্থান যেরূপ অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম দৃশ্য ধারণ করে, সেইরূপ এই দুই ভাবের অপূর্ব্ব মিলনে জগতে যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম বস্তুনিচয় এবং ভাবনিচয়ের মধ্যে এক লোক-জ্ঞানচক্ষু-অগোচর মাধুর্য্য বিরাজিত। ইহার একটির নাম **অশ্রু,** আর একটির নাম **সঙ্গীত।**

অতৃপ্ত সংসার।

—*—

Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around;
Nor that content, surpassing wealth,
The sage in meditation found,
And walked with inward glory crowned;
Nor fame nor power nor love nor leisure.
Other I see whom these surround—
Smiling they live, and call life pleasure;
To me that cup has been dealt in another measure.
Yet now despair itself is mild,
Even as the winds and waters are,
I could lie down like a tired child,
And weep away the life of care
Which I have borne and yet must bear.—
Till death like sleep might steal on me,
And I might feel in the warm air
My cheek grow cold, and hear the sea
Breathe o' er my dying brain its last monotony.

Shelleh,

জ্বালা-যন্ত্রণার তীব্র বহ্নি চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান। সংসার-তীব্র-তাড়নার অসহনীয় কশাঘাত। অদ্য গৃহদাহ, নিঃসহায় পরিবারের গগনোন্মাদনকারী আর্ত্তনাদ। কল্য পুত্রশোকাতুর পিতার উন্মত্তাবস্থা। পরশ্ব অনূঢ়া কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার্থে ভ্রমণ।

দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী প্রবল বদন ব্যাদন করতঃ হুঙ্কার শব্দে অগ্রসর। ঐ আবার রুশভল্লুকের তীব্র আস্ফালন। ঐ দেখ, মদভরে গর্ব্বিত ব্রিটীশ-সিংহ, নিরীহ—অহিংসা পরমধর্ম্মই যাহাদের জাতীয় মন্ত্র সেই পরম ঋষিসদৃশ জাতির আবাসস্থানে সৈন্যবাহিনীর পর সৈন্যবাহিনী-প্রেরণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতের অবস্থা আরও শোচনীয় করিবার নিমিত্ত রাজনৈতিক কূটজাল বিস্তারে রত। ঐ দেখ, পদদলিত ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকার রাজপথে আদিমনিবাসীদিগের সমভিব্যাহারে তদুচিত সম্মানের শতাংশের এক অংশেও বঞ্চিত হইয়া বন্যপশুবৎ কদর্য্য ক্রীতদাসের কার্য্যে নিযুক্ত! দেশদেশান্তরের বার্ত্তা না আলোচনা করিয়া, স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তোমাদের আপনার এক অন্নে প্রতিপালিত জাব স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণবিশেষের প্রবল অত্যাচারে আফ্রিকার-রাজনৈতিক তুল্যব্যবহারে বঞ্চিত ভারতবাসী অপেক্ষা অধিক প্রপীড়নে পীড়িত। দাক্ষিণাত্যের 'পারিয়া' সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, মনুষ্য মনুষ্যকে কিরূপ করিয়া ঘৃণা করিতে পারে! একত্র পানাহার, ভ্রমণ, কথোপকথন ত অনেক উচ্চান্তঃকরণের পরিচয়, রাজমার্গে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাহার মহামোহগ্রস্তভাবে বিভোর হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের মূলমন্ত্র মহাসাম্য-মন্ত্রে পদাঘাত করিয়া, একজন নিরাহ 'পারিয়া' ভ্রাতার প্রতি থুৎকার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন! বঙ্গে দৃষ্টিপাত কর, চণ্ডালসম্প্রদায় কিরূপ অবজ্ঞাত, কিরূপ অপমানিত। তুমি মহাপবিত্র ঋষি, নিজের মঙ্গল-সাধনে ঈশ্বরের সামীপ্য-লাভার্থে চন্দন-চর্চ্চিত দেহে পর্ব্বতশৃঙ্গে সমাসীন। স্বীকার করিলাম, তুমি তোমার অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইলে; স্বীকার করিলাম, তুমি পরমেশ-করুণামৃত পান করিলে; কিন্তু তোমার বিদ্যাবুদ্ধি ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির ফল সমাজের আর আর লোক কি উপভোগ করিল? ঐ যে

বঙ্গের পদদলিত চণ্ডাল, উহারা তোমার ঐ জ্ঞানে কিছু উন্নত হইল কি ? একবার তোমার যৎসামান্য শক্তি যদি পারিয়ামণ্ডলীতে বা বঙ্গের চণ্ডাল-সমাজে বিতরণ করিতে, যদি তোমার পরমেশ-গাথা একদিন জ্ঞানান্ধ উহাদিগকে শুনাইতে, তাহা হইলে শত শত বৎসরাবধি অরণ্যে 'হা ঈশ্বর ! হা ঈশ্বর !' ক্রন্দনাপেক্ষা শতাধিক ফল ঐ ধর্ম্মবৃক্ষে শোভা পাইত। অরণ্যে মনুষ্যের গতিবিহীন স্থানে বন্য পশুমণ্ডলীর প্রবল রাজ্য ; ভক্ষণার্থে তাহারাও অন্যান্য পশুর উচ্ছেদ সাধন করিয়া নিজ উদর-পূরণে রত। অরণ্যের কথা ছাড়িয়া একবার সংসারারণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, এখানেও কত শ্বাপদ হিংস্র জন্তুর প্রবল অত্যাচার। একমাত্র উদর-পূরণই যদি মনুষ্যের চরম উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞানের এত উন্নতি সাধন, দর্শনের এত গভীর মীমাংসা, রাজনীতির এত কূটতর্ক, বৈদ্যশাস্ত্রের এত উন্নতি, মনুষ্যের এত জ্ঞান ও ভক্তিমার্গে আরোহণ কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। এই মোহান্ধ মানবের অন্তঃকরণে জ্ঞানের ক্ষীণালোক বিদ্যমান থাকাতে, মানব একেবারে পাপের গভীর কূপের নিকট অগ্রসর হইয়াও পদস্খলনে অধঃপাত-পথের পথিক হয়েন না। মানব চরিত্রবলে আপন উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র স্ববশে আনয়ন করিয়া এই পাপময় জগৎসমক্ষে চরিত্রের মহান্ আদর্শ ধারণ করেন। একমাত্র চরিত্রের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ভারত-ধর্ম্ম-ভিখারী শঙ্করাচার্য্য বেদান্তধ্বনিতে ভারত প্রতিধ্বনিত করতঃ মহান্ চরিত্রের মহান্ আদর্শ জগৎ সমক্ষে স্থাপন করেন। একমাত্র চরিত্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পরমঋষি যীশুখৃষ্ট ইহুদীদিগের ভিতর বাইবেল-প্রচাররূপ মহাব্রতের সমাধান করিয়াছেন। আর ঐ দেখ, গুরু নানক চরিত্র-দৃঢ়তায় পাঞ্জাব প্রদেশে নূতন এক সামরিক জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষের অন্তঃকরণে এক মহাভাবনার উদয়

হইয়াছিল; সেই ভাবনায় তাঁহারা সংসার-যন্ত্রণায় পদাঘাত করিয়া, সংসার-কণ্টক উন্মূলিত করিয়া, এক এক জন জগদ্‌বরণ্যে হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবনার ফল, তাঁহাদের গভীর চিন্তারাশি এখনও আমরা আস্বাদন করিতেছি ; এখনও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ কত কত সংসারবাতাহত জীব আবার নিজাভীষ্ট-লাভে নিযুক্ত।

মানবের মনে যখন একবার জ্ঞানাঙ্কুর রোপিত, যখন একবার সামান্য দেহের অসারতা বোধে "আমার" "আমার" ভ্রান্তিকথাপূর্ণ সংসার একটি মহারণ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়, অনুভব করেন, তখন ঐ মৃত মহাত্মাদের পদানুসরণরূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া বৈরাগ্যময় জীবনকে সংসারের প্রবল তুফানে ছাড়িয়া না দিয়া, একমাত্র মহাভাবনায় মগ্ন হইয়া জনক, মহম্মদ, নানক প্রভৃতি সাংসারিক যোগীদিগের ন্যায় জীবনকাল অতিবাহিত করেন। একমাত্র মায়াতেই এই সংসার আচ্ছন্ন ; মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিলেই সংসার-বন্ধন শিথিল হইল। সম্পূর্ণ মায়াবিহীন, পরমযোগী শুকদেব, মহামুনি বুদ্ধদেব, পাশ্চাত্যদেশীয় মার্টিন লুথার, ডায়জেনিস প্রভৃতি দুই একটি ব্যক্তি ব্যতীত সম্পূর্ণ বিরল। সংসার ত্যাগ করিলাম, মাংসাদি ছাড়িয়া শাকান্ন ধরিলাম, তৎপর এক সন্ন্যাসী ভ্রাতার সহিত "ডাউল" "লোটা" লইয়া মহাবিবাদ উপস্থিত! কোথায়—তোমার সংসারমায়া ছিঁড়িতে পারিলে কি? সংসারে হয় ত সম্পত্তি লইয়া, ধনাগার লইয়া, পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইতে, এখানে "ডাউল" "লোটা" লইয়া বিবাদ করিয়া মঠাধ্যক্ষের সম্মুখে সমাসীন হইলে। মায়া যেরূপ সেইরূপই রহিল।

ইউরোপ খণ্ডে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, বিদেশীয় সভ্যতার তর-তর-তরঙ্গে ভাসমান অনেক মহিলা সন্তানলাভে বঞ্চিত হইয়া বন্য-কুক্কুর-শাবককে সন্তানবৎ পালনে রত। আবার এসিয়াখণ্ডে দৃষ্টিপাত কর,

দেখিবে, অনেক অকালবিধবা ভারতরমণী পক্ষীশাবককে সন্তানবৎ পালনে রত। ভ্রান্ত মানব! এইরূপ করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে, সামান্য একটি তৃণ, কীট, পতঙ্গ হইতে ঐ যে অভ্রভেদী উন্নত হিমালয়, এই দুয়ের ভিতর প্রকাণ্ড এক মায়াশৃঙ্খলে তুমি আবদ্ধ। এই মায়া-পাশে বদ্ধ হইয়া তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের যতদূর উন্নতি সাধন করিতে পার, তাহা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। এই অনন্ত কোলাহলপূর্ণ শান্তিহীন সংসারে নিজ চরিত্র, বিদ্যা-বুদ্ধি, স্বগ্রাম, স্বদেশ, স্বদেশবাসী, পরদেশ, পরদেশবাসীর উন্নতির জন্যই জ্ঞানবৃদ্ধ সংসারপাশ একেবারে ছিন্ন না করিয়া সংসার-যাত্রা পবিত্র মনে নির্ব্বাহ করেন, এবং কখন কখন সংসারজ্বালায় ব্যথিত হইয়া—

"প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥

এই মহতী বাক্যমালা স্মরণ করতঃ দগ্ধপ্রাণে শান্তিবারি সেচন করেন।

আত্মোৎসর্গ।

—*—

Bast. This England never did, nor never shall,
Lie at the proud foot of a conqueror
But whon it first did help to wound itself,
Now these her princes are come home again,
Come the three corners of the world in arms,
And we shall shock them ; nought shall make us rue,
If England to itself do rest but true.

Shakeseear.

পৃথিবীতে মানব জন্মগ্রহণ করে কি জন্য ? কি জন্য জগতে মানবের এত প্রবল আধিপত্য ? কি জন্য অসীমবলশালী মত্তমাতঙ্গ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত মানবের পদানত ? মানবের মনে অসামান্য শক্তি আছে বলিয়া। এই শক্তি যদি পূর্ণরূপে বিকসিত হয়, তাহা হইলে জগৎ কেন, তদূর্দ্ধদেশে যদি কোন দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বাস করেন, কাল্পনিক হউন আর সত্যই হউন, মানব নিজ মনোবলে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন। মানবের মনে যদি এই অসামান্য বল না থাকিত, তাহা হইলে চতুষ্পদ পশুতে আর দ্বিপদ মানবে কি প্রভেদ ? শৈল সদৃশ শত শত করীর দেহে যে বল নাই, ক্ষুদ্র মানবের মনে তদপেক্ষা শতগুণাধিক বল বিদ্যমান। এই মনোবলের দ্বারা মানব কি না করিতে পারে ? মস্তকোপরি ঐ যে শশধরকিরণব্যাপ্ত নক্ষত্রাবলী-শোভিত অসীম গগনমণ্ডল দেখিতেছ, মানবের উর্ব্বর মস্তিষ্ক উহাকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছে। আর নিম্নে ঐ যে সলিল-বিপুল

বারিনিধি দেখিতেছ, মানবের বিদ্যা-বুদ্ধি ইহার অতলস্পর্শ গর্ভ হইতে রত্নরাজি উত্তোলন করতঃ পার্থিব ধন-ভাণ্ডারের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। টেমস্ নদীর অপূর্ব্ব সেতু, মিশরের স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠা পিরামিড্, অতুলনীয় কারুকার্য্য খচিত আগ্রার তুষারধবল সৌধশ্রেণী, ললনাকুল-সাম্রাজ্ঞী জানকীর অগ্নিপরীক্ষা, জীবনকালব্যাপিনী তপস্যার ফলে মহাযোগী সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি, ধর্ম্মবীর খৃষ্টের ক্রুশখণ্ডে জীবন উৎসর্গ, জগদিতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত মানবের চিরস্মরণীয় এই সমুদয় কার্য্যা-বলী মানবের আধ্যাত্মিক এবং মানসিক বলের দ্বারা সম্পাদিত।

এই প্রবন্ধে একটি জীবনী-শক্তিপ্রদায়নী আত্মোৎসর্গবার্ত্তা পাঠক-পাঠিকা-সন্নিধানে উপস্থিত করিব। মুসলমানরাজ্যের প্রবল প্রতাপ, প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান সম্রাট আরংজীব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। রাজ্যের উপর রাজ্য পদানত হইতেছে। শিখ-সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগ বাহাদুর, মুসলমান কর্ত্তৃক বার বার উৎ-পীড়িত হইতেছেন। সম্রাট তাঁহাকে কোন মিথ্যাপবাদে দিল্লী নগরীতে আনয়ন করিলেন। তেগ বাহাদুর, শিখসম্প্রদায়ের আদি গুরু নানকের ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে নানারূপ পীড়নে পীড়িত করিলেন। মোগল সম্রাট শিখ-গুরুর কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না, পরন্তু বিধর্ম্মী অবিশ্বাসী বলিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত করিলেন।

এবম্বিধ নানা অপমান এবং শারিরীক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সম্রাট তাঁহার মৃতদেহের মুসলমান-ধর্ম্মানুমোদিত কবর দান বা হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত দাহন, কিছুরই আদেশ দিলেন না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার দেহ কারাগারে এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গলিত হইবার আজ্ঞা প্রচারিত হইল। সংবাদ, মৃত গুরুর ভ্রপু

নব-মনোনীত গুরু গোবিন্দ সিংহের কর্ণে পৌঁছিল। পিতৃআজ্ঞা—মৃতদেহ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বিধানে দাহ করিতে হইবে—অকস্মাৎ তাঁহার মানসপটে উদয় হইল। অনতিবিলম্বে গুরু-গোবিন্দ সিংহ দিল্লী নগরীর নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যে সৈন্যসমাবেশপূর্ব্বক মৃতদেহ আনয়নের উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ-কল্পে যে তেজোময়ী বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুৎরেখা প্রবাহিত হইল। ক্ষণকাল কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে নীচবংশ-সম্ভূত বীরহৃদয় পিতা-পুত্র এই দুরূহ কার্য্য-সাধনে উত্থিত হইল। গুরু গোবিন্দ সিংহ হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ সহ তাহাদিগকে দিল্লী নগরীতে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের জনৈক অশ্বশকটপরিচালকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দিল্লীনগরীর রাজদুর্গে সর্ব্বত্র ইহার অব্যাহত গতি ছিল; ইনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আরব্ধ মহাব্রত-সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত শকটে আশ্রয় লাভ করিয়া উভয়ে দিল্লীদুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যথাসময়ে শকট, রুদ্ধ দুর্গদ্বারে উপনীত হইল।

চন্দ্রিকাব্যাপ্ত রজনীর চন্দ্রালোকে জগৎ উদ্ভাসিত। পিতা-পুত্র বর্ত্তমানে তাঁহাদের সম্মুখে এক অভিনব বিপদাশঙ্কা দেখিতে পাইলেন। এক একজনকে সেই মৃতদেহের পরিবর্ত্তে সেইস্থানে শবরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে, অপরকে সেই মৃতদেহ বহন করিয়া দুর্গ-বাহিরে যাইতে হইবে। যদি তাঁহাদের একজন মৃতদেহের পরিবর্ত্তে অবস্থিতি করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে পারে। ফলে তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং নবমনোনীত গুরুও তদুপযোগী আয়োজনের অগ্রে এক নূতন বিপদে পতিত হইতে পারেন। এই সকল পুত্র চিন্তা করিয়া পিতৃসম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া, পিতাকে উহা ছেদন

করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ পিতার সেবারত পুত্র, পিতার রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়া কিরূপে হত্যা করিবেন? মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃদ্ধের দক্ষিণকরধৃত শাণিত অসি উর্দ্ধে উত্থিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃদ্ধের মৃত শরীর ভূতলে পতিত হইল। বৃদ্ধের অমরাত্মা স্বার্থপর জগতে তাঁহার মহা স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, গুরুভক্তির অর্ঘ্য লইয়া অমরধামে জগদ্‌গুরু-সন্নিধানে গমন করিল। তাঁহার মানবদেহ মরজগতে দিল্লীশ্বরের কারাগারে পড়িয়া রহিল। মহান্ পিতার উপযুক্ত পুত্র শব বহন করিয়া দুর্গপ্রাচীর উলঙ্ঘন পূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লেখিত শকটে আরোহণ করিলেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত শকট জনাকীর্ণ দিল্লীর রাজবর্ত্ম ত্বরায় অতিক্রম করিয়া গুরুগোবিন্দ সিংহের সন্নিধানে উপনীত হইল। স্বার্থত্যাগের মহত্তর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? কুরুক্ষেত্রের মহারথী মহাবীর কর্ণের ভগবান্ দ্বারকানাথ সম্মুখে স্বীয় পুত্রের মস্তকচ্ছেদন, জ্ঞানবৃদ্ধ শান্তনু-তনয় ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, রাজ্যত্যাগ ও চিরকৌমার ব্রত, দশরথাত্মজের পিতৃসত্য-পালনার্থে বনবাস, ইংলণ্ডেশ্বর আলফ্রেডের ডিনেমার হস্ত হইতে রাজ্য-প্রাপ্তি-নিমিত্ত অরণ্যে দরিদ্রগৃহে অজ্ঞাতবাস, বুয়রদিগের স্বদেশপ্রেমজনিত স্ত্রীপুত্রপরিজন সমভিব্যাহারে দুইবৎসরকালব্যাপী যুদ্ধ, আর নবোন্নতি দিবাকরকিরণমালাদীপ্ত জাপান-সৈন্যের চীন-প্রাচীর-ধ্বংসকালীন অভূতপূর্ব্ব জীবনবিসর্জ্জন সহ এই যুদ্ধের আত্মোৎসর্গ-বার্ত্তাও লিখিত হইবে এবং মানবজগৎ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই জীবনী-শক্তি-প্রদায়িনী বিবরণী পাঠে এক নবজীবন লাভ করিবে।

সঙ্গীত।

—*—

I pant for the music which is divine
My heart in its thirst is a dying flower.
Pour forth the sound like enchanted wine.
Loosen the notes in a silver shower.
Like a herbless plain for the gentle rain,
I gasp, I faint, till they wake again.
Let me drink of the spirit of that sweet sound
More, Oh more !—I am thirsting yet !
It loosens the serpent which care has bound
Upon my heart, to stifle it ;
The dissolving strain through every vein
Passes into my heart and brain.

Shelley.

Music is a moral law. It gives a tone to the universe. wings to the mind and flight to the imagination, a charm to the sadness. gaiely and life to everything. It is essence of order. leads to all that good and beautiful, of which it is the invisible but nevertheless dazzling, passionate eternal form.

অসংখ্য জ্বালা যন্ত্রণা, সুখ-দুখের প্রবল তরঙ্গাঘাত, সংসার-মরুর উত্তপ্ত বালুকার তামসিক দৃশ্য ; এমন সময় কি এক সুধাসিক্ত স্বরলহরী নদীতট প্রতিধ্বনিত করিয়া আমার সংসার-কুহকাবদ্ধ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল ! সে স্বর তট-তরুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া

পুলিনস্থিত স্থল-কমলিনীর নয়ন-মনোরম মাধুর্য্য আরও মধুরতর করিয়া, নীরব গগনচন্দ্রাতপতলের নীরব তারকাশ্রেণীর কবি-নয়ন-মনোহর গাম্ভীর্য্য গভীরতর করিয়া অনন্ত নীলাকাশে বিলীন হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, নদী-বক্ষে এক ক্ষুদ্র তরণীর উপর এক পরমহংসমূর্ত্তি ; মস্তকে জটাভার, ভালে চন্দনরেখা, মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে পরমেশ-চিন্তায় রত।

সঙ্গীতের কি অপূর্ব্ব শক্তি! যিনি একবার সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়াছেন, যিনি কোন সুগায়কের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি অনন্ত সংসার তাপে তাপিত হইয়া, নৈশ নিস্তব্ধতাময় নদীপুলিনে ভ্রমণ করিতে করিতে সঙ্গীত-সুধা পান করিয়াছেন, তিনি ইহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদনে সক্ষম। উন্নতমস্তক হিমালয়-দর্শনে কল্পনার দ্বার যেরূপ উন্মুক্ত হয়, বীচিমালা-শোভিত রত্নাকর-দর্শনে মন যেরূপ আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়, সেইরূপ সঙ্গীত-সুধা সংসার-পাপলিপ্ত মানব ক্ষণকাল উপভোগ করিলে, তাহার সর্ব্ব যন্ত্রণা বিস্মৃতির অতলগর্ভে লুক্কায়িত হয়। তিনি অনন্ত সন্তাপের মাধুর্য্য প্রাপ্ত হন ; তাঁহার কল্পনার শত প্রস্রবণ মুক্ত হয়!

যিনি সঙ্গীতে সুপটু, যিনি সঙ্গীত-শ্রবণে মুগ্ধ হন, তাঁহার পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি থাকিলেও, তাহা করিতে সহজে সক্ষম হয়েন না। তাঁহার হৃদয় অসংখ্য পাশ রাশিতে পূর্ণ থাকিলেও, তাহাতে কিছু পবিত্রতার অমল সুগন্ধ বিরাজ করে। তাই কবিসম্রাট সেক্সপিয়র তাঁহার জগদ্বরেণ্য সারস্বত বীণার তানে কবি-কুঞ্জ আমোদিত করিয়া গাহিয়াছেন :—

"The man that hath no music in himself
Nor is moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treason, straegems and spoils."

ঊর্দ্ধে নীলাকাশে দৃষ্টিপাত কর, বিশ্বস্রষ্টার হস্তলিখিত গগন-মহাকাব্য পাঠ কর, দেখিবে, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অক্ষরে অক্ষরে পীযূষপরিপূর্ণ স্বর্গীয় সঙ্গীত! যিনি সেই মহাকাব্যের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, যিনি সেই মধুর কাব্যামৃতপানে মুগ্ধ, তিনি সংসার-পিপাসা বিস্মৃত হন! তাঁহার অতৃপ্ত পাঠ-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত মানব-পাঠাগারের আর সম্মুখীন হইতে হয় না। নিম্নে ঐ নীল বারিধির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তাহার প্রত্যেক তরঙ্গে—তাহার স্ফীতবক্ষস্থিত প্রত্যেক বস্তুতে কত সঙ্গীত—কত মধুর রস পরিপূর্ণ! যিনি এই সঙ্গীতামৃত পান করেন, তাঁহাকে আর পার্থিব অসার সঙ্গীতের প্রতি চিত্ত-সঙ্গতি করিতে হয় না। ঐ যে মাতৃকোলে সুকুমার শিশু হাস্যরূপ রজত-ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে মাতৃ প্রতি উদাসপ্রাণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, উহার বদনালেখ্য পাঠ কর, দেখিবে কত সঙ্গীত—কত মধুর সাত্ত্বিকভাবে উহার ঐ দেব-বদন পরিপূরিত!

ঐ যে কৃষক লাঙ্গল-হস্তে প্রখর রৌদ্রতাপে তাপিতান্তর; জঠরানলে পীড়িত, প্রান্তর মধ্যে কৃষিকার্য্যে রত, উহার ঐ নীরস কঠোর মনও এক মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ! আর ঐ দেখ, দ্বিপ্রহরাতীত রাত্রি, চতুর্দ্দিগে স্তূপাকারে পুস্তক সজ্জিত, ঐ যে জ্ঞান-যোগী অধ্যয়নে রত উঁহার ঐ ধ্যান-নীরব মন এক সুমধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। অতি পুরাকালে, বিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মিও যখন জগতে প্রবেশ করে নাই, তখন সর্ব্ব কর্ম্ম মধুর কবিতা-সঙ্গীতে সম্পাদিত হইত। বেদাদি অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার পবিত্র ঋষি-মুখ-নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতে গীত হইত। ব্যাকরণ জ্যোতি-ষাদি অতি জটিল শাস্ত্রাদিও আর্য্য-ঋষিবৃন্দ শিষ্যমণ্ডলীতে পদ্যগীতে শিক্ষা দিতেন। খৃষ্টানদিগের বাইবেল্, মুসলমানদিগের কোরাণ্, হিন্দুদিগের বেদাদি শাস্ত্র প্রভৃতি আদিম শাস্ত্রসমূহ পদ্যগীতেই রচিত হইয়াছিল।

যত রকম তীব্র সংসার-যন্ত্রণা হউক না কেন, সঙ্গীতের অসীম মোহিনী শক্তি তৎসমুদয় নীরবে সহ্য করিতে সক্ষম করে। এই জ্বালা-ময় সংসারে যিনি সর্ব্ব বিষয়ে সঙ্গীত উপলব্ধি করিতে পারেন, জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে যিনি সঙ্গীতসুধা উপভোগে সমর্থ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। তাহাতেই পাশ্চাত্য জ্ঞানর্ষি কার্লাইল সঙ্গীত-সুধাসিক্ত ভাবরসে বিভোর হইয়া দার্শনিকের ভাষায় গাহিয়াছেন ঃ—

"Music is a kind of in articulate unfathomable speech, which leads up to the edge of the infinite and lets us for moments gaze into it."

তাহাতেই অনন্ত ভক্তিরসপূর্ণ পুরাণ শাস্ত্রে শক্তি-ধ্যানমগ্ন ভক্তবৃন্দ তীব্র মধুরভাব-প্লাবিত স্তোত্রে গবাক্ষদ্বার-বহির্গত আলোক-রশ্মির ন্যায় জ্ঞান-ভক্তিসম্মিলিত হৃদয়-দ্বার-প্রবাহিত সঙ্গীত-রশ্মি বিকীরণ করিয়া ভাবভ্রমরপরিবৃত আধ্যাত্মিক-বাতবিকম্পিত মুখারবিন্দে সঙ্গীতচার্য্যের অমিয়মাখা ভাষায় গাহিয়াছেন ঃ—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

পাঠক! যদি সঙ্গীতাভিজ্ঞ হও, যদি সঙ্গীতামৃতে হৃদয়কুঞ্জ অভিষিক্ত করিতে পার, তাহা হইলে সঙ্গীতবিজ্ঞান অনুসরণে সুমধুর গীতে এই স্তোত্রটি পরিণত করিবার চেষ্টা একবার করিও।

পুরাকালে ঋষিবৃন্দ বীণা সংযোগে সামধ্বনি করিতেন, দেবর্ষির অমিয় বীণা-ঝঙ্কারে এক সময় স্বর্গ-মর্ত্ত্য ঝঙ্কারিত হইত। কুঞ্জর, শিখী ও সর্প সঙ্গীতামোদে মুগ্ধ হয়; বংশী-রবে নৃত্য করে। পতঙ্গ হইতে মাতঙ্গ পর্য্যন্ত, দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে জ্ঞানবৃদ্ধ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, সকলই সঙ্গীতরসে মুগ্ধ।

ভারতবর্ষই সঙ্গীতের লীলাভূমি। মেঘ দর্শনে শিখিনীর সেই ষড়্জ-সংবাদিনী কেকায়, ভারতাকাশের জলদ দর্শনে চাতকের সেই ঋষভ-সংবাদ 'ফটিকজল' রবে, রৌদ্র-প্রপীড়িত ছাগের সেই গান্ধার-সংবাদ ছাগধ্বনিতে; সলিলবিহারী ক্রৌঞ্চের সেই মধ্যম-সংবাদ ক্রৌঞ্চরবে, বসন্তে পিকের সেই পঞ্চম-সংবাদ 'কুহু কুহু' তানে, বর্ষায় ভেকের সেই 'গ্যাঙো গ্যাঙো' ধৈবতসংবাদে, আর গজের সেই ব্যোমোন্মাদক নিষাদ-সংবাদ গজগর্জ্জনে ভারতবর্ষেরই বন-উপবন, শৈল-প্রান্তর, অনন্ত অম্বর কম্পিত। আর অদ্য একাধারে রণোন্মাদিনী বসন্তরূপিণী সঙ্গীত-দেবীই ধৈবত-নিষাদ নানা প্রহরণধারিণী, আর মধ্যম-পঞ্চম—বসন্ত-বসন-পরিহিতা। সেই পক্ষীকুল-কূজনে, অলিকুল-গুঞ্জনে, নিসর্গ-বীণাশোভিতা সঙ্গীত-দেবীই অদ্য জগৎ-ললামরূপিণীরূপে ভারতে অধিষ্ঠিতা।

বিজ্ঞানালোকদীপ্তা ভোগসুখলিপ্তা পাশ্চাত্যভূমি অপূর্ব্ব বেশবিন্যাসে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াও অদ্য ভারতের শিষ্য-রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদ্য-যন্ত্র হস্তে সঙ্গীত-বিজ্ঞানালোকভূষিতা উন্মুক্তকুন্তলা জ্ঞানবৈরাগ্যময়ী সঙ্গীত-মাতৃদেবীর পদ-পঙ্কজ-পূজনরতা।

বীর-চিন্তা।

— oo —

But dauntlessly there stood
King Porus, towerng' midst the foe,
Like a Himala-peak
With its eternal crown of snow :
And on his brow old shine
The jewelled regal diadem.
... ...
... ...
Hail, brave and warlike prince
Thy generous rival bids the cease—
Behold ! there flies the fiag,
That hills dread war. and wakens peace.

Michael M. S. Dutt.

The fiery mountains answer each other.
Their thunderings are echoed from zone to zone ;
The tempestuous oceans awake one another,
And the ice-rocks are shaken round Winter's throne,
When the clarion of the Typhon is blown

Shelley.

কাঞ্চনভূষিতা অনবদ্যাঙ্গী ফরাসী-সম্রাজ্ঞীর শোভন অঙ্গ পৃথিবী-সংস্থিত নানা হীরক-প্রবলাদি মণিমুক্তায় ভূষিত করিব ; কাঞ্চন-বিমণ্ডিত

মদিরাবিহ্বলা ফরাসী দেবীর আরক্তিম কপোলদেশ বিজয়রাগে রঞ্জিত করিব; জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাষা, যুদ্ধনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির অপূর্ব্ব কৌশলে ফরাসী-বিদ্যামন্দির, ফরাসী-বন্দর, ফরাসী-মন্ত্রীসভা, ফরাসী-ধনাগারের অপূর্ব্ব গৌরব—ধরাধামের অনন্ত রাজ্যনিচয়ে পদাঘাত করিয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এই চিন্তা ক্ষুদ্র দ্বীপনিবাসী বালকের মনে আবাল্যবার্দ্ধক্যাবধি জাগরিত ছিল।

বালক বালুকায় বালুকা-রাশিদ্বারা সৈন্যাবাস নির্ম্মাণ করিল। সঙ্গীসঙ্গিনীদের সহিত যুদ্ধশ্রেণী গঠিত করিল। বালক বীরবেশে কৃত্রিম সৈন্যসজ্জা সজ্জিত করিয়া যুদ্ধসাজে কৃত্রিম সমরাঙ্গনে উপনীত।

যৌবনে বীরনাদে উন্মত্ত বিদেশীয় সৈন্যবৃন্দপরিরক্ষিত সৈন্যাবাস ভগ্ন করিয়া, বিবিধ দেশ-বিদেশে ফরাসী জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন।

অনন্ত যুদ্ধ, অনন্ত সংগ্রাম, অনন্ত পরিশ্রমে নিশাদিন যাপন। মানব বিশ্রাম সময়ে নানা কথা-প্রসঙ্গে, নানা আমোদে—ক্রীড়া কৌতুক-রঙ্গে জীবন যাপন করে, অথবা নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম করে; কিন্তু বীরের বিশ্রাম, বীরের সুখ-শান্তি উপভোগ সাধারণ মানবাপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্। বীজগণিতের জটিল "লগারিথিম" চিন্তাতেই তাঁহার অমূল্য বিশ্রাম-সময় যাপিত হইত।

আফ্রিকা-সম্রাজ্ঞীর মুকুটমণি জ্ঞান-বিদ্যাপরাকাষ্ঠা-পরিচায়ক পীরামিডের আভ্যন্তরিক পুরাতন সভ্যতার জ্বলন্ত পরিচয় আস্বাদন কল্পে বীর স্বদেশত্যাগী।

শ্বেততুষার-কিরীটী সর্ব্বোচ্চপ্রায় গিরিশেখরের তুষার-সজ্জা অতিক্রম করণার্থে তাঁহার অনন্ত সজ্জা! বীর অশ্বারোহীবৃন্দের পর্ব্বত উল্লঘনে বার বার পতন আর নেতৃত্বকার্য্যে অগ্রসর বীর অন্য বীরাগ্রগণ্য!

সম্রাট বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে ত্যাগ করিতে পারেন সত্য, যশ-প্রতিভার

উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, যৌবন-সঙ্গিনী পরমপ্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু ঐ যে কর্সিকা-দেশবাসী ব্যবহারজীবীর কন্যা, যাহার ধন-সম্পত্তি-মান—টুলোর অগণ্য রত্নরাশি—পারিসের জগৎপূজ্যা রাজসভার সম্মুখে সূর্য্য সম্মুখে মৃত্তিকা-দীপ-সদৃশ, সেই দরিদ্র মাতার ঐ জগজ্জননী মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন নাই।

বাল্মীকির বর্ণিত অযোধ্যারাজ প্রজা পালনার্থে প্রিয়তমা মহিষীকে বনবাসাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশ প্রবল রাজনীতির জটিল আন্দোলনে মগ্ন। পত্নী রাজবংশসম্ভূতা না হইলে তাঁহার গর্ভজাত সন্তান কিরূপে ফরাসী-সিংহাসনে আরোহণ করিবে, প্রজামণ্ডলীর মধ্যে এই প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে উদিত হইল। রাজনীতিজ্ঞ বীর প্রজাতুষ্টির নিমিত্ত দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। বজ্রকঠিন—পরক্ষণেই কুসুম-কোমল-মন ইহাতে সন্তোষ লাভ করিল না, জীবনব্যাপী দুঃখের পর কারাগারেও প্রথমা পত্নীর জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন!

যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় লাভ করিয়া, অবশেষে ক্ষণকালতরে আকস্মিক ভীতি উৎপন্নতায় যুদ্ধ-শ্রেণীর অপূর্ব্ব কৌশল ভগ্ন হইল। দিববসানে যুদ্ধাবসান-সহিত সেই ফরাসীজয়-গৌরবরবি অস্তমিত হইলেন।

প্রতিভায় ভুবন আলোকিত। প্রতিভার তীব্র বহ্নি-বেগে জগৎ ঝলসিত। কিন্তু প্রতিভাবান্ ব্যক্তিবৃন্দের শেষ জীবন একরূপ বিষাদ-কালিমায় আবৃত, দেখিতে পাই। বঙ্গীয়-কবিকুল-কোকিলের বঙ্গকানন ঝঙ্কারিত করিয়া অকস্মাৎ প্রস্থান, বীরাগ্রগণ্য হানিবালের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান, আর বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠবীরের কারাগারে মৃত্যু, এই সকল জগদিতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত ঘটনাবলী পাঠ করিলে, মন ইহাদের কারণানুসন্ধানে ধাবিত হয়।

বিখ্যাত লেখক ভিকটর্ হিউগো লিখিয়াছেন :—

Old age has no hold on the geniuses of the ideal; for the Dantes and Michael Angelos, to grow old is to grow great; for the Hannibals and the Bonapartes is to grow less?

হিউগোর প্রশ্নোত্তর প্রদান করা সহজ নহে।

বৃদ্ধ দশায় প্রতিভাবান্ স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের আকস্মিক পতন আর অধ্যবসায়-উপার্জ্জিত জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিবৃন্দের জ্ঞান-মার্গে শনৈঃ শনৈঃ উত্থান, এইরূপ সরল মন্তব্যে উপনীত হওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। বীরের প্রতিভায় স্বাভাবিক যুদ্ধজয়ী শক্তির অভ্যন্তরে এক মহতী জীবনীশক্তি নিহিত ছিল। অপূর্ব্ব অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল, অপূর্ব্ব জ্ঞান, অপূর্ব্ব বুদ্ধি তাঁহার সর্ব্বক্রিয়া জগৎ-সমক্ষে শ্রেষ্ঠরূপে প্রচারিত করিত। কামানের অপূর্ব্ব কৌশলে যুদ্ধশ্রেণী গঠিত, কামানের অপূর্ব্ব কৌশলে বিপক্ষ-সেনা ভঙ্গ, কামানের অপূর্ব্ব কৌশলে যুদ্ধ-ক্ষেত্র জিত। কামানের সম্মুখে পুস্তক স্থাপিত, কামানের-সম্মুখে শয়ন প্রস্তুত, কামান-সম্মুখে পত্নীপ্রেমলিপি পঠিত। কামানের অভ্যন্তরে জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন, ভাষা, ইতিহাস, পরোপকার, দান প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির সমষ্টির দ্বারা বীরবর বর্ত্তমান জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন।

সত্য উহা ইংরাজ-কারাগার, সত্য উহা ইংরাজ-অধিকার, আর বীরও বীরের ন্যায় সমর-ক্ষেত্রে সমর-ক্ষেত্র-সঙ্গীসমভিব্যাহারে হত্যা-শোণিত, রাজ্যজয়, রাজ্যউদ্ধার, ফরাসী রাজভাণ্ডার-পূরণ কার্য্য ব্যতীত দ্বিতীয় অসট্রেলিজ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া যোদ্ধৃবেশে দণ্ডায়মান। বীর আজন্ম-বীর। ইউরোপীয় রাজনৈতিক ঐতিহাসিকবৃন্দ তাঁহাকে জগৎ-সমক্ষে অন্যরূপ ধারণ করাইলেও, বীরপদে কুশাগ্রও বিদ্ধ হইবে না।

অন্তিম শয্যায় শত্রু-কারাগারে বীরবর "France. Josephine" বাক্যদ্বয় উচ্চারণ করিতে করিতে মানব-অজানিত বীরলোকে অজ্ঞেয় পুরুষ-সজ্জিত রত্নবাসে জোসেফাইন-প্রস্তুত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট।

বীর আজন্মপূজিতা ফরাসীভূমি পরিত্যাগ করেন নাই। ভক্ত বীর-বৃন্দের প্রাণে বীরাগ্রগণ্য গুরুদেহ বিদেশে মৃত্তিকানিম্নে স্থাপিত হইবে, এই বিষাদবার্ত্তা স্থান পায় নাই। ঐ দেখ, অদ্যও বীরবরের সূক্ষ্মদেহ জগৎ-পূজিতা পারিস নগরীর মধ্যভাগে ঘোটক-পৃষ্ঠে স্বশরীরে আরূঢ়!

জীবনাহুতি।

—*—

The fiery mountains answer each other.
Their thunderings are echoed from zone to zone ;
The tempestuous oceans awake one another,
And the ice rocks are shaken round Winters throne,
When the clarion of the Typhon is blown.
The fountain mingle with the river,
And the rivers with the ocean
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion :—
From bellow and mountain and exhalation
The sun light is darted through vapour and blast.
From spirit to spirit from nation to nation
From city to hamlet thy dawning is cast—
And tyrants and slaves are like shadows of night
In the van of the morning light.

Shelley.

ঊর্দ্ধে ঐ যে নক্ষত্র-বিভূষিত নীলাকাশ ; তারা-রত্ন-কুন্তলা শর্ব্বরী। বৈজ্ঞানিকবৃন্দের জ্যোতির্বিদ্যালোচনার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র ; কবিগণের কবিত্ব-দায়িনী চন্দ্রিকা, আর্য্যঋষিবৃন্দের উপাস্য নীরবতামাধুর্য্যময় দিবাকর ; ঐ বিবিধ চিত্রে বিচিত্র নভ, উহার ঐ বিশ্বোন্মাদক বদন পাঠ কর, অক্ষরে অক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি !

ঐ যে অনন্ত সলিলবক্ষা দ্রুতগামিনী, ঐ যে অনন্ত উর্ম্মিমালোপরি দোলায়মান দেশ-বিদেশযাত্রী সমুদ্রপোত. আর ঐ যে বারিনিধিতলে

মণি-মুক্তাপ্রবাল-শয্যা; সলিলময় চক্রাকারাবর্ত্তে মেদিনী বেষ্টিত; হাঙ্গর-নক্রাদি-পূর্ণা শৈলোপম তুফানবক্ষা দানববালা; প্রবাল-মণি-মুক্তাশোভিনী যক্ষকন্যার ঐ অপরূপ রজতকাঞ্চন-মূর্ত্তি পাঠ কর; অক্ষরে অক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

ঐ যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকা সম বীজ হইতে ক্রমোর্দ্ধোত্থিত শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত আপাতাল দীর্ঘশ্মশ্রু তরুরাজ, শাখায় শাখায় বায়সবৃন্দের নীড়; ক্রোশব্যাপ্ত শাখা-প্রশাখা-ছত্রতলে রাত্রির দারুণ শীত, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের দারুণ উত্তাপ-প্রপীড়িত জীব-সমাগম, বল্কলে নানা ঔষধাবলী প্রস্তুত; পতিত পত্রে—শুষ্ককাষ্ঠে মনুষ্যের রন্ধনক্রিয়া সম্পাদিত; উহার ঐ দেবাকৃতি পাঠ কর, অক্ষরে অক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ; প্রস্তর-শৃঙ্খলে মৃত্তিকাবন্ধন দৃঢ় বদ্ধ। গুহায় ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসস্থান। পর্ব্বত-গাত্রে ক্ষুদ্রতরুরাজির পার্শ্বে নিরীহ জন্তু-মণ্ডলীর বিচরণ; বহুপথপ্রবাহিনী নির্ঝরিণীর বক্রগমন। হরিণ-শাবক-বিচরিত তরুলতা-শোভিত পবিত্রতার রম্যভূমি ঋষিবৃন্দের তপস্যাকানন। ঐ রত্নরাজিগর্ভ চন্দ্রিকাধবল ধীর গম্ভীর নিস্তব্ধতাময় তাপস গিরিশৃঙ্গের নীরবাকৃতি পাঠ কর; অক্ষরে অক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

ভূধর-পৌত্রী তটিনী। শৈলোৎপন্ন নির্ঝরের দুহিতা তটিনী। ধীর গমনে নানা অরণ্য, গ্রাম, নগর, বন্দর বিচরণশীলা। তালে তালে নৃত্যোন্মাদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীমালার লীলা। মনোহর তরণী শ্বেতবাসে আবৃতা। বিচিত্র মৎস্যাদির আবাসস্থান শ্বেত সলিলবক্ষে সমুদ্রপথ-বর্ত্তিনী। তটিনী সাগরে, সাগরে তটিনী। বীজ বৃক্ষে, বৃক্ষে বীজ। মৃত্তিকা পর্ব্বতে, পর্ব্বতে মৃত্তিকা। তুষারে নির্ঝরিণী, নির্ঝরে তুষার। ঐ ক্ষীর-সলিলা তুষার-বালিকা তটিনীর ক্ষীর দেহে দৃষ্টিপাত কর, অক্ষরে অক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

সুগন্ধ গন্ধবহ। ধীর ব্রজে, শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে জগন্ময় বিঘূর্ণিত। জীবন সংমিশ্র প্রাণ। নানা বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক সংযোগে এক নব বায়ু। বায়ু-নিষ্কাষণ, সলিল-নিষ্কাষণ, অম্বর-রথ-যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদি রচয়িতা. বিজ্ঞান-সখা। বাষ্পকণামিশ্রিত বায়ু ক্রমোর্দ্ধস্থানজাত নববায়ু সংযোগে মহোপকারক বৃষ্টিরূপে পতিত। ঐ সমীর-সত্তা পাঠ কর, অক্ষরে অক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

উজ্জ্বলাদিত্য। জগদ্‌ব্যাপক আলোক। চন্দ্র, পৃথিবীশ্রেষ্ঠ পৃথিবী-নিম্ন নক্ষত্রপুঞ্জের ও পৃথিবীর আলোকদাতা। নীরব কবির নীরব ভাষায় ঐ নীরব সৌন্দর্য্য পাঠ কর, বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তি সন্দর্শনে আর্য্যঋষিবৎ ভাব-বিহ্বলনেত্রে উহার ঐ বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি পাঠ কর; অক্ষরে অক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

দরিদ্র ব্যবহারজীবীর কন্যা। পুত্র জগতের সর্ব্বসম্রাটাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আসনে উপবিষ্ট। পৃথিবীস্থিত নানা রত্নরাজি তাহার পাদদেশ বিশোভিত করিয়া বিরাজিত। জ্ঞান-বিদ্যার অমূল্য মণিতে তাঁহার মন-মুকুট ভূষিত। সম্রাট আবাল্যসখা বন্ধুকে ত্যাগ করিতে পারেন। বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে ত্যাগ করিতে পারেন সত্য, যশ-প্রতিপত্তির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া যৌবনসঙ্গিনী পরমপ্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু ঐ যে কর্সিকা-দেশবাসী দরিদ্র ব্যবহারজীবীর কন্যা, যাহার ধন সম্পত্তি মানখ্যাতি টুলোর অগণ্য রত্নরাশি, পারিসের জগৎ-পূজ্য রাজসভার সম্মুখে সূর্য্য-সম্মুখে মৃত্তিকাপ্রদীপ সদৃশ; সেই দরিদ্রা মাতার ঐ জগজ্জননী মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। যে মাতৃহস্তধৃত পাদদ্বয় দরিদ্র-কুটীরে ভ্রমণ করিত, সেই পদ একদিন আফ্রিকার সেই অগ্নিশিখা-প্রদীপ্ত বালুকারাশি আর সর্ব্বোচ্চ-প্রায় শৈলশিখর অতিক্রমণ করিয়াছিল; যে বালক একদিন মাতৃমুখ-

নিঃস্থত অমৃতবাণীর আধস্বরে অনুকরণ করিত, সেই স্বরগাম্ভীর্য্যের নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞান নানা বিদ্যাভূষিতা ফরাসী রাজসভার তড়িৎপ্রবাহিণী বাগ্মিতা একদিন হীনপ্রভা হইত, যে সুকোমল হস্ত একদিন মাতৃবক্ষে অবস্থিতি করিত, সেই হস্তের বিশ্ববিজয়ী সিংহ-মুষ্টি মধ্যে একদিন জগৎ-সাম্রাজ্য-মূষিক বিচরণ করিত। যে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক একদিন মাতৃবুদ্ধির বশীভূত ছিল, সেই বিশ্বব্যাপক বুদ্ধিকৌশলে একদিন জগৎ বশীভূত। সম্রাটের আজন্মব্যাপী কার্য্যাবলীর জীবনাম্বুদাত্রী দরিদ্র ব্যবহারজীবীর কন্যা সম্রাটমাতা ম্যাডামলি মেরী। ঐ সম্রাট-জননীর জগৎজ্জননী-মূর্ত্তি পাঠ কর ; অক্ষরে অক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি ! The mother in her office, holds the key of the soul ; and she it is who stamer the coin of character.

হীরক অঙ্গুরীয় ভ্রষ্ট। শ্বেত নীল পীত সারি সারি স্তম্ভ। সম্মানানুসারে ক্রমোর্দ্ধ সজ্জিত রজত-স্বর্ণ-মণিময় আসন। মন্ত্রী-পারিষদ্-সভাসদ্ সসভিব্যহারে মহারাজ দুষ্মন্ত রত্নাসনে উপবিষ্ট। চিন্তাক্লিষ্ট মনে সকলে রাজকার্য্যে ব্যস্ত। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সম্রাটচিহ্ন কপালদেশে স্থাপিত—কুমার-ক্রোড়ে কন্বমুনি-আশ্রম-প্রতিপালিতা আনন্দবিহ্বলা প্রিয়ম্বদা-সজ্জিতা পুষ্পময়ী অদ্য ভীমদর্শন রাজদৌবারিক-বহিষ্কৃতা। শকুন্তলাকে একবার ধীরপ্রবাহিনী ভ্রমরগুঞ্জন-পূর্ণ বসন্তানিলমথিত পিক-কুহরিত মালিনী তটিনী-পার্শ্বে দুষ্মন্তপ্রেমাভিলাষিণীরূপে দেখিয়াছি ; আর একবার ঐ দেখ, সসত্বা তপস্বিনী নিরাশমথিতদেহা সলিল আহরণান্তর আশ্রম পথ-গামিনী। অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীস্খলিত, জলগর্ভে পতিত, রোহিত-ভুক্ত। কোথায় দুষ্মন্তপত্নী রাজ্ঞী, স্বামী-মনমোহিনী ; আর কোথায় স্বামীলাঞ্ছিতা, কশ্যপাশ্রমপরিচারিকা, তপস্বিনী। নবযৌবনে একমাত্র পুত্রলাভানন্তর আবার ব্রহ্মচারিণী, আবাল্যবার্দ্ধক্যাবধি একরূপ

তপশ্চারিণী। শকুন্তলা একবার পতিপ্রেম-পরিতৃপ্তা হইলেও আজন্ম তপশ্চারিণী; তাহার ঐ প্রভাত-তারকোজ্জ্বল বীরব্রতে তপস্যাপূত বদনমণ্ডল ধীর মনে পাঠ কর; আবাল্য সন্তাপপ্রপীড়িতা শকুনীপক্ষ-রক্ষিতা শকুন্তলার জীবন-পুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

ফরাসীরত্ন। যুদ্ধবিগ্রহের প্রবল ঝটিকা। দীর্ঘ শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য পরাস্তপ্রায়; নানা যুদ্ধে—নানা আক্রমণে ফরাসীসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন! শৈল-ক্রোড়ে তুষারবক্ষা বনফুল-শোভিতা তটিনী-বালিকাবৃন্দ সেই বিশাল অরণ্যের চতুস্পার্শ্বে অপার আনন্দে ক্রীড়া করিত। এই অরণ্যবক্ষে সুচারু হাস্যময়ী ক্ষুদ্র ডমরেমী পল্লীতে কৃষক-গৃহে দরিদ্র-বালিকার বাস। সেই দীর্ঘ দীর্ঘ লতাতন্তু-পরিবেষ্টিত অরণ্যবক্ষে কৃষক-বালাবৃন্দ প্রত্যহ বনদেবতার সঙ্গীত করিত। প্রত্যহ সেই শ্যামল বিটপীলতাগুল্ম-সজ্জিত মনোরম নিকুঞ্জে সঙ্গীতোন্মত্ত বনবালাগণ ক্রীড়া করিত। বালিকা শৈশবাবধি নিসর্গবালার অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্যে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ঢালিয়া দিত। চারুনেত্রা প্রকৃতি-সতীর স্নিগ্ধ-নিকুঞ্জে বালিকা-মন শৈশবাবধিই আকৃষ্ট ছিল। বনফুলকবরী ভূষিতা অরণ্য-বালিকা আজন্ম অরণ্যবালিকা। ক্রমে ক্রমে সেই শান্তিক্রোড়ে সুষুপ্তা ডমরেমী পল্লীও শতবৎসরব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রের অঙ্গীভূত হইল। বালিকা প্রত্যহ আহত পলাতক নিরাশ্রয় সৈনিকবৃন্দের নিকট যখন যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ করিত, তখন সেই অরণ্যবালিকার মহান্ অন্তঃকরণে শোণিত-প্লাবিতা ফরাসী দেবীর আরতি-উদ্দেশে স্বদেশানুরাগের প্রবল শিখা প্রজ্বলিত হইত। বালিকা একদিন নিশায় স্বপ্নাদেশে জানিতে পারিল, তাহারই সেই বালিকা-হৃদয়ে ঐ বিশাল ফরাসীরাজ্য উদ্ধারের এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিহিত আছে। ঐ দেখ, দীর্ঘ ফরাসীসৈন্যবাহিনীর সম্মুখে

দীর্ঘ ঘোটকপৃষ্ঠে আরূঢ়া বালিকা অদ্য উন্মত্তা! রক্তকৌষিকবস্ত্রে দেহ আবৃত, বীরগ্রীবাদেশে জয়মালাশোভিত, যোদ্ধবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণশীলা। দীর্ঘ কুঠারের প্রবল আঘাতে সৈন্যরাশি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বৃক্ষবৎ ইতস্ততঃ পতিত। ঐ যে অদূরে অরলেয়ন দুর্গ, যুদ্ধক্ষেত্রের নানা অস্ত্রের ঝনৎঝনায় প্রতিধ্বনিত, শীঘ্রই তাহার ইংরাজকবল হইতে উদ্ধার সাধন হইল। ভীষণ যুদ্ধের গতির অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন। বারম্বার পরাজিত ফরাসীসৈন্যের জয়সূর্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে উদিত হইল বটে, কিন্তু যুদ্ধজয়-লক্ষ্মী নিজ দেশবাসী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা—তাড়িতা, ইংরাজ-করাল-কবলে পতিতা। ঐ দেখ, ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে বীর-বালিকা অবিশ্বস্তা ঘৃণিতা পিশাচিনী ডাইনী অপবাদে নিক্ষিপ্তা। অগ্নিশিখা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইল, আর ঐ শুন অর্দ্ধদগ্ধ বীরবালিকার মুখ-নিঃসৃত ধ্বনি ঃ—

"Yes, my voices were of God, they have never decived me." জগতে যে সকল বিখ্যাত কার্য্যাবলী সম্পাদিত, যে সকল আত্মোৎসর্গ বৃত্তান্ত আমরা বীরহৃদয়ে পাঠ করি, সেই সকল কার্য্যাবলীই সেই অনন্ত অজ্ঞেয়ের মহান্ বাক্যে অনুপ্রাণিত, সম্পাদিত। অগ্নি-শয্যাস্থিতা—ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনীর স্ত্রী-সেনাপতি আজন্ম কৃষক-পালিতা বীরবালিকার ঐ রণোন্মাদিনী মূর্ত্তি পাঠ কর; উজ্জ্বলাক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

শ্বেত-দীপ-অধিরাজ। নিজ রাজ্য-পরিত্যাগ, পররাজ্যে জীবন-যাপন। পবিত্র ধর্ম্মমন্দির-রক্ষার্থে জীবনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ। ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক সিংহাসন অধিকার। মুক্ত হস্তে নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন। প্রজাবর্গের অজ্ঞাতসারে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন কার্য্যে জীবন সমর্পণ। রাজ্যসুখে পদাঘাত করিয়া চিরজীবন বনে বনে বিদেশে ভ্রমণ।

দুই প্রান্তের ক্রমোর্দ্ধ-শৈলস্তূপ-মধ্যবর্ত্তী পূত পয়ঃপ্রবাহিনী জর্দ্দন-তটিনী পবিত্র খৃষ্টধর্ম্মের ধর্ম্মবীজ বক্ষে ধারণ করিয়া ধীর বক্রগামিনী। অদূরে খৃষ্টীয় ইহুদি-জগতের অত্যুচ্চ ধর্ম্মমন্দিরের বীরত্বমাখা পবিত্র মস্তক অভ্রভেদ করিয়া অনন্ত গগনে উত্থিত। ঐ দেখ, সিংহ-হৃদয় বীরবরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভীষণ সমর-ফলস্বরূপ ইংরাজ-অধিকৃত একার দুর্গোপরি ইংরাজ-জয়পতাকা সংস্থাপিত। ঐ বীর-হৃদয়ের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য জীবনী বীর-মনে পাঠ কর; বীরাক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

ধীমান্ জ্ঞানর্ষি। পূজায় স্থূল সূক্ষ্ম এই দুই বস্তরই আবশ্যকতা। পৌত্তলিকেরা কেবল স্থূল লইয়াই ব্যস্ত, আর দার্শনিকবৃন্দ কেবল সূক্ষ্ম লইয়াই ব্যস্ত। ঐ যে পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি জ্ঞানগর্ব্বিত মনে আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রচার করিতেছেন, কুসংস্কারাপন্ন দেশবাসী-পূজিত একমাত্র স্থূল পৌত্তলিক পূজার পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম পুত্তলী-পূজার প্রচার করিতেছেন; ঐ যে জ্ঞানর্ষি হেরাক্লিটাস্—পীথাগরাস্ প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতদের যে চিরপ্রচলিত তত্ত্বের পরিবর্ত্তে মানবের মনস্তত্ত্ব, নীতিবিষয়ক তত্ত্ব আর রাজনীতিতত্ত্ব অনুসন্ধানে রত, ঐ যে প্লেটো-সদৃশ দার্শনিক ছাত্রে পরিবৃত হইয়া জ্ঞানাবতার দার্শনিক কুঞ্জে উপবিষ্ট, ঐ দেখ, সেই দেবগুরু-সদৃশ জ্ঞানোজ্জ্বল পুরুষের সম্মুখে পিশাচ স্বদেশবাসীর পরমর্শানুযায়ী পাষণ্ডাজ্ঞাপ্রদত্ত হলাহল-পাত্র। সক্রেটিস রাজাজ্ঞায় হৃষ্ট মনে জীবন-দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন বটে, কিন্তু ঐ মহাতপা জ্ঞানর্ষির জ্ঞান-জীবনী পাঠ কর; শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানাক্ষরে লিখিত জীবনাহুতি!

জগৎ কি শুধু সুপ্ত? সুকোমল শয্যাসজ্জিত পালঙ্কোপরি অমা-নিশার ঘোর অন্ধকারে গভীর নিদ্রামগ্ন! ঐ যে সেই মরকত-আকাশ-ক্রোড়ে কাঞ্চন-বিজলীর মনোরম ক্রীড়া, ঐ যে বায়ুভরে দোলায়িত

বৃহৎ মহীরুহ-মস্তকে বায়সবৃন্দের উচ্চরব, ঐ যে সরিৎ-সাগরবক্ষে জল-জন্তুর ইতস্ততঃ ধাবন, ঐ যে অরণ্যগর্ভে ভীষণ জন্তুবৃন্দের গভীর নিনাদ, ঐ যে উদ্দাম প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু নিচয়ের মধ্যে কেমন এক জীবনাহুতির মানব-অগোচর দীপ্ত পরিচয় জাগরিত! যে মানবের মনে সেই জীবনাহুতির ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত, সে মানবের বসতি কোন এক অপার্থিব বিশ্ববিমোহন স্থানে; সে স্থানের সন্ধান মানব বলিতে চায় না, বলিতেও পারে না, পারিলেও বলে না!

বসন্তে পিক।

—oo—

Sound of vernal showers
on the twinkling grass
Rain-awakened flowers,
All the ever was
Joyous, and clear, and fresh they music doth surpass

Shelley.

While I am lying on the grass
Thy twofold shout I hear
From hill to hill it seems to pass,
At once far off, and near.
Thrice welcome, darling of the spring !
Even yet thou art to me
No bird, but an invisble thing,
A voice, a mystery

Wordsworth.

স্বপ্নময় জগতে সেই মধুর স্বপ্ন ফুরাইল। মুদিত চক্ষু উন্মীলিত হইল। বৈরাগ্যময় জীবনের সেই পুরাতন বৈরাগ্যকলঙ্ক হৃদয়চক্র হইতে ধৌত হয় নাই। বন-বংশী পক্ষীকুলের মধুর কূজন-নিস্বনে, নির্ঝরিণীর স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে, তরু-লতা-ফল-ফুলের মধুর নিকুঞ্জে মধুকরের করুণ গুণ্ গুণ্ গুণ্ তন্ত্রী-বাদনে নিসর্গসুন্দরী অদ্য বৈরাগ্যময়ী। কুহু কুহু কুহু! ঐ আবার কুহু কুহু কুহু! নিসর্গবালার বৈরাগ্য-

কুঞ্জ ঝঙ্কারিত ; সেই কুহুধ্বনি গাছের ডালে ডালে—বনের পাতায় পাতায় স্নিগ্ধ আকাশের স্নিগ্ধ শূন্যতলে উত্থিত হইল। কবির মত আমিত তোমার ঐ নভোন্মাদক ধ্বনিতে বনে বনে উপত্যকাদিতে বিচরণ করি না। তবে তোমার ঐ কুহু কুহু ধ্বনি আমার নিকট কেন A tale of visionary hours আনয়ন করে? তবে কেন তোমার ও নিশীথে বংশীস্বরে আমার মনঃকুঞ্জ ঝঙ্কারিত হয়?

বাল্যকালে তোমার ও স্বর শুনিয়াছি, এখনও সেই স্বর শুনিতেছি, কিন্তু তোমার স্বর ত আমার হৃদয়মরুতে কোন কবিত্ব-প্রস্রবণ প্রবাহিত করিতে পারে না। তবে কেন তোমার ও স্বরে এক অপার্থিব মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাই? সে স্বরে মোহ আছে, কিন্তু মোহের উন্মত্ততা নাই; সে স্বরে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু উন্মত্ততার বিবেকভ্রষ্টতা নাই, সে স্বরে বিবেকভ্রষ্টতা আছে, কিন্তু অমঙ্গল নাই। কবি এই সময় কবির ভাব-কবিত্বসুধা পান কর; ঐ কুহু স্বর মধু কবির স্বরলহরীতে আংশিক পাঠ কর :—

Scylla wept,
And chid her barking waves into attention,
And fell Charybdis murmured soft applause,
Yet they in pleasing slumber lulled the sense,
And in sweet madness robbed it of itself ;
But such a sacred and home-felt delight,
Such sober certainty of waking bliss,
I never heard till now.

কবি-কল্পনারাজ্যবিহারি! তোমার ঐ স্নিগ্ধতাকুঞ্জদ্বার উন্মুক্ত কর, একবার তোমার ও কৃষ্ণাবরণে স্থূল কৃষ্ণাবর্ণ-অতীত এক মরকত মধুর

রূপ নিরীক্ষণ করি। তোমার ঐ কপোতাক্ষ চক্ষে পদ্মরাগমণি-আভা নিরীক্ষণ করিয়া, তোমার ও মধুর অঙ্গের মাধুর্য্য-মকরন্দ পান করিয়া, তোমার ও অসংবদ্ধ প্রলাপে এক মনোহর ভাবকবিতা পাঠ করিয়া, তোমার কুহুধ্বনিতে মনধ্বনি মিশাইতে দাও। অলিকুল-পরিবৃত চূত-মুকুল, পরস্পর সখ্যবদ্ধ শীত গ্রীষ্ম, পয়োদ প্রবাহিত গগনমণ্ডল, সুচারু-তারা-রত্নকুন্তলা শর্ব্বরী, শালনির্য্যাসগন্ধবহ বন্ধবহ, ভ্রমরগুঞ্জন, পক্ষী-কূজন, সরোবরে হাস্যময়ী-সরোজিনী, বৈরাগ্যময়ী নিসর্গসুন্দরীর সেই বাসনাহীন পবিত্র মধুর হাস্যময়ি ধ্বনি, আর হরিদ্রাপক্ষী-বুল্‌বুল্‌-পাপিয়া-পরিরক্ষিত তমালতাল-পাদপ-পুষ্প-সৃজিত কুঞ্জ-কুটীরে, পক্ষী-সম্রাট কবি-সহচরের সেই বৈরাগ্যমধুর কুহু কুহু কুহু!

ও যে নবসাজে সজ্জিতা, নববাসপরিহিতা, নবরাগে বিভূষিতা, নবসঙ্গীতমুগ্ধা, নবস্তুতিবিহ্বলা, নববীণাবাদিনী নবীনা বসন্তরাণী। কবির বসন্তমাধুর্য্য কবিরাই আস্বদনে সক্ষম; কবিত্বহীন মানব সে মাধুর্য্য কিরূপে আস্বাদন করিবে?

কুঞ্জ-সহচারিণী পাপিয়া! বসন্ত-সহচারিণী বসন্তরাণীর বসন্তানিল-মথিত অঙ্গের কবিত্বামিয় পানতৃপ্তে! তোমার কুঞ্জকাননরাণীর ও কুহু কুহু কুহু ধ্বনির সম্মুখে মানবের অনন্ত সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা শোক-তাপ বহন কর।

কবির কল্পনারাজ্যে সত্য সত্যই তুমি বসন্তরাণী। কিন্তু বসন্তসখে! শুনিয়াছি তুমি বড় পরমুখাপেক্ষী। ঐ যে মহীরুহ-মস্তকে কাকনীড়, উহার অভ্যন্তরে তোমার শাবক কাক-প্রতিপালিত। পরমুখাপেক্ষী জগৎ। বিহঙ্গম তুমি সেই জগতের অধিবাসী। তোমার ন্যায় সকলেই,—দাস-দাসী সুখ-ঐশ্বর্য্য-পরিবৃত সম্রাট্ হইতে নিরাশ্রয় নির্ধন দীনদুঃখী পর্য্যন্ত সকলেই পরমুখাপেক্ষী। রাজা প্রজার নিকট, প্রজা

রাজার নিকট; মন্ত্রী পারিষদের নিকটে, পারিষদ মন্ত্রীর নিকট; ধনী নির্ধনের নিকট, নির্ধন ধনীর নিকট; সেনাপতি সৈন্যের নিকট, সৈন্য সেনাপতির নিকট; বিদ্বান্ মূর্খের নিকট, মূর্খ বিদ্বানের নিকট;. জ্ঞানী অজ্ঞানীর নিকট, অজ্ঞানী জ্ঞানীর নিকট; পুরুষ স্ত্রীর নিকট, স্ত্রী পুরুষের নিকট; বৃদ্ধ বালকের নিকট, বালক বৃদ্ধের নিকট; শিষ্য গুরুর নিকট, গুরু শিষ্যের নিকট; প্রভু ভৃত্যের নিকট, ভৃত্য প্রভুর নিকট; জড়জগৎ প্রাণীজগতের নিকট, প্রাণীজগৎ জড়জগতের নিকট; সকলেই পরস্পর মুখাপেক্ষী। তবে তুমিও পরের নিকট মুখাপেক্ষী কেন না হইবে? শুধু একজনের নিকট নও, তুমি আবার বসন্ত-সহচররূপে বসন্ত-মুখাপেক্ষী।

O blessed bird earth we pace
Again appears to be
An unsubstantial faery place
That is fit home fyr tdee.

নিসর্গসৌন্দর্য্য-মোহিত কবি ভাবভরে গাহিয়াছেন ঃ—

তোমার আবাস এই মরজগতে নহে. তোমার ঐ সর্ব্বতাপহারক কবিকুঞ্জমোহন বসন্তবার্ত্তাবহ কুহু কুহু কুহু ধ্বনি এ পৃথিবীর পাপতাপে অবিধ্বংসী। তোমার ঐ অপার্থিব বিশ্ব-বিমোহন নন্দন মূরতি কবির ভাষায় সেই A tale of visionary hours আমার কবিত্বহীন মন-মন্দিরে আনয়ন করে। ঐ আবার লতা-পাদপ, পুষ্প-তৃণ, বন-উপবন, গিরিকন্দর, শৈল-প্রস্রবণ, অনন্ত অম্বর, প্রতিধ্বনিত করিয়া নিসর্গদেবীর অমলকুঞ্জ ঝঙ্কারিত করতঃ, অলিবীণাশোভিতা পাপিয়াসখী বসন্তরাণীর

সেই তারার পঞ্চমগ্রামমিশ্রিত পাপিয়ারবধ্বনিত ঐ সেই সঙ্গীত-অশ্রুসংমিশ্র বসন্তসংবাদ—

কুহু কুহু কুহু—আবার কুহু কুহু কুহু! উদারার সেই পঞ্চম তান—

কুহু কুহু কুহু!

সমাপ্ত।